মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। শিব-মন্দির। ৩। দেবীপুর-মন্দির।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৬৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। গণেশ-মন্দির। ৩। শ্রীগোপাল-মন্দির।

আর্য্যভট

পৃথিবী স্থির, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্রূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধরূপ সত্য মত আর্য্যভট প্রচার করেন। তাঁহার মতে পৃথিবী সূর্য্যদেবকে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া আবর্ত্তন করেন—তিনি অচলা নহেন; তিনি সচলা; পরন্তু সূর্য্যদেব ও আকাশমণ্ডলই অচল ও স্থির। তাঁহার মতে[১] পৃথিবীর দুই গতিই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখী। তাঁহার দশ-

---

১। ঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ প্রাক্। ১২ পৃ।

[সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইতেছে—

যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ শশি চয়গিয়িঙুশুছ্লৃ কু ঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ প্রাক্।
শনি ঢুঙ্বিঘ্ব গুরু খ্রিচ্যুভ কুজ ভদ্লিঝ্নুখৃ ভৃগুবুধ সৌরাঃ।

[এক যুগে—

রবির ভগণ—৪,৩২,০০,০০০

কারণ,	খু	=	২,০০,০০
	য্ু	=	৩০,০০,০০
	ঘৃ	=	৪,০০,০০,০০;

চন্দ্রের ভগণ—৫৭,৭৫,৩৩,৩৬

কারণ,	চ	=	৬
	য	=	৩০
	গি	=	৩,০০
	য়ি	=	৩০,০০
	ঙু	=	৫,০০,০০,
	শু	=	৭০,০০,০০
	ছৃ	=	৭,০০,০০,০০
	লৃ	=	৫০,০০,০০,০০;

কু অর্থাৎ ভূমির ভগণ—১৫,৮২,২৩,৭৫,০০, (পূর্ব্বাভিমুখে)

কারণ,	ঙি	=	৫,০০
	শি	=	৭০,০০
	বু	=	২৩,০০,০০
	ণ্ল	=	১৫,০০,০০,০০,০০
	খৃ	=	২,০০,০০,০০
	ষ	=	৮০,০০,০০,০০;

শনির ভগণ—১৪,৬৫,৬৪

কারণ,	ঢ	=	১৪,০০,০০

আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; তাহার নাম আর্য্যভটীয়। ইহাতে ১০টি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যা ছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। কিন্তু ইহাতেই জ্যোতিষের যাবতীয় জ্ঞাতব্য-বিষয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনে এত জ্ঞানরাশি পূর্ণ করা অসাধারণ প্রতিভার কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থকে জ্যোতিষগ্রন্থের রত্নস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আর্য্যভটীয় চারি ভাগ বা পাদে বিভক্ত। প্রথমটি গীতিকাপাদ। ইহাতে জ্যোতিষের সত্য সূত্রভাবে ১০টি গীতিকা ছন্দে গ্রথিত, কিন্তু শ্লোক ১৩টি আছে। গ্রহগুলির ভগণ, তাহাদের পাত, উচ্চ, মন্বন্তর, কল্প, যুধিষ্ঠিরের সময়, সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহগণের ব্যাস, আকাশকক্ষা, মনুষ্য ও যোজনের পরিমাণ ও জ্যোৎপত্তি কথন প্রভৃতি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সচরাচর "দশগীতিকা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আর্য্যভট বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য দশগীতিকায় একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—বর্ণমালার সাহায্যে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সংসিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। ব্যঞ্জন বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, তাহার প্রত্যেকে পাঁচটি বর্ণ আছে, সুতরাং পাঁচটি বর্গে ২৫টি বর্ণ হইল। তিনি কাদি হইতে মান্ত পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ১ হইতে ২৫ সংখ্যা অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তারপর য হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ৩০ হইতে ১০০ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরবর্ণের কেবল ৫টি হ্রস্ব ও শেষ চারিটি দীর্ঘ ধরিয়া এক, শত, দশসহস্র আদি শতগুণ বৃদ্ধিরূপে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিতে ৯ স্বরের উর্দ্ধে যাইতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পাদটির নাম গণিতপাদ। ইহাতে গণিতের সূত্র সকল প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্ত ও ব্যাসের স্থূল অনুপাত ২২ ও ৭ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার সূক্ষ্ম রূপ ৩·১৪১৫৯৫... ও ১ দ্বারা ইউরোপীয়গণ স্থির করিয়াছেন। আর্য্যভট এই গণিতপাদে সেই অনুপাত ৬২৮৩২ ও ২০০০০ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, উহা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু যথার্থের নিকটবর্ত্তী।[৩] ইহার দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে গণিতের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে quadrature of circle এর অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তিনি এই গণিতপাদে ক্রমজ্যার অনুপাতে ব্যাসার্দ্ধের উল্লেখও করিয়াছেন ; সুতরাং ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জ্ঞাত থাকিলে পরিধির ষড়ংশের জ্যা অবগত হওয়া

৩। চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাং ।
অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহঃ ॥ ১০ ॥ গ।

[যাহার ব্যাসের পরিমাণ ২০,০০০, এইরূপ বৃত্তের পরিধির আসন্ন পরিমাণ

= (৪+১০০)×৮+৬২,০০০

= ৬২৮৩২।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

যাইতে পারে।[৪] তিনি গীতিকাপাদে লিখিত জ্যার্দ্ধের আনয়ন করিবার প্রণালী এই গণিত-পাদে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। এই গণিত ত্রিকোণমিতি জানিবার ফল। ইহার দ্বারাই আর্য্যভট গ্রহগণের ব্যাসাদি নিরূপণ করিবার মূল সহায়তা পাইয়াছিলেন।

কালক্রিয়াপাদে কালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই আর্য্যভট স্বীয় জন্মসময় ও আর্য্যভটীয় লিখনকালে তাঁহার বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ২৩ বৎসর জন্মসময়ে যুগের তিনটি পাদ এবং ৬০ বৎসরের ৬০টি গত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগরূপ তিনটি পাদ ও কলিরূপ পাদের ৩৬০০ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং তিনি যে কলির ৩৫৭৭ বৎসর অথবা ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানা যাইতেছে।[৫]

এই কালক্রিয়াপাদে তিনি গ্রহগণের ক্রম-অবস্থিতি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে গ্রহগণ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র এই অধঃক্রমে শূন্যে অবস্থিত এবং ইহাদের সকলের নিম্নে পৃথিবী "মেধী" (খোঁটা) রূপে অন্তরিক্ষে বিরাজমান।[৬] ইহার পূর্ব্ব আর্য্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে, চন্দ্র সকলের অধঃস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডলপূর্ত্তিও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয় এবং শনি দূরস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডল পূরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

৪। পরিধেঃ ষড়্ভাগজ্যা বিষ্কম্ভার্দ্ধেন সা তুল্যা ॥ ৯ ॥ গ।

[পরিধির ছয় ভাগের জ্যা (=chord) ব্যাসার্দ্ধের তুল্য]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং দশগীতিকা মতে circular measure ৩৪৩৮ কলা অর্থাৎ ৫৭.৩ অংশ। ইউরোপীয় মতে ৫৭.২৯৫৭৮।

৫। ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ ॥ ১০ ॥ কা।

[গীতিকাপাদের তৃতীয় (ডাঃ কার্ণের সংস্করণ অনুসারে) শ্লোকে আর্য্যভট বলিয়াছেন, ব্রহ্মার একদিন =১৪ মনু, ১ মনু=৭২ যুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ); আর্য্যভটের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই যুগের এক এক পাদ (চতুর্থাংশ) মাত্র। আর্য্যভটের মতে কল্পাদি হইতে ছয় মনু গত হইয়াছে; সপ্তম মনুর সপ্ত-বিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি যুগের তিন যুগ-পাদ গত হইয়াছে। আর্য্যভট এই শ্লোকে বলিতেছেন (সপ্তম মনুতে অষ্টাবিংশতি যুগে) "চতুর্থ যুগপাদের (অর্থাৎ কলিযুগের) ৩৬০০ তিন হাজার ছয় শত বৎসর গত হইলে আমার জন্ম সময় হইতে ২৩ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে"; অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর গত হইলে আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন-কাল।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

৬। ভানামধঃ শনৈশ্চরসুরগুরু-ভৌমার্কশুক্রবুধচন্দ্রাঃ।
তেষামধশ্চ ভূমির্মেধীভূতা খমধ্যস্থা ॥ ১৫ ॥ কা।

[নক্ষত্রমণ্ডলের নীচে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষায় অবস্থিত। সকলের নীচে পৃথিবী যেন আকাশমধ্যে মেধী—(খলমধ্যে স্থিত, ধান্যমর্দ্দক বলীবর্দ্দাদি বন্ধনার্থ স্থাপিত স্থূল শঙ্কু) রূপে অবস্থিত। এই শ্লোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

এইরূপে গ্রহগণের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিমাণ তাঁহাদের অল্প দীর্ঘ মণ্ডল দ্বারা নিরূপণ করিবে।[৭] এরূপ লিখন সত্ত্বেও টীকাকার বাহুবাস্ফোট করিয়া লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভট পৃথিবীর সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ-মতের নিরাকরণ করিতেছেন। এ স্থলে আর্য্যভটের ভাব যে অন্যরূপ, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। এখানে সূর্য্যদেবই "মেধ" এবং পৃথিবীই গ্রহস্থলে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কারণ, ইহা না ধরিলে তাঁহার পূর্ব্বাপর লিখনের পরস্পর বিরোধ হয়—কোন ধীর ব্যক্তি তাহা করেন না। অপিচ তিনি সর্ব্বত্রই পৃথিবীকে গ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ শব্দদ্বারা তাহার সূর্য্যপরিত ভ্রমণ সূচিত করিয়াছেন। যথা—(ক) দশগীতার পাঠক জগন্মধ্যে ভূগ্রহের ও অন্য গ্রহের ভ্রমণ জ্ঞাত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। (খ) গ্রহের পরম অপক্রম ২৪ অংশ।[৮] অপক্রমকে obliquity of the ecliptic বলে। (গ) গীতিকাপাদের এই নিম্ন গীতিকার দ্বারাও সূর্য্যের স্থিরতা ও পৃথিবীর পরিভ্রমণ যোজনে প্রকাশিত হইতেছে। যথা,—

৭। মণ্ডলমল্পমধস্তাৎ কালেনাল্পেন পূরয়তি চন্দ্রঃ।
উপরিষ্টাৎ সর্ব্বেষাং মহচ্চ মহতা শনৈশ্চারী। ১৩। কা।

[সকলের নিম্নে থাকাতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং সেই জন্য চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়েই নিজ কক্ষা পূরণ করেন। সকলের উপরে থাকাতে শনিকক্ষার পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই জন্য মণ্ডল পূরণ করিতেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

অল্পে হি মণ্ডলেঽল্পা মহতি মহান্তশ্চ রাশয়ো জ্ঞেয়াঃ।
অংশাঃ কলাশ্চ এবং বিভাগতুল্যাঃ স্বকক্ষাসু। ১৪। কা।

[অল্প মণ্ডলে রাশি, অংশ কলাদির যোজন পরিমাণ অল্প বুঝিতে হইবে। সেইরূপ মণ্ডল বৃহৎ হইলে তাহাতে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণ অধিক বুঝিতে হইবে।

রাশি=যে কোন বৃত্ত-পরিধির ১২ ভাগের এক ভাগ।

অংশ=যে কোন রাশির ৩০ ভাগের এক ভাগ, ইত্যাদি।

অতএব বৃত্ত-পরিধির যোজন পরিমাণ অনুসারে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণেরও অল্পাধিক্য হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

দশগীতিকাসূত্রমিদং ভূগ্রহচরিতং ভপঞ্জরে জ্ঞাত্বা।
গ্রহভগণপরিভ্রমণং স যাতি ভিত্ত্বা পরং ব্রহ্ম। ১১। গী।

ভপঞ্জরে ভূ-ভগ-গ্রহের চরিত (অর্থাৎ স্বরূপ) যাহাতে জানা যায়, এইরূপ দশগীতিকাসূত্র সম্যক্ জ্ঞান করিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ স্থির করিতে পারিলে পরং ব্রহ্ম লাভ হয়।

৮। ভাঽপক্রমো গ্রহাংশাঃ * ।
* * * । ৩। গী।

[ছন্দের অনুরোধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, গ্রহাপক্রম ভ (=২৪) অংশ। গ্রহের পরম অপক্রম মাত্র ২৪ অংশ, এই গ্রহ অর্থে সূর্য্য। কারণ, পরে অন্যান্য গ্রহের বিক্ষেপ উল্লেখ আছে। ঘটিকা মণ্ডল এবং অপক্রম মণ্ডলের অন্তরাল ২৪ অংশ। Obliquity of the Ecliptic=24 degrees.

—[শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতেও ইহা ২৪ অংশ, জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মহম্মদ শার সময় উহা ২৩ অংশ ২৮ কলা স্থির করেন। অধুনা ইউরোপীয়গণের মতে উহা ২৩।২৭।

প্রাণেনৈতি কলাং ভং খযুগাংশো গ্রহজবো ভবাংশেঽর্কঃ ॥ ৪ ॥ গী।

নক্ষত্র প্রাণ সময়ে এক কলা গমন করে। গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর গতি আকাশকক্ষার খযুগাংশ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ অংশ। এই আকাশ-কক্ষার ষষ্টি অংশে সূর্য্যদেব অবস্থিত। (ঘ) গোলপাদের ৯।১০ আর্য্যার দ্বারা আর্য্যভট পৃথিবীর গ্রহ সম্বন্ধে যত গোল বা সন্দেহের নিরসন করিয়া ভূভ্রমবাদের বিশেষরূপে স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥ ৯ ॥ গো।
উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো।

নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন অগ্রে অগ্রসর হইলেও পৃথিবীকে পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া থাকে, *সেইরূপ অচল নক্ষত্ররাশি পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতির দ্বারা তাহা লঙ্কার ঠিক পশ্চিমগামী* বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রবহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিয়া গ্রহ ও তারাগণের উদয়াস্তের কারণ হইতেছে (?)। তাই আকাশমণ্ডল লঙ্কার ঠিক পশ্চিমে ভ্রমণশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে (?)।

এ স্থলের "সগ্রহ" শব্দটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে আর্য্যভটের ভাবে কোন সন্দেহ থাকিবে না। গ্রহ শব্দদ্বারা অন্য গ্রহ বুঝাইতে পারে না। কারণ, সেগুলি ত ভপঞ্জর বা আকাশ-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। সুতরাং পারিশেষ্য গ্রহশব্দ দ্বারা পৃথিবীই বুঝাইতেছে।

আর্য্যভটের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত বরাহমিহির। ইনি একজন প্রধান জ্যোতিষী। ইহাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে; পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার গণিত-জ্যোতিষ। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতা ইহাঁর ফলিতজ্যোতিষ। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ইনি আর্য্য-ভটের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রগ্রহণ গণিতের দোষ প্রদর্শন ও অন্য বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যসংস্থান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি আর্য্যভটের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সূর্য্যপরিত ও আবর্ত্তনরূপ পৃথিবীর উভয় গতির নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,—

ভ্রমতি ভ্রমস্থিতেব ক্ষিতিরিত্যপরে বদন্তি নোডুগণঃ।
যদ্যেবং শ্যেনাদ্যাঃ ন খাৎ পুনঃ স্বনিলয়মুপেয়ুঃ ॥৬
অন্যচ্চ ভবেদ্ভূমেরহ্না ভ্রমণংহণা ধ্বজাদীনাং।
নিত্যং পশ্চাৎ প্রেরণমথাল্পগা স্যাৎ কথং ভ্রমতি ।৭

এ স্থলে যে ভ্রম অনিবার্য্য, বরাহমিহিরও তাহাই করিয়াছেন। কালক্রিয়াপাদে আর্য্যভট পৃথিবীকে "মেধী"রূপ বলায় পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া বরাহমিহির তাহাই ধরিয়া মত খণ্ডন করিতেছেন। মেধী বলিলে গণিতের যে ফল হয়, কুম্ভকার-চক্রের মধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ড

বলিলেও পণ্ডিতের সেই ফলই দাঁড়ায়। সুতরাং বরাহ বলিলেন, কেহ কেহ বলেন—তারাগণ ভ্রমণ করে না, চক্রমধ্যস্থিত পৃথিবী ঘুরিতেছে। তাহা যদি হয়, পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস-স্থানে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না, ইহা হইল সূর্য্যপরিত ভ্রমণের খণ্ডন (?)। আবর্তন-মত স্বীকার করিলে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক ভ্রমণবেগপ্রযুক্ত যে বায়ু উত্থিত হয়, তাহার আঘাতে পৃথিবী প্রতিহত হইয়া মন্দগামিনী হইবে এবং পতাকাগুলি সর্ব্বদাই পশ্চাৎগামী দৃষ্ট হইবে। এরূপ যখন হয় না, তখন পৃথিবীর আবর্তনও অসিদ্ধ। বরাহের এ যুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রায় ১২৯ বৎসর পরে তাঁহার ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার খণ্ডনযুক্তি সারগর্ভ হইলেও তাহা সত্যের সমক্ষে স্থির থাকিতে পারে না। যথা,—

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি তর্হি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানং।

আবর্তমানমূর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়া কস্মাৎ॥ ১৭। তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়।

ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর সূর্য্যাপরিত গতির স্বরূপ না জানিয়া নক্ষত্রের প্রাণ সময়ে কলাপরিমিত গতির স্বীকার করিয়া, তাহাই পৃথিবীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পৃথিবীর আবর্তন-গতির পরিমাণও তাই। তার পরেই তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী যায় কোথায়? পথই বা কৈ? আর পৃথিবীর আবর্তন স্বীকার করিলে অট্টালিকা আদি উচ্চ বস্তুগুলি পড়িয়া যায় না কেন?

ইঁহাদের পরে লল্ল ও শ্রীপতিও বরাহের অনুরূপ যুক্তির দ্বারা আর্য্যভটের মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জ্যোতিষের পরিভাষা যেরূপ বুঝিয়া থাকেন, আর্য্যভট কোন কোন স্থলে তাহার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—(১) আর্য্যভট 'যুগ' শব্দে মহাযুগ অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের সমষ্টি বুঝিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে যুগপাদ বলিয়াছেন[৯]; মহাযুগ পরিভাষা প্রথম সূর্য্যসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়। (২) তিনি দশগীতিকায় ৭২ যুগে মন্বন্তর ধরিয়াছেন এবং কালক্রিয়াপাদে ১০০০ যুগ-পরিমিত কালকে গ্রহ-সামান্যযুগ বলিয়াছেন এবং ১০০৮ যুগকে ব্রহ্মার দিন বলিয়াছেন[১০]। ইহা মনুসংহিতার ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত।

৯। যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ ১। গী। অর্থাৎ মহাযুগ বা ৪৩২০০০০ বৎসরে রবির ভগণ খু=২০০০০ যু=৩০০০০০ ঘৃ=৪০০০০০০ এই সংখ্যার সমষ্টি ৪৩২০০০০ হইল। তাঁহার সংখ্যাবোধক আর্য্যা দ্রষ্টব্য।

১০। দিব্যং বর্ষসহস্রং গ্রহসামান্যং যুগং দ্বিষট্‌কগুণং।

অষ্টোত্তরং সহস্রং ব্রাহ্মো দিবসো গ্রহযুগানাং॥৮। কা।

[আর্য্যভট পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ১ রবি বর্ষ=১ মনুষ্যের বর্ষ, ৩০ মনুষ্য বর্ষ=১ পিত্র্য বর্ষ, ১২ পিত্র্য বর্ষ =১ দিব্য বর্ষ। এখানে বলিতেছেন—১২০০০ দিব্য বর্ষ=১ গ্রহ সামান্য যুগ (যখন সকল গ্রহ সমসূত্রে ফিরিয়া আসে), ১০০৮ গ্রহযুগ=১ ব্রাহ্ম দিবস।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভটের মতে বুধবার মেষ রাশির আদিতে সত্যযুগের প্রবৃত্তি হয়, বৃহস্পতিবারে দ্বাপরের শেষ হয় এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করেন[১১]। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত ও বিশ্বাস। বরাহমিহির কিন্তু ইহার বিপরীত মত বৃহৎসংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, তখন সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের শকাব্দপূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে[১২]। ইহা জ্যোতিষী গর্গ মুনির মত। কিন্তু তিনি মুনিগণের উক্ত নক্ষত্রে অবস্থিতি দ্বাপরান্তে ও কলির প্রারম্ভে দিয়াছেন।

আর্য্যভট কলি-অব্দই ব্যবহৃত করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তখনও তাঁহার অধ্যুষিত প্রদেশে শকাব্দের প্রচলন হয় নাই। বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ৪২৭ শকাব্দকে করণাব্দ স্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রহস্ফুট আদি গণনা করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম-বৎসর। বৃহৎসংহিতায় শকাব্দ কালের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কৃতি সূর্য্যসিদ্ধান্তে চাতুরী করিয়া উহা উল্লিখিত করেন নাই; যেহেতু উহার দ্বারাই তিনি আর্য্যভটের সত্য খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কারণ, উহা সূর্য্যপ্রোক্ত গ্রন্থ; সুতরাং মনুষ্যোক্তি হইতে গরীয়ান্। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনা ভাষ্যে যেরূপ শব্দভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তকে বরাহ-রচিত বলিয়াই জানিতেন (?); কিন্তু সমাজ-শাসনে স্পষ্টভাবে জিহ্বাগ্রে তাহা আনয়ন করিতে সংকুচিত হইতেন। কারণ, তিনি শিরোমণিতে অয়নগতির পরিধিবৎ মত মঞ্জুলাদির লিখন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত অয়নচক্রের দোদুল্যমানতা মত গ্রহণ করেন নাই; অপিচ বাসনা ভাষ্যে আগম বা বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের পরিধিবৎ ভাবই উপলব্ধ করিয়াছেন।

কাহো মনবো ঢ মনুযুগ শখ গতাস্তে চ মনুযুগ ছনা চ।
কল্পাদের্যুগপাদা গ চ গুরু দিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং ॥ ৩ । গী ।

[১ ব্রাহ্ম দিবস = ১৪ মনুযুগ বা মন্বন্তর,
১ মন্বন্তর = ৭২ যুগ,
১ যুগ = সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ ৪ পাদ।

কল্পাদি হইতে যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের গুরুবারের পূর্ব্বে ৬ মনু, ২৭ যুগ, তিন পাদ গত হইয়াছে। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের দিন গুরুবার হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

১১। গুরুদিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং ।৩। গী।
* * * ।
* বুধাহ্ন্যজার্কোদয়াচ্চ লঙ্কায়াং ॥ ২ । গী ॥
[লঙ্কায় বুধবারে মেষ রাশিতে সূর্য্যোদয় হইতে কল্পারম্ভ।]

১২। আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।

১৩। বিষুবজ্জাবিবরান্নঃ সংপাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণাঃ সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে॥

বরাহের এরূপ চাতুরী সত্ত্বেও আর্য্যভটের মত প্রায় ৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত-প্রতাপ ছিল। ভোজরাজ [illegible] পুরাণকারগণের সময় হইতে প্রাচীন মত [illegible] পুনঃ বলীয়ান্ হয় এবং আর্য্যভটের গ্রন্থের পঠন-পাঠন রহিত হয়। ভোজরাজের পূর্ব্বে ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের প্রথিতনামা টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্তের মত খণ্ডন করিয়া আর্য্যভটের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন[১৩]। আর্য্যভটের প্রাচীন টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা ভট-প্রকাশিকা লেখেন। তাহাতে আচার্য্যের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইনি জনৈক জ্যোতিষী। ইনিও ভোজরাজের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার গ্রন্থেরও প্রচার স্থগিত হইয়াছে; তাহার স্থলে ভাস্করের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী পরমাদীশ্বরের রচিত প্রাচীনমত-সম্বলিত ভটদীপিকা প্রবোধিত হইয়াছে।

আর্য্যভট পৃথিবীর ব্যাস ১০৫০ যোজন লিখিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে উহা ১৬০০, ভাস্করের মতে উহা ১৫৮১$\frac{1}{২৪}$ যোজন। আর্য্যভটের যোজনের পরিমাণ ৩২০০০ হস্ত, মনুষ্যের উচ্চতা [illegible] হাত, হস্তের পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি।

আর্য্যভটের ধর্ম্মবিশ্বাস উদার ছিল। তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সকল দেবতার প্রতিই ভক্তিবিনম্র ও বিশ্বাসবান্ ছিলেন। তবে ঋষিগণের ন্যায় তাঁহার চরম লক্ষ্য পরমব্রহ্মই ছিলেন। দশগীতিকার প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও সকল দেবতাকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন এবং শেষে তাঁহার ফলশ্রুতিতে পাঠকের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। গণিতপাদের প্রারম্ভে [illegible] ও গ্রহগণকে নমস্কার করিয়া সত্য জ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন এবং গোলপাদের শেষে তাঁহার গ্রন্থের পরিপন্থীর প্রতি আয়ু [illegible] যশের লোপকারী বলিয়া অভিশাপ করিয়াছেন। কারণ, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার [illegible] সনাতন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ[১৫]। ইহার দ্বারা তিনি যে বেদমধ্যস্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, বেদই ব্রহ্ম, তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষই সিদ্ধান্ত।[১৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

অমনচলনাং যদুক্তং মুঞ্জলাদ্যৈঃ স এবায়ং।
তৎপক্ষে ত্রুভূপ্লা কৃতে গোলকর্ত্তৃ নয়নগোচরা।
যদ্যেবমপ্যলকোঽপি সৌরসিদ্ধান্তোক্তবাৎ
আগমপ্রামাণ্যেন ভগণপরিধিরেং কথং তৈবে ত্তঃ।—ভাষ্য।

১৩। ক্রুরেশ্বাক্ত্যাত্তত্তা প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং।

১৫। আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং সদসদ্যৎ।

সুকৃতায়ুষোঃ প্রণাশং কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যোঽস্য।৫০। গো।

১৬। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অর্থ কেহ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ [illegible] নাই। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় বরাহ ইহাকে দুর্বিজ্ঞেয় অর্থাৎ "লোহার কড়াই" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধুনাতন কালের "বার্হস্পত্য" নামক জনৈক Hindustan Reviewর লেখকই ইহার যথার্থ অর্থ প্রচার করিয়া [illegible] কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহার পরে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী উহার টীকা লেখেন।

"আর্য্যভট" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে "লঘু-আর্য্যভটীয়" নামক গ্রন্থোক্ত ভূভ্রম-বাদমতের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ এবং কালক্রিয়াপাদের দুই একটি বিষয়েরও সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না ;—

(১) আর্য্যভটীয়ে শ্লোকের সংখ্যা তিনি ১২৩ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানির কোন্ সংস্করণ বা কোন্ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। Dr. Kern এর সংস্করণে (১৮৭৫ খ্রীঃ) ১৩+৩৩+২৫+৫০=১৩+১০৮=মোট ১২১টি শ্লোক আছে। দশগীতিকাপাদের ১৩টি শ্লোক বাদ দিলে মোট ১০৮টি শ্লোক পাই। গ্রন্থখানির "আর্য্যাষ্টশতকম্" নামের সহিত এই সংখ্যার বেশ সামঞ্জস্য আছে। তবে দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ [illegible] গণিতপাদ, এই চারিটি পাদ হইতে মনে হয় যে, এগুলি একই গ্রন্থের চারিটি ভাগ মাত্র। সে যাহাই হউক্, এসিয়াটিক সোসাইটীতে Government Collectionএ এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা নির্ভুল না হইলেও বড় অসম্পূর্ণ নহে। তাহাতে শ্লোকের সংখ্যা আছে—১৩+৩৩+২৭(?)+৫০=মোট ১২৩। কিন্তু তৃতীয় ভাগ কালক্রিয়াপাদের প্রথম দুইটি শ্লোকের সংখ্যা আছে মাত্র, কিন্তু ঐ সংখ্যায় কোন শ্লোক বা বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই। কেবল দশগীতিকা [illegible] গণিতপাদের যথাক্রমে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন্ গ্রন্থ [illegible] করিয়াছেন, জানিতে পারিলে ভাল হয়।

(২) "গ্রহগণের [illegible] বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অনুদীর্ঘমণ্ডল পূরণ দ্বারা নিরূপণ করিবে", গ্রন্থ হইতে এরূপ ভাব মোটেই প্রকাশ পায় না। "মণ্ডল" অর্থ যে বিম্ব নহে, এ কথা ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। মণ্ডল পূরণের সময় দ্বারা গ্র [illegible] কক্ষার অনুদীর্ঘত্ব নিরূপণ করিবার কথা মাত্র গ্রন্থে আছে।

(৩) ব্রহ্মচারী মহাশয় 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' বরাহমিহিরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধে [illegible] তাঁহার [illegible] প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রমাণগুলি যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত সূর্য্যসিদ্ধান্ত সঙ্কলন মাত্র, বরাহমিহির ইহাতে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তের মতগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার নিজেরও কোন কোন মত সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় আমরা যাহা জানিতে পারি, তদ্ব্যতীত এই পুরাতন সিদ্ধান্তখানির আর কোন [illegible] অস্তিত্ব নাই। ইহাই "পুরাতন সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত। অধুনা [illegible] একখানি সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রচলন আছে। ইহার সহিত পঞ্চসিদ্ধান্তোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্থানে স্থানে অমিল থাকায়, ইহা আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাও বরাহমিহিরকৃত নহে। খ্রীষ্টীয় ৭।৮ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত।

(১) পৃথিবী একটি গ্রহ, (২) পৃথিবী অচলা নহেন, (৩) পৃথিবী দৈনিক আবর্ত্তনশীল এবং (৪) সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণশীল—এই কয়টি বিষয় ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে আর্য্যভটীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনশীলতা সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাহা ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হওয়া সম্বন্ধে) বিশেষ কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পৃথিবীর গ্রহত্ব এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমাণগুলি নূতন না হইলেও এইরূপ জোর করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ব্যতীত* কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই। প্রমাণগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তবে যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় যে ভূভ্রমমতের খণ্ডন আছে, তাহাতে সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মতের খণ্ডনই যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। অতএব এ প্রমাণের তত মূল্য নাই। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। তাঁহার [illegible] ধরণ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার সময়েও (৬২৮ খ্রীঃ) যেন এই উভয় (ব্রহ্মগুপ্তের মতে ভ্রান্ত) মতই (অর্থাৎ দৈনিক আবর্ত্তন ও সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ [illegible]) প্রচলিত ছিল। আর আর্য্যভটের প্রতি ব্রহ্মগুপ্তের বিদ্বেষ এবং অযাচিত কটুবাক্য প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, আর্য্যভটীয় শাখার (School of Aryyabhata) দ্বারাই ঐ মতের প্রচার হইয়াছিল। আর্য্যভটীয়ের অনেক টীকা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সেই সকল টীকা আবিষ্কৃত হইলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে।

উপরোক্ত কারণে এবং এই বিষয় সম্বন্ধে যদি কাহারও নিকট আর কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায়, এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটির প্রকাশ খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি নূতন না হইলেও† বঙ্গভাষায় তাহার প্রচার [illegible] নাই এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার

* ভারতী, আষাঢ় ১৩০০।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর্য্যভট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন,—

(১) "আর্য্যভটীয়ম্"—Dr. Kern's Edition, 1875.
(২) আর্য্যভট [illegible] প্রবন্ধ—Dr. Kern's Collected Works.
(৩) Rodet, Calcul du Aryyabhata.
(৪) Colebrooke, Essays, Vol. II, pp. 364-365 ; pp. 420-429.
(৫) Colebrooke, Preface to the translation of Lilavati.
(৬) Dr. Thibaut—পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ভূমিকা।
(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908.
(৮) Bulletin, Calcutta Mathemetical Society, Vol. III.
(৯) ভারতবর্ষ, ১৩২৩-২৪।
(১০) ভারতী, ১৩০০।—"যুবতী"র শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তকৃত সমালোচনা, এবং [illegible] জ্যোতিষসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
(১১) ভারতী, ১৩০১।—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "হিন্দু-জ্যোতিষীদিগের বিবরণ" দ্রষ্টব্য।

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালা-দেশে মুসলমান অধিকারের পত্তন। তখন হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী ও আরবী নাম এবং শব্দের প্রবেশের সূত্রপাত।

মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আরব জাতির জাতীয়তার উন্মেষের যুগে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আদিতে উমৈয়্যা-বংশীয় খলীফহ্ সুলয়্মান যখন দমস্ক নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ইরাক্ ও অল্-জজীরহ্ (মেসোপোটামিয়া) প্রদেশের শাসনকর্তা হজ্জাজ ভারতে ইস্লাম প্রচারের জন্য মহম্মদ্ ইব্ন্-কাসিমের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে আরব মুসলমানেরা ৭১২ সালে সিন্ধু প্রদেশ জয় করে; এবং ওই প্রদেশ কিছু কাল আরবদের হাতেই থাকে। কিন্তু আরবদের অধিকার এ দেশে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয় নাই; এমন কি, ইহাদের আগমনবার্তা ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেই পারে নাই। ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্য লইয়া দেখা দেয়, তুর্কী ও আফগান জাতীয় মুসলমানেরা। বগ্দাদের অব্বাস-বংশীয় খলীফহ্-দের ক্ষমতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সল্জুক্ ও অন্যান্য জাতীয় তুর্কীরা পারস্য, ইরাক্ ও পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডে আসিতে থাকে, এবং ক্রমে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে ঐ সকল দেশে এই তুর্কীরা বিশেষ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, আরব ও পারসীকেরা ইহাদের কাছে অবনতি স্বীকার করে। বিভিন্ন তুর্কী-গোষ্ঠী খোরাসান ও আফগানিস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং অর্দ্ধসভ্য আফগানদিগকে আপনাদের বশে আনয়ন করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি, ৯৬২ সালে অল্প্-তগীন্ নামে এক তুর্কী সেনানী আফগানিস্থানের গজ্নহ্ বা গজ্নী নামক স্থানের গড় দখল করেন, এবং আফগানিস্থানে এক তুর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প্-তগীনের পর সবুক্-তগীন্ এবং তৎপুত্র বিখ্যাত মহ্মূদ রাজা হন। সবুক্-তগীন্ই প্রথম ভারত-বিজয়ের বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ রাজা জয়পালকে কয়েকবার পরাজয় করেন। মহ্মূদ্ (মহ্মূদ্ গজ্নবী নামে বিখ্যাত) ষোল বার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণ লুণ্ঠনের অভিযান ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু মহ্মূদের শৌর্য্য ও তাঁহার তুর্কী এবং আফগান সৈন্যের অপ্রতিহত পরাক্রমের কাছে উত্তর-ভারতের সমবেত শক্তি দাঁড়াইতে পারে নাই। মহ্মূদ্ দক্ষিণে সোমনাথ ও পূর্ব্বে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত সেনা আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখেন। গজ্নীর তুর্কী সুলতানদের সময় হইতে ‘তুর্কী’ শব্দ ভারতে মুসলমান-বাচক হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, বিশিষ্টরূপে মুসলমান ধর্মের ও মুসলমান ভাবের সহিত ভারতের ধর্মের ও ভাবের প্রথম সঙ্ঘাত, তুর্কীরাই ভারতে আনাতে ঘটে। বহু কাল ধরিয়া পঞ্জাবে, রাজপুতানায় মধ্যদেশে, বাঙ্গালায়, [illegible] দিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পশ্চিমা মুসলমান জাতির সহিত হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই, [illegible] দিন মুসলমান অর্থে 'তুর্ক্' বা 'তুরুক' শব্দই ব্যবহৃত হইত; এখনও এই অর্থে তামিলে 'তুলুক' শব্দ প্রচলিত ; কারণ, দক্ষিণের লোকেদের মুসলমানদের সহিত ততটা সম্পর্কে আসিতে হয় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘোর-প্রদেশের সূর-বংশীয় আফগানেরা ‹অলাউ-দ্-দীন জহান্-সোজের নেতৃত্বে গজনী ধ্বংস করে। আফগানস্থানে আফগান ঘোরী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের তৃতীয় রাজা মুইজ্জ্-দ্-দীন মুহম্মদ ঘোরী তিরৌরীর যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি রায়-পিথৌরা বা পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করেন। মুহম্মদ ঘোরী নিজে আফগান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনায় বহু তুর্কী সেনানী ও সৈনিক ছিল। এই সকল তুর্কী সেনানীদের মধ্যে অন্যতম কুতুবুদ্-দীন অয়্বক্ দিল্লীতে প্রথম মুসলমান রাজবংশের স্থাপন করেন। আর এক সেনাপতি ইখ্তিয়ার-দ্-দীন মুহম্মদ্ বখ্তিয়ার খলজী বিহার (মগধ) জয় করেন ও নবদ্বীপ (উত্তররাঢ়) আক্রমণ করেন, এবং লক্ষ্মণাবতী নগর ও প্রদেশ (বরেন্দ্র) মুসলমান-শাসনের অধীনে আনেন। খলজী-গোষ্ঠীরা সম্ভবতঃ তুর্কীজাতীয় ছিল, দীর্ঘকাল আফগান দেশে বাস করা হেতু পরে ইহারা ভাষায় ও আচারে আফগান হইয়া পড়ে। বখ্তিয়ার সম্ভবতঃ তুর্কী-ভাষীই ছিলেন। প্রথম ভারতজয়ী মুসলমানেরা মুখ্যতঃ তুর্কী, ও পশ্তো-ভাষী আফগান, এই দুই জাতীয় ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেক ঈরানী ও কিছু আরবও ছিল। উত্তর-ভারতবিজয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে এশিয়া-মাইনরে, ইরাকে, পারস্যে, খোরাসানে ও আফগানস্থানে, সল্জুক ও অন্য জাতীয় তুর্কীদেরই বেশী প্রাধান্য ছিল ; ভারতেও বহু কাল ধরিয়া তুর্কীরাই প্রবল থাকে। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে দাস-বংশীয়েরা সকলেই তুর্কী ছিলেন ; খল্জী-বংশীয়েরা তুর্কী-জাতি-সম্ভূত ছিলেন ; কিন্তু ইহারা আচার-ব্যবহারে ও ভাষায় আফগান বা পাঠান বনিয়া গিয়াছিলেন। তুঘলক্ রাজারা তুর্কী ছিলেন ; সয়্যিদ রাজারা খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় মুসলমান ছিলেন। সয়্যিদ-বংশের পরে লোদী ও সূর বংশীয়েরা আফগান (পাঠান) ছিলেন, কিন্তু ইঁহারা অনেকটা হিন্দুস্থানী হইয়া পড়েন। মোগল-বংশের প্রথম রাজা বাবর তুর্কী বলিতেন, তুর্কীতে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ভারতের মোগল সম্রাট্গণ দুই তিন পুরুষেই হিন্দীভাষী হইয়া পড়েন। বাঙ্গালার মুসলমান শাসকদের মধ্যে, বঙ্গ-বিজয়ের পর প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজত্ব করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তুর্কী ছিলেন ; কিন্তু স্বদেশের সহিত সংযোগ না থাকায় তুর্কী ও আফগান, আরব [illegible] হাবশী, সকলেই অল্পে অল্পে ভারতীয় মুসলমান হইয়া দাঁড়ান, এবং হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করেন।

পশ্তো, তুর্কী, ফারসী ও আরবী—এই চারি ভাষা মুসলমানদিগ-কর্তৃক এ দেশে আনীত হয়। তুর্কীরা ও পশ্তো-ভাষী আফগানেরাই ভারতে খুব বেশী আসে, এবং মুসলমান-যুগের ইতিহাসের অনেকটা অংশ প্রধানতঃ ইহাদের লইয়া। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুর্কী

ও পশ্‌তোর প্রভাব ভারতের দেশী ভাষাগুলির উপর প্রায় কিছুই পড়ে নাই। তুর্কীর গোটাকতক শব্দ হিন্দী-ও বাঙ্গালায় আসিয়াছে; যেমন—তুর্ক, তোপ, তকমা, খাঁ, বেগ, বেগম, উজবক, বাবুর্চী, উর্দু, চকমকী, কাবু, কোঁৎকা, মুচলকা। কিন্তু খুঁজিলেও পশ্‌তোর শব্দ দু চারটার বেশী বোধ হয় মিলিবে না। ইহার কারণ এই যে, এ দেশে তুর্কী ও পশ্‌তো যখন চলিত, তখন এই দুই ভাষা ঘরোয়া ভাষা হিসাবেই বিজেতা তুর্কী ও পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল;—ভারতের মুসলমান বিজেতাদের পোষাকী বা দরবারী ভাষা গোড়া হইতেই ফারসী ছিল। ফারসী-ভাষী মুসলমান অধিক পরিমাণে ভারতে না আসিলেও, ফারসীর ছাপ সিন্ধী, পঞ্জাবী, হিন্দী, বিহারী, বাঙ্গালা ও মরাঠীতে যতটা পড়িয়াছে, ততটা আর কোনও বিদেশী ভাষার নয়।

আধুনিক মুসলমান জগতে মুসলমান-সভ্যতার বাহনরূপে চারটি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; সে চারিটি ভাষা হইতেছে আরবী, ফারসী, পশ্চিমা তুর্কী ও উর্দু। পশ্‌তো, বলোচ প্রভৃতি, মুসলমান জাতির ভাষা হইলেও মুসলমান-জগতে কখনও উচ্চ স্থান পায় নাই, এবং বহু কাল ধরিয়া পাইবেও না। পশ্‌তো-ভাষী আফগানেরা দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত জাতি বটে, কিন্তু সভ্যতায় ইহারা কখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আফগানেরা তুর্কী সহযোগী ও প্রভুদের নেতৃত্বে ভারত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সভ্যতায় বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহাদের সাহিত্য বড় হইয়া গড়িয়া উঠে নাই; অভিজাত শ্রেণীর আফগানেরা ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও রীতি-নীতিই গ্রহণ করিলেন। এ বিষয়ে আফগান ও তুর্ক একমত ছিল। পারস্যে, আফগানস্থানে, ইরাকে তুর্কীদের ক্ষমতার পত্তন হইতেই তুর্কী রা সুসভ্য পারসীক জাতির অনুকরণ আরম্ভ করে। ফারসী ভাষা তখন আরবী ভাষার শব্দ-সম্পদের এবং ইস্‌লামী চিন্তা ও ভাবরাজ্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বগ্‌দাদের নবীন আরবী সাহিত্য ও চিন্তা অনেকটা পারসীক জাতিরই কৃতিত্বের ফল। তখন তুর্কীরা পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে নাই; এবং তখন পারস্যে, খোরাসানে ও তুর্কীস্থানে, কোথাও তুর্কী ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হয় নাই। তুর্কীতে এমন কোনও বই ছিল না, যাহা শিক্ষিত মুসলমান তুর্কী পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। এ দিকে প্রাচ্য মুসলমান-জগতে তুর্কী ক্ষমতার অভ্যুদয়ের যুগেই ফারসীতে একটা বড় দরের নূতন সাহিত্য তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে। রূদাগী, দকীকী, ফির্‌দৌসী প্রমুখ মহাকবি ফারসী ভাষায় নূতন শক্তি দান করিয়াছেন। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের চর্চ্চায় এই যুগে আরবী ভাষার বিশেষ প্রচলন থাকিলেও ধীরে ধীরে প্রাচ্যখণ্ডে, পারস্য খোরাসান, আফগানস্থান ও তুর্কীস্থানে, ফারসী আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ফারসী ভাষা দশম শতাব্দীর শেষের দিকেই তুর্কী ও আফগানদের পোষাকী ভাষা বা সাধু ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে যখন উত্তর হইতে বর্ব্বর মোঙ্গোল ও তাতারগণ নামিয়া আসিয়া খোরাসান, পারস্য ও ইরাকে পারসীক-আরব বা মুসলমানী সভ্যতার প্রায়

এক প্রকার বিলোপ সাধন করিল, বগ্‌দাদ নগর ধ্বংস করিয়া দিল, তখন হইতে এই নবীন মুসলমানী সভ্যতার বাহন আরবী ভাষার চর্চা পারস্যে ও অন্যত্র অনেকটা কমিয়া গেল। মোঙ্গোল আক্রমণের পূর্ব্বে পারস্য দেশেও আরবীতে বই লেখা হইত; এখন হইতে দেশ ভাষা ফারসীর প্রসার বাড়িয়া গেল। কেবল স্বদেশে নহে, আফগানস্থানে ও তুর্কীদের মধ্যেও ফারসী প্রসৃত হইয়া পড়িল। শাসকবর্গ ও অভিজাত শ্রেণী এবং জনসাধারণ, ঘরে তুর্কীই ব্যবহার করুন বা পশ্‌তোই ব্যবহার করুন, সাহিত্যালোচনায় ও রাজকার্য্যে ফারসী ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতে যখন মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রথম হইতেই যে সকল হিন্দু, রাজার জাতির সহিত মিশিত বা রাজার চাকরী লইত, তাহাদিগকে এই পোষাকী ভাষাই শিখিতে হইত।

খাঁটী আরব মুসলমান ভারতে অল্পই আসে। বাঙ্গালায় হাব্‌শী রাজারা কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ আরবী বলিতেন, কিন্তু ভারতে মুসলমান-যুগে আরবী-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আরবী-ভাষী লোক বেশী না আসিলেও আরবীর অনেক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দগুলি সরাসরি আরবী হইতে আসে নাই; এগুলি আসিয়াছে ফারসীর মধ্য দিয়া। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে যখন পারস্যদেশ মুসলমান আরবদের অধীন হইল, এবং পারস্যের লোকেরা যখন মুসলমান হইতে আরম্ভ করিল, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, তখন হইতেই আর্য্যবংশ-সম্ভূত, সংস্কৃতের স্বস্কুলজাত পারসীক বা ফারসী ভাষা, শেমীয় ভাষা আরবীর আওতায় পড়িল; ৭৫০ সালে যখন বগ্‌দাদে এক নবীন মুসলমান সভ্যতার উত্থান হইল, তখন পারস্যের মনীষা এই নবীন সভ্যতাকে অবলম্বন করিয়া আরবী ভাষার সেবা ও উন্নতিতে নিয়োজিত হইল। পারস্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পারসীক ভাষার জীবনী শক্তি অবলুপ্ত হইল; ফারসী নিজের পায়ে যেন দাঁড়াইতে না পারিয়া আরবীকে আশ্রয় করিল,—দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমস্ত শব্দ নবপুষ্ট উন্নতিশীল আরবীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চ ভাবের কথা ভিন্ন সাধারণ বহু শব্দও ফারসী অনাবশ্যকরূপে আরবী হইতে গ্রহণ করিয়া অঙ্গীভূত করিতে লাগিল। আরবী সাহিত্যের আদর্শে এক নূতন মুসলমানী ফারসী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ফারসী, আরবীর শব্দ ও ভাব সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল; এখন যেমন যে কোনও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় অবাধে চালাইতে পারা যায়, ফারসীতে তেমনি যে কোন আরবী কথা গ্রহণ করিতে পারা যায়। এমন কি, ফারসী আরবীর এতটা অনুকারী হইয়া পড়িয়াছে যে, আরবীর অনেক বাক্য-রচনা-রীতি, প্রত্যয় বিভক্তি ফারসী লইয়া বসিয়াছে। আধুনিক ফারসীতে শতকরা ৬০এর উপর শব্দ আরবী; অতি সাধারণ ঘরোয়া কথা বলিতে গেলেও আরবীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন ফারসীর চলে না। ফলতঃ ইংরেজীর পক্ষে যেমন লাটিন, বাঙ্গালার পক্ষে যেমন সংস্কৃত, ফারসীর পক্ষে আরবী সেইরূপ হইয়াছে। এই জন্য ফারসী ভাষা যখন ভারতে আসিল,

তখন আরবীর অনেক শব্দই আসিয়া গেল। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আরবীর চর্চা থাকিলেও, এই শব্দগুলি একেবারে আরবী হইতে ধার করা হয় নাই। স্পেনের লোকেরা আরবী-ভাষী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়, বিজেতা আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া স্পেনীয়েরা অনেক আরবী কথা গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় বিশেষ্য বিশেষণের সঙ্গে ال 'অল্' উপসর্গ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; স্পেনীয় ভাষায় যে সকল আরবী শব্দ পাওয়া যায়, আরবী-ভাষীর মুখ হইতে শুনিয়া গৃহীত বলিয়া সেগুলিতে এই উপসর্গ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফারসীতে যখন আরবী শব্দ আসে, তখন এই উপসর্গ ধরা হয় না। ফারসীর ভিতর দিয়া পাওয়া বলিয়া আমাদের হিন্দী ও বাঙ্গালায় যে আরবী শব্দ মিলে, তাহাতেও 'অল্' উপসর্গ নাই। যেমন স্পেনীয় alcayde, alcoran, alcorban, alcacer, Alhambra, atabal, Alcala, Alborge ইত্যাদি; এই আরবী পদগুলির ভারতীয় রূপ যথাক্রমে—কাজী (বাঙ্গালা) বা ক়াজ়ী (হিন্দুস্থানী), কোরান, কোর্বান্-ক়ুস্‌র্ (উর্দূ), হমর্ (উর্দূ), তবলা (বাঙ্গালা), কিল্লা বা ক়ল্‌অহ্ (উর্দূ), বুরুজ (বাঙ্গালা)।

বাঙ্গালায় ফারসী (ও আরবী) কথার বেশী করিয়া আমদানী আরম্ভ হয় মোগল আমল হইতে। মোগল আমলের পূর্ব্বে তুর্কী ও পাঠান শাসকদের সঙ্গে বাঙ্গালা-ভাষী সাধারণ হিন্দু প্রজার তেমন যোগ ছিল না। কারণ, মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অংশবিশেষ মাত্র মুসলমান-শাসনে ছিল। "খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজ-ছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারংবার বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খিলিজীর সময়ের শতাধিক বর্ষমধ্যেই বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন; ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজবংশধর বিরাজ করিতে-ছিলেন। (তারিখ বারণী। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় স্বাধীন রাজা দনুজরায় বলবন্ বাদশাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তোগলক্‌শাহের শাসনকালে সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রামে প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। মুসলমান ইতিহাসে সপ্তগ্রামের এই প্রথম উল্লেখ।) পরবর্ত্তী সময়েও কিছু কাল মুসলমানরাজের অধিকার ও প্রভাব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীন পাঠানরাজবর্গ সমগ্র বঙ্গের একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সেখানে ইস্‌লামের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। আভ্যন্তরীণ হিন্দু সামন্তগণও অনেক সময়ে মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন।" - [কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল।] পাঠানেরা সমগ্র বঙ্গদেশ কোন কালে জয় করিতে পারে নাই। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ার-উদ্-দীন মুহম্মদ্ বখ্‌তিয়ার খলজী নদীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন,

কিন্তু প্রথম প্রথম কেবল গৌড়-লখনাবতীতেই মুসলমান-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান ঘিয়াস্-উদ্-দীন (১২১১-১২২৬) সম্ভবতঃ উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন, এবং গৌড়ে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; কথিত আছে, তিনি ত্রীহুত, কামরূপ ও বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) রাজাদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্-দীন যুজ্‌বক্ ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ (আনুমানিক) নবদ্বীপ জয় করেন; রুক্‌নু-দ্-দীন কৈকাউস শাহের সেনানী উলুঘ-ই-অজম্ জফর খান বহরাম ইৎগীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাঢ়ের ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম জয় করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে শম্‌সু-দ্-দীন যুসুফ্ শাহের রাজ্যকালে পাণ্ডুয়া জয় করা হয়। [এই সমস্ত তথ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।] দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালা (মেদিনীপুর, বাজনগর বা উড়িষ্যা) বহুকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল; পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে (বীরভূম, বাঁকুড়া ও কোচবিহার প্রভৃতিতে) মুসলমান-ক্ষমতা কখনও সুদৃঢ়রূপে প্রসৃত হইতে পারে নাই। পাঠানদের শাসনকালে বাঙ্গালার 'ভুঁইয়া' রাজারাই প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসক ছিলেন; ইহাঁদের 'জমিদার' নাম মোগল যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মোগল আমল হইতেই সুবেদারের শাসন সুদৃঢ় হইল, রাজধানী দিল্লী-আগরার সহিত সুবে বাঙ্গালার সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইল। রাজার জাতি, রাজার ভাষা ও রাজার আইন-কানুনের সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ করিয়া পরিচয়ের সুযোগ ঘটিল।

রাজার জাতি এখন আর এক দল বিদেশী তুর্কী, পাঠান বা মোগলকে লইয়া নহে; তুর্কী, মোগল, পাঠান সকলেই ১৭শ শতকের মধ্যে হিন্দুস্থানী বনিয়া গিয়াছে। যে সকল নবাগত তুর্কী, মোগল, ইরানী ও পাঠান এবং আরব এখন ভারতে আসিতেছে, তাহারাও ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। বিজেতৃবংশসম্ভূত বলিয়া তুর্কী, মোগল, পাঠান ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আশরাফ-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মাতৃ-ভাষা এখন আর বিদেশী তুর্কী বা পশ্‌তো নহে; উত্তরভারতের ভাষা হিন্দুস্থানী ইহাদের মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে। মোগল আমল হইতে বহু মুসলমান ও রাজপুত এবং অন্য শ্রেণীর পশ্চিমা হিন্দু বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্য উপলক্ষে চাকরী লইয়া বাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। এইরূপে দুইটি ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িবার অবকাশ ঘটিল; একটি মুসলমান শিক্ষিতবর্গের সাহিত্য-চর্চ্চার এবং রাজার দপ্তরের ভাষা—ফারসী; আর একটি বাঙ্গালার পশ্চিম হইতে আগত হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মাতৃভাষা—হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। মুসলমানদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও স্মৃতি-বিধি-নিয়মের ভাষা আরবী, উচ্চশিক্ষিত মুসলমান মোল্লা মৌলবীদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল।

১২০৬ সালে দিল্লীতে মুসলমান-শাসনের প্রতিষ্ঠা। মুহম্মদ ঘোরী ■ কুতুবু-দ্-দীনের ধর্ম্মান্ধ বর্ব্বরকল্প আফগান ও তুর্কী দল এই সময় হইতে ভারতে বসবাস আরম্ভ করে। ১৬০৫ সালে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়। এই ৪০০ বৎসরের মধ্যে "ভারতীয় মুসলমান" জাতি

ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর-ভারতে (মধ্যদেশে) উপনিবিষ্ট তুর্ক ও আফগান (ও পরে মোগল) এবং দেশী লোকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীর আশে-পাশে শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন যে সকল প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল ও আছে, এবং যেগুলিকে নবাগত মুসলমানগণ 'হিন্দী' বা হিন্দ্-দেশের ভাষা বলিত,—যেমন পূর্ব্বী-পঞ্জাবী, ব্রজভাখা, মেবাতী,—সেই উপভাষাগুলি মিলাইয়া এবং তাহাতে ফারসী (আরবী এবং তুর্কী) শব্দ প্রয়োজন-মত আনিয়া শাসক ও শাসিতবর্গের মধ্যে কথা-বার্ত্তার ভাষা হিসাবে একটি ভাষা দাঁড়াইয়া যাইতে থাকে। ইহার উদ্ভবকাল হইতে এই ভাষা হিন্দী বা হিন্দোস্তানী (অর্থাৎ ভারতের বা হিন্দুর দেশের) ভাষা বলিয়াই খ্যাত হয় ; এবং দিল্লীর বাদশাহদের 'উর্দূ' বা ছাউনীর বাজারের ভাষা বলিয়া মোগল-যুগের শেষভাগে ইহাকে 'উর্দূ-এ-মুঅল্লহ্' বা 'উর্দূ' নাম দেওয়া হইতে থাকে। পরে 'হিন্দোস্তানী' বা 'হিন্দী' আধুনিক কালে মুসলমান বা ফারসী-জানা হিন্দু লোকের হাতে পড়িয়া যখন খুব বেশী করিয়া আরবী ও ফারসী শব্দে পূরিত হয় ও ফারসী লিপিতে লিখিত হয়, তখন 'উর্দূ' নামেই পরিচিত হয়। 'হিন্দোস্তানী', 'হিন্দী' বা 'উর্দূ'র উদ্ভব ত্রয়োদশ শতকে ; তুর্কী, পশ্‌তো ও ফার্সী-ভাষী মুসলমানগণ যখন স্বদেশের সহিত সংযোগ হারাইল, তখন এই 'হিন্দোস্তানী' ক্রমে তাহাদের মাতৃভাষা হইল। এখন হইতে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে 'হিন্দোস্তানী'র পত্তন ; কিন্তু এই সাত শত বৎসরের মধ্যে প্রথম ৫০০ বৎসর ইহাতে কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই। ইহা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে Lingua Franca স্বরূপ ছিল, এবং সহজবোধ্য বলিয়া ক্রমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারকারী হিন্দুদের মধ্যেও রাষ্ট্রভাষা ("খড়ী-বোলী") হিসাবে দাঁড়াইয়া যায়। তিন চার পুরুষেই ইহা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমানদের ঘরোয়া ভাষা হইয়া পড়িল। কিন্তু কিছু লিখিতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে ফারসী ব্যবহৃত হইত ; এবং যদি কোনও মুসলমান, দেশীয় ভাষায় কিছু লিখিতে চাহিতেন, তখনই পাঁচটা উপভাষার মিশালে সৃষ্ট এই চলতি হিন্দোস্তানী বা হিন্দীতে না লিখিয়া উত্তর-ভারতের ব্রজভাখা বা অবধীর মত হিন্দুর সাহিত্যিক ভাষাগুলিই অবলম্বন করিতেন। আকবরের নামে ব্রজভাখার পদ পাওয়া যায় ; মালিক মুহম্মদ জায়সী 'পদ্মাবত' কাব্য অবধী ভাষায় লেখেন। এই হিন্দোস্তানী ভাষা এক দিকে তুর্কী বা ঈরানী আভিজাত্যাভিমানী মুসলমানদের লজ্জা ও অবজ্ঞার বিষয় ছিল ; অন্য দিকে নবীন মিশ্রভাষা বলিয়া হিন্দুর কাছে সাহিত্য-রচনায় [illegible] ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ভাব ও চিন্তাপ্রণালী এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই বিস্তৃতি লাভ করিল। যখন এই মিশ্রভাষা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমান-সমাজের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, যখন ফারসী আয়াস করিয়া শিখিতে হইত এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাখা বা অবধীতে মুসলমান-দিগের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব ছিল না, তখন ইহাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। হায়দর-আবাদের দক্ষিণী মুসলমানদের মধ্যে এই নূতন হিন্দোস্তানী বা উর্দূ সাহিত্যের উদ্ভব।

প্রথম প্রথম হিন্দোস্তানী কবিতার ভাষাকে 'রেখ্‌তহ্‌' বা ফার্সী-'ছড়ান' হিন্দী বলা হইত। উর্দু ভাষার আদি-কবি ওলী ('বাবা-ই-রেখ্‌তহ্‌' নামে প্রসিদ্ধ) সপ্তদশ শতকের লোক। হিন্দোস্তানী ভাষা মুসলমান-শাসনের ফল। ইহা সর্ব্বজনবোধ্য বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেদের কথা-বার্ত্তার ভাষা হইয়াছে; ইহাকে হিন্দুরাও উত্তর-ভারতের সাধুভাষা standard language বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; ইহা 'খড়ী বোলী'; ব্রজভাখা, অবধী, ভোজপুরিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির আর প্রভাব নাই—সেগুলি এখন 'পড়ী বলী'। ইহার প্রচার মুসলমান-ক্ষমতাকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু মুসলমান প্রভাবে পড়িয়া এমন সুন্দর একটি বস্তু অনাবশ্যকরূপে বহুল পরিমাণে আরবী ও ফারসী-মিশ্র হইয়া ভারতীয় হিন্দুর কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক গিল্‌ক্রাইস্ট্‌ সাহেবের প্রযত্নে এই ভাষা যাহাতে হিন্দুরও আদরের ভাষা হয়, সেই চেষ্টা হইতে থাকে; ইহাতে হিন্দুর উপযোগী প্রথম পুস্তক লল্লুজী-লালের 'প্রেমসাগর' রচিত হয়, এবং তখন হইতে সংস্কৃত শব্দ বিশেষ পরিমাণে ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। গত শতাব্দে হিন্দোস্তানী দুই মূর্ত্তি ধরিয়া বসে—(১) ফারসী অক্ষরে লেখা আরবী-ফারসী-শব্দ-বহুল 'উর্দু'; (২) নাগরী অক্ষরে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল 'হিন্দী'। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; কিন্তু এই মূর্ত্তিতে ইহা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে উর্দুর প্রতিযোগী এক বিরাট সাহিত্যের ভাষা হইয়াছে। হিন্দোস্তানী বা খড়ী-বোলীর প্রাচীন রূপ এখন উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মৌখিক আলাপের ভাষা Lingua Franca হইয়া প্রচলিত আছে; এই ভাষা না বেশী আরবী-ফারসী-মিশাল, না বেশী সংস্কৃত-মিশাল; ইহার ব্যাকরণ উর্দু ও হিন্দী অপেক্ষা সরল; বরং ইহা ব্যাকরণ মানিয়া চলে না; ইহাতে দেশীয় তদ্ভব কথার পরিমাণই অধিক, এবং পণ্ডিতী সংস্কৃত শব্দের চেয়ে আরবী-ফারসী শব্দেরই প্রাচুর্য্য। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা এই "বাজার-হিন্দী"কে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইবে; মৌলবীর আরবী-পুরা উর্দু বা পণ্ডিতের সংস্কৃত-ভরা হিন্দীকে অবলম্বন করিয়া নহে।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালা দেশ মোগলদের অধীন হয়। এই সময় হইতে হিন্দোস্তানী-ভাষী লোক পশ্চিম হইতে বেশী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত মিশিয়া এবং সুবেদারের ও পরে নবাবের দপ্তরে কাজ করিবার [illegible] ফারসী পড়িয়া, শহরে দরবারে আদালতে গতায়াত করিয়া, মোল্লা, আলেম ও ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রভাবে আসিয়া বাঙ্গালী অনেক নূতন ফারসী ও আরবী কথা শিখিল। নূতন নূতন ভাব ও বস্তুর আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আরবী ফারসী নাম বাঙ্গালায় আসিয়া গেল। এই সকল কথার অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় স্থায়িরূপে রহিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর জীবনে মুসলমানী প্রভাব যতটা আসিয়াছিল, ততটা আর কোনও কালে

নহে। এই যুগে লেখা বাঙ্গালা বই বা চিঠি-পত্র দেখিলেই এই কথা বুঝা যায়। মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল বই লেখা হইয়াছিল, সেগুলি পাতার পর পাতা পড়িয়া গেলেও একটি ফারসী কথা মিলিবে না; সমগ্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' দুই তিনটির বেশী ফারসী শব্দ নাই; 'শূন্যপুরাণে'র সহিত সংযুক্ত নিরঞ্জনের রুষ্মায় মাত্র কতকগুলি মুসলমানী নাম পাওয়া যায়। মোগল-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট ফারসী শব্দ খুব বেশী হইবে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের বাঙ্গালায় অনেক ফারসী শব্দ আসিয়া গিয়াছে। আবার মুসলমান ধর্ম্মের চরিত-উপাখ্যান লইয়া বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্য সপ্তদশ শতক হইতে যে সকল বই আরবী-ফারসী-জানা আলেমদের দ্বারা লিখিত হইতে থাকে—যেমন জঙ্গনামা আমীর-হামজা প্রভৃতি বই—সেগুলির ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ এত বেশী যে, তাহাকে বাঙ্গালার উর্দ্দু বলা চলে। কিন্তু এই সকল বইয়ের আরবী ফারসী শব্দ এবং চলিত বাঙ্গালায় প্রাপ্ত আরবী ফারসী শব্দ একেবারে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইতেছে—আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর লইয়া; কিন্তু এই প্রকারে যে সকল আরবী ও ফারসী শব্দ খোলস ফিরাইয়া খাঁটী বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে লইয়া এখন আলোচনা করিব না। 'আরব, মোগল, আদালত, জমিদার, সেরেস্তা, খদ্দের (খঁদ্দার), মফস্বল, মজুর, ফ্রোক, হেফাজত, জাহাজ, আক্কেল, হুঁকা, ফোয়ারা, আকছার, আতর' প্রভৃতি যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে, যেগুলির উচ্চারণ ও রূপ বদলাইয়া এমন একটি আকার আসিয়া গিয়াছে, যাহার 'সংস্কার' অসম্ভব, সেগুলির বানান সম্বন্ধে কোনও কথা তোলা ঠিক হইবে না। এই রকমের শব্দগুলিকে মূল ফারসী ও আরবী রূপ ধরিয়া ʿঅরব্ عرب, মুগ্‌ল্ مغل, ʿঅদালৎ عدالت, জমীন্‌দার زمیندار, সর্‌রিশ্‌তহ্ سررشته, খরীদার, খুরীদার خریدار, মুফস্‌সল্ مفصّل, মজ্‌দূর مزدور, ফর্ক্ فرق, হিফাজৎ حفاظت, জহাজ্ جهاز, ʿঅক্‌ল্ عقل, হুক্কহ্ حقّه, ফব্বারাহ্ فوّاره, অক্‌ষর্ اکثر, ʿইত্‌র্ عطر, লেখা চলিবে না। তবে এই শব্দগুলির মূল রূপ অনুসন্ধিৎসুর জন্য অভিধানে ও ভাষাতত্ত্বের বইয়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমার বক্তব্য হইতেছে, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে আরবী ও ফারসী নামের বানান লইয়া, এবং বাঙ্গালা অভিধান ইত্যাদিতে আরবী ফারসী শব্দের যথাযথ রূপটি বাঙ্গালা লেখা লইয়া। যথাযথ লিপ্যন্তর করার উপযোগিতা সম্বন্ধে বাহুল্য করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। অনেক আরবী ফারসী নাম অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল নাম বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মুখে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির (phonetics) অনুযায়ী রূপ

লইয়া থাকে। যতই 'বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি'তে সেই সকল নাম বাঙ্গালা অক্ষরে রূপান্তরিত হউক না কেন, তাহাতে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দু জনসাধারণের জিভের আঁড় ভাঙ্গিবে না। মোল্লা এবং মৌলবীরা 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন' লইয়া যতই বাদানুবাদ করুন না কেন, বিশুদ্ধ আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালী জনসাধারণের মুখে অসম্ভব।* কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও, শিক্ষিত লোক যে সকল বই লেখেন, তাহাতে যথাযথ মূলানুসারী বানান যাহাতে লেখা হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আরবী লিপি পাঠে অক্ষম বা অনভ্যস্ত মুসলমানদের জন্য কোরানের সুরা বা বচন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হয়। এইরূপ লিপ্যন্তরে প্রায়ই বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইবার জন্য কোনও চেষ্টা থাকে না। আরবী ও ফারসীতে এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে, যেগুলি বাঙ্গালীর পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন নয়, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে তাহাদের জানাইতে পারা যায় না। ফুটকি বা অন্য কোন চিহ্ন লাগাইয়া না লইলে বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে তাহাদিগকে যথাযথ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। পশ্চিমের দেবনাগরী হরফের সেটের মত বাঙ্গালা হরফের সেটে বিন্দুযুক্ত হরফ পাওয়া যায় না; কিন্তু বিন্দুযুক্ত হরফ কতকগুলি না হইলে চলে না। যেখানে বিন্দুযুক্ত হরফ—যেমন খ় ক় জ়—মিলে না, সেখানে হরফের পাশে ইংরেজী ফুল-স্টপ বসাইলে কাজ চলিবে; যেমন খ. ফ, জ.; কিম্বা 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে উপায় অবলম্বন করা হয়,—হ্রস্ব উকার (ু) যুক্ত অক্ষরে উ-কারের লেজটুক বাদ দেওয়া—সেই উপায়েও অতি সহজে যে কোনও ছাপাখানায় আবশ্যকমত হরফ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যাইবে: যেমন খু ফু জু—খ় ফ় জ়। ইহাতে ছাপাখানাওয়ালাকেও বিব্রত করা হইবে না, অথচ অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

---

* হিন্দু পাঠকবর্গের খুব সম্ভব জানা নাই যে, কিছু কাল হইল, এ দেশে মুসলমানদের মধ্যে নমাজ পড়িবার সময় আরবী শ্লোকগুলির উচ্চারণ কিরূপ করা উচিত, সেই বিষয়ে মতান্তর ও বিরোধ ঘটিয়াছিল। বিশেষ মতভেদ হয় আরবীর ض অক্ষর লইয়া; (এই অক্ষরের মূল উচ্চারণ আমাদের জিভে হওয়া অসম্ভব; ইহা একপ্রকার উষ্ম 'দ' [ḍ] কানে 'দ' বা 'দ্বয়া' (dw, দোয়া)র মত শুনায়—এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য)। কোরানের প্রথম অধ্যায় ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর মত মুসলমানদের নিকট নিত্যপাঠ্য অংশগুলির মধ্যে অন্যতম; এই অংশে ضالين শব্দটি আছে। এ দেশী উচ্চারণ অনুসারে ইহাকে 'জাল্লীন্' পড়া হয়; ض-এর উচ্চারণ ভারতে ও পারস্যে z (জ়)। কতকগুলি মৌলবী ফতোয়া দেন, যাহারা আরবী উচ্চারণের অনুরূপ 'দোয়াল্লীন্' না পড়িয়া হিন্দোস্তানী বা ঈরানী কায়দায় 'জাল্লীন' পড়ে, তাহাদের নমাজ বাতিল হইবে। এই 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন'-এর মীমাংসা সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইয়া উঠে নাই। এই সম্বন্ধে ২৪ পরগণা টাকী নারায়ণপুরনিবাসী খাদেমল-ইস্লাম মোহাম্মদ রুহল কুদ্দুস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

একেবারে নিখুঁত লিপ্যন্তর-প্রণালী আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে ; এবং এই নিখুঁত প্রণালী সহজ-বোধ্যও হইবে না। বাঙ্গালা এবং আরবী ফারসী—এই দুই শ্রেণীর বর্ণমালা ও উচ্চারণ-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালা লিপ্যন্তরের বর্ণ ঠিক করা উচিত। এমন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, যাহার সাহায্যে অভিজ্ঞ পাঠক দেখিবা মাত্র মূল রূপটি ধরিতে পারেন, এবং অনভিজ্ঞ পাঠক একটু চেষ্টা করিলেই মূলের উচ্চারণ অনেকটা বজায় রাখিতে সক্ষম হন।

আরবী ও ফারসী কথার রোমান লিপ্যন্তর লইয়া ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল নাই। সংস্কৃত বর্ণমালার রোমান লিপান্তর বিষয়ে ১৮৯৪ সালে জেনেভার সভায় ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত একমত হন। আরবীর সম্বন্ধেও এই সভায় একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সর্ব্বগ্রাহ্য হয় নাই ; যদিও ইংলণ্ডের রয়াল-এশিয়াটিক্-সোসাইটী ও অন্য দুই একটি বিদ্বমণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপের যে সকল পণ্ডিত সংস্কৃতের ধার ধারেন না, তাঁহারা এক প্রকারের লিপান্তর চালাইতে চাহেন, আবার যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা এমন একটি পদ্ধতির পক্ষপাতী, যাহাতে সংস্কৃত-রোমান বর্ণমালার সহিত আরবী-রোমান বর্ণমালার গোল্ না বাধে। যেমন আরবীর ص ض ط বর্ণ ; প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে লিখিবেন ṣ ḍ ṭ ; কিন্তু সংস্কৃতের ষ ড টকে ṣ ḍ ṭ রূপে লেখা হয়। দুই ভাষার সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনিকে একই হরফে লিখিলে লোকের মনে ধারণা হইতে পারে, বুঝি ص ض ط এবং ষ ড ট একই ধ্বনিবাচক। এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ص ض طকে s̲ z̲ বা d̲. এবং t̲ বা ṭ রূপে,—ṣ ḍ ṭ হইতে একটু স্বতন্ত্র উপায়ে. লিখিবেন। আবার স্থানভেদে আরবী বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে ; মোরোকো, আল্‌জিরিয়া ও তুনিস্. ত্রিপোলী, মিসর, সিরিয়া, ইরাক. মধ্য-আরব ও দক্ষিণ-আরবের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় ; এবং তুর্কী, ঈরানী ও হিন্দুস্থানীদের (ভারতবাসীদের) মুখেও আরবী ধ্বনিগুলি বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে যেখানে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, সেখানে বানান ধরিয়া লিপান্তর করা উচিত, কি উচ্চারণ ধরিয়া, তাহা অবস্থা দেখিয়া বিচার করিতে হয়। যাহা হউক, বাঙ্গালার পক্ষে মোটামুটি কাজ-চালান গোছের একটা প্রণালী সকলে যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

বাঙ্গালা অক্ষরে আরবী ও ফারসী নাম লেখার ব্যাপারে, আরবী ফারসী বর্ণগুলির এবং যে যে ধ্বনি তাহারা নির্দ্দেশ করে, আগে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। ফারসী ও তুর্কী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালা হইতে পৃথক্ নয় ; কেবল তুর্কী ও ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে না থাকার দরুন তাহাদের নূতন কতকগুলি হরফ তৈয়ারী করা হইয়াছে। আরবীই যখন মূল, তখন আগে আরবীর হরফ ও ধ্বনি লইয়া আলোচনা করা যাক্।

আরবী (ও ফারসীর) উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) আলোচনা করিবার ■ আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা আরবী ব্যাকরণবিষয়ক যতগুলি বই পাইয়াছি, দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন দুই জন আরবী ভাষীর সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়া প্রত্যেক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়াছি। এই দুই জনেরই মাতৃভাষা আরবী; ইঁহারা কেহই হিন্দী বা ইংরেজী ভাল জানেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা-প্রবাসী বণিক্, ইঁহার বাড়ী মধ্য-আরবে নজ্‌দ্ প্রদেশে (নজদ্ আরবজাতির কেন্দ্র ও আদি-বাসভূমি)। তদ্ভিন্ন ইনি ইরাকের (মেসোপোটামিয়ার, সহিত সংশ্লিষ্ট, স্থানীয় আরবীর উচ্চারণও জানেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মিসরের অধিবাসী, কেরো নগরে ইঁহার বাড়ী; ইনি এখন কলিকাতা চিৎপুর রোডের নাখোদা মসজিদের ইমাম। ফারসী উচ্চারণ আলোচনা করিবার জন্ম ঈরানী কাহারও সহিত আলাপ করিবার আবশ্যকতা ছিল না; তবে ঈরানী লোকের মুখে ফারসী আবৃত্তি ■ ফারসীতে কথোপকথন শুনিয়াছি।

আরবী

আরবী ভাষা হিব্রু, সিরীয়, প্রাচীন-বাবিলনীয় ও হাব্‌শী ভাষার সহিত সম্পৃক্ত। এই ভাষাগুলিকে Semitic 'শেমীয়' ভাষা বলে। বাঙ্গালা, ওড়িয়া, ভোজপুরিয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মরাঠীর সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ, শেমীয় ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য তাহার চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। শেমীয়-ভাষীদের এক শাখা ফিনিশীয়েরা খ্রীঃ পূঃ ১০০০র পূর্ব্বে মিসর দেশের চিত্রলিপির কতকগুলি চিত্র অবলম্বন করিয়া ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালার উদ্ভব করে। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৪ সালে পালেস্তীনের অন্তর্গত মোআব জনপদের রাজা মেশা কর্তৃক উৎকীর্ণ লিপি এই শেমীয় বা ফিনিশীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। এক দিকে আরবী, অন্য দিকে গ্রীক, রোমান, রুশ প্রভৃতি, এবং অপর দিকে ভারতীয় ও ভারত-সম্পৃক্ত তাবৎ বর্ণমালা এই ফিনিশীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শেমীয় ভাষাগুলির বিশেষত্বের উপর লক্ষ রাখিয়া এই বর্ণমালা গঠিত হয়। ইহাতে স্বরবর্ণের স্থান নাই, ইহার সমস্ত অক্ষরগুলিই ব্যঞ্জন-ধ্বনি-দ্যোতক। প্রাচীন শেমীয় ভাষায় তিনটি হ্রস্ব স্বর ছিল— a, i, u—আঁ, ই, উ; ইহাদের দীর্ঘ (ā ī ū আঁ ঈ ঊ) লইয়া মোট ছয়টি স্বরধ্বনি ছিল। শেমীয় বর্ণমালায় হ্রস্ব স্বর জানাইবার উপায় ছিল না, অর্থ অনুসারে এই হ্রস্ব ধ্বনি পড়িতে হইত। দীর্ঘ স্বরের মধ্যে y ও w দ্বারা 'ঈ' ও 'ঊ' জানান হইত, এবং দীর্ঘ আঁ, অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক আলেফ বা 'অলিফ' বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হইত (a' = ā)। এই অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনি, পরে স্বরবর্ণে আঁ ই উ'র সামিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব, ম, ক, ত, প্র, দ'এর মত প্রাচীন শেমীয় ভাষায় অলিফ্ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনরূপে স্বীকৃত; আরবীতে এই অব্যক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির নাম হম্‌জহ্। (ইহার সম্বন্ধে আরবীর অলিফ্ বর্ণ বিচারের কালে আলোচনা করা হইয়াছে)। সাধারণতঃ শেমীয় ভাষায় তিন ব্যঞ্জন (বা তিন

অক্ষর ; জুড়িয়া এক একটি ধাতু ; এই তিন ব্যঞ্জনের সহিত নানা স্বরযোগে ইহাদের অর্থের বিভেদ প্রকাশিত হয়, এবং কতকগুলি উপসর্গ ও প্রত্যয় এই তিন অক্ষরে যুক্ত হয়। যেমন 'ক্ত্ব্' (KTB كتب) এই তিন অক্ষরের ধাতু, ইহার অর্থ 'লেখা' ; 'কতব' (KaTaBa كَتَبَ)=সে লিখিয়াছিল, 'কিতাবু' (KiTa'Bu كِتَابٌ)=যাহা লেখা হইয়াছে, বই ; 'কুতিব' (KuTiBa كُتِبَ)=লিখিত হইয়াছে ; 'মক্তূবু' (maKTuWBu مَكْتُوبٌ)=যাহা লিখিত হইয়াছে ; 'কাতিবু' (Ka'TiBu كَاتِبٌ) = যে লেখে, লেখক। ক্'ন্ * (K'N كان) ধাতু অস্তিত্ব জ্ঞাপক ; তাহা হইতে কান (Ka'aNa كَانَ) =সে ছিল ; কাইনু=(Ka'-'i-Nu كَائِنٌ) = যে থাকে ইত্যাদি। হ্রস্ব বর্ণদ্যোতক চিহ্ন (যেমন আরবীর ◌َ ◌ِ ◌ٌ এবং হিব্রুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও রেখা) আগে শেমীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না ; আরবীর যে সকল প্রাচীনতম লেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহাদের রেওয়াজ নাই। স্বরবর্ণের রেওয়াজ না থাকিলে বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবী বা অন্য কোনও ভাষা যথাযথ পড়িতে শেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু যাহারা ভাষা জানে, তাহাদের অভ্যাস থাকিলে ততটা গোল হয় না। যেমন বাঙ্গালীর কাছে 'হর দন তর গয়ল সন্ধ্য হল পর কর অমর' বা 'নহ মতঅ নহ কন্য নহ বধর সন্দর রপস হয় নন্দনবসন অরবশ' লিখিয়া দিলে, একটু জানা থাকিলে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে' বা 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্বশি' পড়া মুস্কিল নহে। কিন্তু স্বরবর্ণ না দিলে নানা পাঠ ক্ষেত্র ঘটিবার পথ খোলা থাকে ; কৈথী অক্ষরের 'ববুঅজমরগযবড়বহজদ' (বাবু অজমীর্ গিয়া, বড়া বহী ভেজ্ দো)'-কে 'বাবু আজ্ মর্ গিয়া, বড়ী বহু ভেজ্ দো' পড়ার মত নানা বিভ্রাট সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা পদে পদে। সেই জন্য, যখন হিব্রু ও আরবীতে বেশ বড় দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তখন স্বরধ্বনিগুলিকে সঠিক জানাইবার জন্য হিব্রুর vowel point ও আরবীর ফত্হহ্, কস্রহ্, দ্বম্মহ্, তন্বীন, সুকূন প্রভৃতি চিহ্নের উদ্ভব হইল। এইগুলি ভারতীয় বর্ণমালার মাত্রার মত ব্যবহারে আসিল। অর্থাৎ 'হর দন তর গয়ল' ইত্যাদিকে—

অ ই ই ্ অ ্ অ ্ অ অ অ অ অ অ অ অ উ ্
হ র দ ন ত র গ য় ল স ন্ধ্য অ হ ল' বা 'ন হ ব ধ র

উ অ ই অ ই ্ অ ্ উ ্ অ ই
স ন্দ র র র র প স য়, হ য়্ অ র ব শ' রূপে লেখার প্রণালী প্রচলিত হইল।

---

* অব্যক্ত ধ্বনি (ء হম্‌জহ্) মাথায়-বসা কমা ' চিহ্ন দ্বারা জানান হইতেছে।

এক্ষণে আরবীর হ্রস্ব স্বর ধ্বনিগুলিকে লইয়া আরম্ভ করা যাক্। পরে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির একে একে বিচার করা যাইবে।

আরবীর হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটী ; হ্রস্ব আঁ (َ), হ্রস্ব ই (ِ) এবং হ্রস্ব উ (ُ)।

ـَ এই চিহ্নের আরবী নাম 'ফৎহুহ্', এদেশে সাধারণতঃ ইহাকে 'জবর্' বলে। প্রাচীন আরবীতে ইহা হ্রস্ব আঁএর ধ্বনি জানাইত। এই হ্রস্ব আ, এবং প্রাচীন যুগের সংস্কৃতের হ্রস্ব আ অর্থাৎ বিবৃত অ-কারের উচ্চারণ একই। অর্থাৎ ইংরেজী artistic, ফরাসীর patte এর a, সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে (প্রথম অক্ষরের উপর ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত) 'সীতা' শব্দের 'আ'কারের মত। আধুনিক আরবীতে সংস্কৃত 'অ'কারের মত আরবী ফৎহুহের সংবৃত ধ্বনি (ইংরেজী but, hut, herএ u ও e র মত) আসিয়া গিয়াছে। এবং বহু স্থলে ـَ কে হ্রস্ব 'এ'কারবৎ উচ্চারণ করা হয়। রোমান লিপিতে এই ধ্বনি a বা e দিয়া লেখা হয়। বাঙ্গালায় 'অ'কার লিখিলে চলিবে ; তাহাতে এই ধ্বনির ইতিহাসের সহিত সংস্কৃত অ-কারের ইতিহাসের সাদৃশ্য কতকটা রক্ষিত হইবে।

ـِ ইহা হ্রস্ব ইকারের ধ্বনি দ্যোতক চিহ্ন, ইহার আরবী নাম 'কস্রহ্' ; এ দেশে 'জের' নামই বেশী প্রচলিত। রোমান লিপিতে ইহা i দ্বারা লিখিত হয়। বাঙ্গালায়ও 'ই' বা 'ি' লিখিতে হইবে। আধুনিক আরবীতে স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ হ্রস্ব একারবৎ হইয়াছে। বাঙ্গালা কথায় অনেক সময়ে এই একার উচ্চারণ অনুসারে 'জের্'কে এ-কার লেখা হয়। কিন্তু প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ধরিয়া 'ই' লেখাই ভাল।

ـُ যম্মহ্ বা জুম্মহ্ (ضمّه) চিহ্ন, ফারসী ও ভারতীয় নাম 'পেশ্'। ইহা হ্রস্ব 'উ' কার দ্যোতক—রোমানের u ; ইহাকে 'উ, ু' লেখাই ঠিক, আধুনিক হ্রস্ব 'ও'র উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া 'ও' লেখা ঠিক নহে।

ـَ ـِ ও ـُ র পর যথাক্রমে ا , ي ও و অক্ষর থাকিলে 'আ' 'ঈ' 'ঊ' লেখা উচিত।

ـً ـٍ ـٌ তন্‌বীন্ চিহ্নত্রয়ের জন্য 'অন্' 'ইন্' 'উন্' লেখা চলে।

ا = অলিফ্। কথা বলিতে আরম্ভ করিলে বা থামিয়া আবার বলিতে লাগিলে, যদি প্রথমেই ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ না আসে, এবং স্বরধ্বনি উচ্চারণের প্রযত্ন করা হয়, তাহা হইলে এই আদ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণের পূর্ব্বেই কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রের সাড়া পড়িয়া যায়, বাগ্‌যন্ত্র ঈষৎ মৃদুভাবে প্রশ্বাস দ্বারা আহত হয়, তাহাতে এক অস্পষ্ট অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি উদ্ভূত হয়। 'অলিফ্' অক্ষর আরবী ও অন্যান্য শেমীয় ভাষাতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রকাশ করে। বাহ্য প্রযত্ন ঘটিলে এই ধ্বনি 'হ' বা অন্যান্য কণ্ঠধ্বনিতে সহজেই প্রকটিত হইয়া উঠে। আধুনিক আরবী লিপিতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ্যধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য ء হম্‌জহ্ চিহ্নের প্রচলন আছে ; যেমন ءَ ءِ ءُ, أ إ أُ ; ء হম্‌জহ্ চিহ্ন আরবীর বিশেষ রূপে নিজস্ব কণ্ঠ্যধ্বনি ع 'অয়ন্' অক্ষরের সংক্ষিপ্ত রূপ ; 'অয়ন্' ع হইতে জাত

চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা হম্‌জহ্‌ বা ব্যঞ্জন বর্ণ অলিফের কণ্ঠ্য প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানান হয়। গ্রীকেরাও এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন; গ্রীক বৈয়াকরণদের মতাবলম্বনে লাটিন ব্যাকরণকারেরা এই অব্যক্ত ব্যঞ্জনকে spiritus lenis অর্থাৎ 'মৃদু বা অঘোষ প্রশ্বাস' বলিতেন,—এই 'মৃদু প্রশ্বাস' এতই মৃদু, এতই সংবৃত, এতই আভ্যন্তর প্রযত্নের ফল যে, কানে ইহাকে প্রায় ধরাই যায় না। একটু তীক্ষ্ণ ভাবে উচ্চারিত হইলে ইহা বিবৃত ঘোষ ধ্বনি 'হ' এ পরিণত হইয়া যায়। গ্রীক মতানুসারী লাটিন ব্যাকরণকারগণ 'হ'" ধ্বনিকে spiritus asper অর্থাৎ 'ঘোষ প্রশ্বাস' বা 'মহাপ্রাণ' বলিতেন। এই অঘোষ কণ্ঠ্য উচ্চারণ বা ধ্বনি যে কেবল আরবীতে আছে, তাহা নহে; মালয় শ্রেণীর ও পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের বহু ভাষায় ইহা মিলে, এবং ফরাসীর তথাকথিত 'মহাপ্রাণ হ' (h aspirate 'আশ্‌ আস্পিরাৎ')ও এই ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মৃদু হইতে মৃদুতর হ-ধ্বনি (ইহাকে এক প্রকার 'হ-শ্রুতি' বলা চলে) প্রাচীন আরবীতে। অলিফ্‌ অক্ষরের ও ء যুক্ত أ إ অলিফের ধ্বনি। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ আরবীতে ا কে স্বরবর্ণের বাহন স্থানীয় অক্ষর ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। أ إ أ কে সাধারণতঃ অ, ই উ উচ্চারণ করে, ইহা কণ্ঠ্য ধ্বনির দিকে লক্ষ রাখা হয় না। বাঙ্গালায় যদি অ আ'র পরে ই ঈ ইত্যাদি না লিখিয়া, অ 'অা অি অী (অিয়্‌) অু অূ (অ্‌ব্‌) অে অৈ অো অৌ' লেখা হইত, তাহা হইলে 'অ' এই অক্ষরকে স্বরবাহী ব্যঞ্জন বলা চলিত। অলিফ্‌ সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালায়, এবং কতকটা আধুনিক বাঙ্গালায়ও—'য়' অক্ষর এইরূপ স্বরবর্ণের বাহন মাত্র; 'য়মৃত য়ামি, য়িহার, য়ুত্তম, রাখিয়া, হওয়া, য়েক' প্রভৃতি বানানে স্পষ্ট দেখা যায়।

এখন অলিফের বা হম্‌জহ্‌-যুক্ত অলিফের বা হম্‌জহের ব্যঞ্জন ধ্বনি বাঙ্গালায় কেমন করিয়া লেখা যায়? গ্রীকে কথার আদিতে spiritus lenisএর (=অলিফ্‌ বা হম্‌জহের) ধ্বনি থাকিলে, অর্থাৎ সাদা কথায়, গ্রীকে স্বরাদি শব্দে, আজকাল স্বরের মাথায় বা পাশে ['] চিহ্ন দিয়া, লেখা হয়; ঘোষ 'হ' ধ্বনি কথার আদিতে থাকিলে ['] লেখা হয়; সুপ্রাচীন গ্রীকের হ-ধ্বনি দ্যোতক H বর্ণকে দুই খণ্ডে কাটিয়া ⊣ ও ⊢ রূপ হইতে যথাক্রমে আধুনিক গ্রীক লেখায় ['] ও ['] চিহ্নদ্বয়ের উদ্ভব। যেমন—গ্রীক 'Apollon আপোলোন,' Arrianos=আরিয়ান্‌, এবং 'Omeros = হোমর, 'Ellas = হেল্লাস, 'Erodotos=হেরোদোতস।

গ্রীকের ['] চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আধুনিক আরবী ও সেমীয় ভাষা-তত্ত্বের বইয়ে অলিফের (হম্‌জহের) এই অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি রোমান লিপ্যন্তরে ['] দিয়াই লেখা হয়; যেমন تأمل ta'ammul ত'অম্মুল্‌; تؤم তও'অম্‌, ملأك mal'akun মল্‌'অকুন্‌। বাঙ্গালায়ও ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে চলিবে। কিন্তু সাধারণ আরবী যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তদনুসারে অলিফের অব্যক্ত ধ্বনি গ্রাহ্য না করিলেও

চলে ; কারণ, প্রাচীন আরবী ধরিয়া লিখিতে গেলে انور اکبر কে 'অক্‌বরুন্, 'অন্‌ৱরুন্ লিখিতে হয়। অলিফ্ বা হম্‌জ়হের ধ্বনি প্রাচীন আরবীতেও সব জায়গায় অটুট থাকিত না, ইহা সাধারণতঃ পূর্ব্ব হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করিয়া দিত। যেমন رَأْسٌ ra-'-sun র'সুন্=رَاسٌ রাসুন্ ; قُرْآنٌ qur-'a'-nun কুর্-'অ'-নুন= قُرَانٌ কুর্-'আনুন্ (কোরান) ; ذِئْب ज़ि'ব্=ذِئب, ذِیب জ়ীব্ ; سُئَال সু-'-ল্ سُئِل, سُول =সূল ; হম্‌জ়হ্ দীর্ঘ ধ্বনি আ এবং ঈ (ي) ও ■ (و) তে পরিণত হয়। এই হেতু অলিফের স্বরমূর্ত্তি ধরিলেই চলিবে ; অর্থাৎ أ إ أ কে 'অ 'ই 'উ না লিখিয়া খালি অ ই উ লিখিলেই হইবে। কিন্তু যেখানে বিশেষ করিয়া হম্‌জ়হের ধ্বনি নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, সেখানে ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে ভাল হয় ; যেমন دَاوُد দা'উদ, مَاء মা' فائده ফা'ইদহ্ (অর্থাৎ ফাই-দহ্ নহে), علاء ʿঅলা', امرؤالقیس 'ইম্‌রু'উ-ল্-কৈস্ ইত্যাদি।

কতকগুলি কথায় দীর্ঘতা জ্ঞাপক অলিফ্ লেখা হয় না, দীর্ঘ আ-কারের ধ্বনি খাড়া জবরের দ্বারা (') জানান হয়। বাঙ্গালায় সে সকল কথায় আ লেখা উচিত ; যেমন الله অল্লাহ্ ('অল্লাহ) الرحمن অর্-রহ্‌মান্ ('অর-রহ্‌মান্), ابرهیم ইব্‌রাহিম্, اسمعیل ইস্‌মা'ঈল্, اسحق ইস্‌হাক্, عثمن ʿউস্‌মান্ (ওস্‌মান্).

অলিফ্ মদ্দহ্, آ = বাঙ্গালা দীর্ঘ আ। আরবীতে آ বা ـا-র উচ্চারণ স্থানে স্থানে এ-কারবৎ হয় ; তখন ইহাকে অলিফ্ ইমালহ্ বলে ; এবং ইহাকে এ-রূপে লেখা যায়— آمین এমিন, تاء তা' কিম্বা তে।

ى অলিফ মক্‌সুরহ্ = আ ; شمس الهدی শম্‌সু-ল্-হুদা, یحیی য়হ্‌য়া مولی মৱ্‌লা, মওলা বা মৌলা।

وصله ৱস্‌লহ চিহ্ন (ٱ)—পূর্ব্ব পদ স্বরান্ত হইলে সাধারণতঃ অলিফের উচ্চারণ হয় না। বাঙ্গালা অক্ষরে এই লুপ্ত অলিফ্‌কে [-] হাইফেন্ দিয়া জানান যাইতে পারে ; شمس الدین শম্‌সু-দ-দীন্, বা শম্‌সু-দ্দীন্ ; শমস-উদ্-দীন নহে।

পুরাণ আরবীতে কর্ত্তৃকারকে উ (বা উন্), কর্ম্মকারকে অ (বা অন্), এবং ■ কারকে ই (বা ইন্) প্রত্যয় হইত ; যেমন—শম্‌সু, বা শম্‌সুন্ = সূর্য্যঃ ; শম্‌স, বা শম্‌সন্ = সূর্য্যম্ ; শম্‌সি বা শম্‌সিন্ = সূর্য্যস্য। আরবীর বাক্য-পদ— যথা شمس الدین শম্‌সু + অদ্-দীনি = সূর্য্যঃ তদ্ধর্ম্মস্য ; عبد الله ʿঅব্‌দু + অল্-লাহি (= দাসঃ তদ্দেবস্য) ; نور الدین নূরু + অদ্-দীনি (= জ্যোতিঃ তদ্ধর্ম্মস্য) ইত্যাদি।

স্বরবর্ণ 'উ'-কারান্ত পদের পরে থাকার দরুন 'অল্' ও 'অদ্' এর অলিফ লুপ্ত হয়, (এই লোপ বস্লহ্ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়) ; অব্দ্ + অল্-লাহি= অব্দু ল্লাহি, অনরু + অদ্-দীনি=অনরুদ্-দীনি ; পরে পদান্তস্থ ই-কারের লোপে—অব্দুল্লাহ্, অনরুদ্দীন্।

আধুনিক আরবীতে কর্তৃ-কর্ম্ম-সম্বন্ধ এই তিন বিভক্তিরই উপসর্গ (উ অ ই) লোপ পাইয়াছে। এক 'শম্স্' পদ দিয়া 'শম্সু, শম্স, শম্সি' তিনের কাজ চালাইতে হয়। প্রাচীন আরবীর কর্তৃপদ 'শম্সু-(অ)দ্-দীনি', আধুনিক আরবীতে কেবল 'শম্স্ অদ্-দীন্' ; 'অল্' উপসর্গের পূর্ব্ব পদ এখন ব্যঞ্জনান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই সন্ধি দ্বারা 'অল্' বা 'অদ্' এর অ-কার লোপের আবশ্যক নাই। প্রাচীন আরবীর عبد الله অব্দু-(অ)ল্-লাহি, আধুনিক আরবীতে عبد الله অব্দ্-অল্লাহ্, তদ্রূপ অব্দ্-অর্-রহ্মান্ ইত্যাদি। এইপ্রকার মুসলমানী নাম ভারতবর্ষে সাধারণতঃ পুরাণ আরবীর 'উ'-কারান্তরূপ অবলম্বন করিয়াই লেখা হয়। তবে আধুনিক আরবী ধরিয়া লেখাও চলে। কিন্তু 'অল্' (ও অলের রূপভেদ 'অদ্', 'অর্' 'অৎ' 'অন্' প্রভৃতিতে), পূর্ব্বপদের কর্তৃজ্ঞাপক উ-বিভক্তি যোগ করিয়া 'উল্, উদ্, উর্' প্রভৃতি লেখা ভুল। নীচে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা বিশুদ্ধ বানান		অশুদ্ধ বানান
প্রাচীন আরবী অনুসারে	আধুনিক আরবী অনুসারে	
تاج الدين তাজু-দ্-দীনি, তাজুদ্দীন্ [Tāju-d-Din(i)] ;	তাজ্ অদ্দীন্ [Taj ad-Din] ;	তাজ উদ্দীন [Taj Ud-din]
نور الحق নূরু-ল্-হক্ক্, [Nūru-l-Haqq(i)] ;	নূর অল্-হক্ক্ [Nūr al-Haqq] ;	নুর উলহাক্ [Nūr Ulhuque]
سراج الاسلام সিরাজু-ল্-ইস্লাম্ [Sirāju-l-Islām (i)]	সিরাজ্ অল্-ইস্লাম [Siraj al-Islam]	সিরাজ উলিস্লাম্ [Siraj ul-Islam]
مظهر الحق মজ্হরু-ল্-হক্ক্ [Mazharu-l-Haqq]	মজ্হর অল্-হক্ক্ [Mazhar al-Haqq];	মজহরোল্ হাক্ [Mazharul Haque]

অলিফের ও ফৎহহের উচ্চারণ আজকাল আরবী ও তুর্কী-ভাষীদের মুখে হ্রস্ব এ-কারের মত শুনায় ; সেই জন্য এই উচ্চারণ শুনিয়া লেখা রোমান বানানে অলিফের ও ফৎহহের স্থলে e পাই ; যেমন انور অন্বর Anwar = Enver, شوكت শৱ্কৎ Shawkat = Chefket বা Shevket, جوهر জৱ্হর্ Jawhar=Djovher, فضل ফ্দ্ল্ বা ফজ্ল্ Faql, Fazl = Fedhl ইত্যাদি।

আধুনিক আরবীতে ح ر ص ض ط [illegible] غ ق আগে বা পরে থাকিলে ফৎহহ্ ও

ফৎহ্‌হ্‌-অলিফ্ ا- যথাক্রমে বাঙ্গালার হ্রস্ব ও দীর্ঘ অ-কারের (=ইংরেজীর awe) মত উচ্চারিত হয়। এই হেতু بغداد رمضان প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় 'বোগদাদ' 'রোমজান'-রূপে অনেক সময়ে লেখা হয়। আরবীর ص সাদ্ ض দ্বাদ্, ط ত্বা, ظ থা বা জ্বা অক্ষরের নাম এই জন্য সোদ্ বা সোআদ, জোআদ, তোয়্, জোয়্ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিতে এই উচ্চারণ-বিশেষত্ব না ধরিলেও চলিবে।

ب=বা' (বে)।—বাঙ্গালা ব ; ابن বা بن ইব্‌ন্, বিন্ ; بدر বদ্‌র্, عبد 'অব্‌দ্, جبّار জব্বার, محبوب মহ্‌বুব্। রোমান b.

ت=তা' (তে)। আমাদের বাঙ্গালা দন্ত্য ত। রোমানের t. ইহা কোথাও কোথাও দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয়। 'ত' লিখিলেই চলিবে। تاریخ তারিখ্, تهوّر তহব্বুর্, فتّاح ফত্তাহ্, فراست করাসৎ।

ث=থ্না' (থ্নে)। আরবীর এই ধ্বনিটি ভারতীয় কোনও ভাষায় নাই। ইহা ইংরেজী think, thought, loveth কথার দন্ত্য-স-ঘেঁষা উষ্ম th—আমাদের মহাপ্রাণ থ (ত+হ, ত্‌হ) নহে। খাঁটী বদুইন্ আরবদের মধ্যে, মধ্য ও দক্ষিণ আরবে এই বিশুদ্ধ থ্ন উচ্চারণ বজায় আছে ; মিসরের লোকেরা কিন্তু ইহাকে 'ত' রূপে উচ্চারণ করে, তুনিসের আরবী-ভাষীদের মুখে ইহা ts বা পূর্ব্ববঙ্গের চ় (ৎস্)এর ধ্বনি লইয়াছে, এবং সিরিয়ার স্থানে স্থানে ইহা দন্ত্য-স (s)-বৎ ধ্বনিত হয়। তুর্কী, ঈরানী ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ধ্বনি দন্ত্য-স-য়ে পরিণত হয়। এই ধ্বনি আধুনিক গ্রীকে ও স্পেনীশে মিলে। রোমান বানানে ইহাকে নানা রূপে লেখা হয়। th, t̲h̲, ṯ, ṭ, θ (এটী গ্রীক অক্ষর), þ (এটী অ্যাঙ্‌গ্লো-স্তাক্‌শন অক্ষর) ; এই সবগুলি ইহার থ্ন ধ্বনির পরিচায়ক। তুর্কী, ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণ অনুসারে আবার ث কে s, s̱, s̤, ś লেখে। ثএর বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইতে বাঙ্গালায় থ্ন (থ.) লেখা চলিতে পারে ; ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলে, খালি 'স' লিখিলেই চলিবে ; তবে যাঁহারা খুঁটীনাটীর পক্ষপাতী, এবং এই 'স'কে س ও ص এর 'স' হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইতে চাহেন, তাঁহারা স' সঁ স. স বা স.. লিখিতে পারেন। কিন্তু ˘ . দেওয়া হরফ তৈয়ারী করিয়া না লইলে পাওয়া যাইবে না, এবং লেখায় বা ছাপায় স. বড়ই বিশ্রী দেখাইবে। সঁ লিখিলে মন্দ হয় না। ثاني থ্নানী (সঁানী বা সানী), ثنا থ্না' (সঁনা', সনা), حديث হদীথ্ন (হদীসঁ, হদীস্), ثالث থ্নালিথ্ন (সঁালিসঁ, সালিস্), نثار নিথ্নার (নিসঁার, নিসার্), غياث গ্নিয়াথ্ন (গ্নিয়াসঁ, গ্নিয়াস্)।

ج=জীম্, জীম্। এই অক্ষরের প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ছিল 'গ' ; جعفر جمع سراج جلجل প্রভৃতির প্রাচীন উচ্চারণ গঅ্‌ফর্, 'গম্‌'অ, সিরাগ্, গুল্‌গুল্। আরব পণ্ডিতেরা যখন

প্রাচীন কালে বিদেশী কথা আরবী অক্ষরে লিখিতেন, দেখা যায় যে, বিদেশী 'গ' ধ্বনি জানাইবার ▬ বহু স্থলে তাঁহারা ج অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন : যেমন গ্রীকের Galenos (গালেনোস্), আরবীতে جالینوس ; (eu)angellos (এবাঙ্গেল্লোস্), انجیل ; Georgios (গেওর্গিওস্) جرجس ; theologia (থেওলোগিআ) ثاولوجیا ; geographia (গেওগ্রাফিআ) جغرفیا ; eisagogia (এইসাগোগিআ) ایساغوجي ইত্যাদি ; ফারসীর گرگان—আরবীতে جرجان ; گوزگان—আরবী جوزجان ; আবার সংস্কৃত 'নারিকেল'—আরবীতে نارجیل (তামাক খাইবার নল, হুঁকা)। হিব্রুতে যেখানে 'গিমেল' (=গ) অক্ষরের প্রয়োগ, আরবীতে সেখানে ج পাই—Gabriel ও جبرائیل ; Goliath ও جالوت ; Gog Magog ও یاجوج مجوج ইত্যাদি। আরবীর ج গ্রীকে 'গাম্মা' (= গ) অক্ষর দিয়া লেখা হইত— আরবী বংশ বা গোষ্ঠী جُرْهُم— গ্রীক ঐতিহাসিকের গ্রন্থে Gorama ; আরবীর ج কে পুরাণ স্পেনীশে ch, j এবং g রূপে পাওয়া যায়, এই ch, j ও g'র উচ্চারণ কণ্ঠ্য গ্ ছিল ; جبل Gebel (উচ্চারণ 'জেবেল' নহে, গ্বেবেল্) الخنجر alfange, الجوهر aljofar, الج elche (=এল্‌গ্নে), جلاب julepe. আরবীর جوهر শব্দ উচ্চারণ ধরিয়া লেখায় ফারসীতে گوهر রূপ ধরিয়াছে।

তা ছাড়া, শেমীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ج বর্ণের প্রাচীন ধ্বনি 'গ' ছিল। 'ক্বারী' বা কোরান পাঠকগণ আরবীর প্রাচীন উচ্চারণ বজায় রাখিতে যত্নশীল থাকেন ; ইঁহারা কিন্তু ج কে 'জ' উচ্চারণ করেন। কিন্তু বস্রহ্ নগরের বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও অভিধানকার খ্লীল্-ইব্ন্-অহ্মদ্-অল্‌ফেরাহী (যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন, ও 'কিতাবু-ল্‌এয়ন্' অভিধান লিখেন) ج কে ك (জিহ্বামূলীয় ক) এর শ্রেণীর বর্ণ বলিয়াছেন।

গ-উচ্চারণ এখনও উত্তর মিসর এবং মধ্য ও দক্ষিণ-আরবের বহু স্থানে অটুট আছে। কিন্তু 'জ'-ই ইহার সাধারণ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পারস্যের লোকেরা যখন খ্রীষ্টীয় সাত আট শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে, তখন ইরাক্ প্রদেশে (উত্তর আরবে) স্থানে স্থানে ج অক্ষর বা ধ্বনি 'জ'য়ে পরিণত হইয়াছিল ; কারণ, ফারসীতে সর্ব্বত্রই ج এর উচ্চারণ 'জ'। সিরিয়ার লোকেরা ج কে জ, এবং বহু স্থলে ঝ (zh) উচ্চারণ করে ; মক্কা প্রদেশেও 'জ', মোরোক্কোতে 'জ', এবং আরব দেশের বহু স্থলে জ-কার-ঘেঁষা 'গ্য' বা 'দ্য'-এর মত ধ্বনিই শুনা যায় ; আবার ইরাকে (বস্রহ্ অঞ্চলে) এখন 'য়' ▬ মত ধ্বনিও শুনা যায়। দেখা যাইতেছে, কণ্ঠ্য বর্ণ 'গ', তালব্য স্থানে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করিলে পর আধুনিক আরবীতে ইহার 'গ্য' 'দ্য' 'জ', 'জ', 'ঝ' (zh), 'য়', এমন কি, কুত্রাপি 'শ' ইত্যাদি নানা উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে। হজরৎ মুহম্মদের সময়ে, কুরয়শ-গোত্রীয়

আরবদের মধ্যে সম্ভবতঃ ج এর ধ্বনি 'গ' বা 'জ' (এক প্রকার 'জ'-ঘেঁষা ধ্বনি) রূপে প্রচলিত ছিল; আধুনিক কালের ক্বারী-গণের মুখে এই উচ্চারণ রক্ষার প্রচেষ্টা বিশুদ্ধ 'জ' ধ্বনি আনিয়া ফেলিয়াছে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, আরবীর বহু ভাষায়, এবং তুর্কী ফারসী পশ্‌তো ও উর্দুতে ج অক্ষর জ-ধ্বনি প্রকাশক; অতএব বাঙ্গালায় ج র জন্য 'জ' লেখাই উচিত। তবে যাঁহারা প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে চান, তাঁহারা 'গ' লিখিতে পারেন। ইউরোপে ج কে সাধারণতঃ j, dj, dsj, dj রূপে লেখা হয়; কেহ কেহ বা g, কিম্বা ġ, অথবা g̈ লেখেন; এই শিখাযুক্ত ġ, g̈ লেখায় ইহার প্রাচীন কণ্ঠ্য উচ্চারণ কতকটা জানান হয়। জর্ম্মান লেখকেরা অনেকে জর্ম্মান বানান অনুসারে ج কে dsch (=জ) রূপে লেখেন, আবার কেহ বা স্লাভ ভাষার রীতি ধরিয়া dž (=dzh, জ) লেখেন। ج এর উদাহরণ— جلال জলাল (গলালুন্, প্রাচীন আরবীতে), جدة জদ্দহ্, جهاد জিহাদ (গিহাদুন্), جمال জমাল, مسجد মসজিদ্, نجد নজ্‌দ্ (নগ্‌দুন্), نجم নজ্‌ম্, مجيد মজীদ্, هجرى হিজ্‌রী حجاج হুজ্জাজ ইত্যাদি।

ح = হ্‌' (হে)। ইহা আমাদের হকারের চেয়ে 'ভারী' ধ্বনি—পূর্ব্ব-বঙ্গে স্থানে স্থানে 'টাকা' 'মোকর্দ্দমা' 'হাকিম' 'দেখ' 'জখম' 'রাখাল' প্রভৃতি শব্দের 'ক' বা 'খ' এর যে গুরু হ-বৎ উচ্চারণ শুনা যায়, ইহার ধ্বনি কতকটা সেইরূপ। ইহার আওয়াজ এতই গুরু যে, যেন বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বোধ হয়। আরবীর ه অক্ষর সাধারণ 'হ'-দ্যোতক, ইহাকে 'হ' লেখা উচিত। কিন্তু ح র বিশেষত্ব বাঙ্গালায় বিন্দুযুক্ত (হ়) লিখিলে এক রকম জানাইতে পারা যায়। ح র উচ্চারণ এতই গুরু যে, স্পেনের ও পোর্ট্‌গালের লোকেরা ইহার উচ্চারণের চেষ্টা করিতে গিয়া ইহাকে f-তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে; আরবী حصة, حر পোর্ট্‌গীসে fata, forro; البحيرة=albufeira, محمد mafomet, المحلة=almofalla. পারস্যে ও ভারতবর্ষে ح এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণ 'হ'-এর মতই করা হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে ḥ বা h রূপে লেখা হয়।

উদাহরণ—حميد হ়মীদ, احمد অহ়্‌মদ্, محمود মহ়্‌মূদ্, فتح ফৎহ়্‌, حكيم হ়কীম, رحمت রহ়মৎ, صبح সুব্‌হ়্‌, ريحان রয়্‌হ়ান্ ইত্যাদি।

ح কে আলাদা করিয়া লেখা উচিত; সুব্‌হান্ (শোভান, সুভান) নহে।

خ = খ়্‌' (খে)। গলার ভিতর হইতে এই ধ্বনি বাহির হয়, ইহা আমাদের মহাপ্রাণ ক্‌হ (ক্‌+হ) = খ নহে, জর্ম্মানের ও স্কচের ch এর মত এই خ খ় উষ্ম ধ্বনি। পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে এই ধ্বনি বাঙ্গালা কথায় ক এবং খ এর বিকারে পাওয়া যায়—শিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চাটিগাঁর ক ও খ'র এই খ় উচ্চারণ খুবই সাধারণ। কিছু কাল পূর্ব্বে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকায় দু ছত্র ফারসী কবিতায় এই ধ্বনি 'খ্‌হ্‌' [illegible] লিখিত

দেখিয়াছিলাম। কিন্তু খ লেখাই ভাল। خ বর্ণের রোমান রূপ kh, k͟h, ḥ, বা ḫ; কখনও x বা গ্রীক χ অক্ষর দিয়া লেখা হয়; এবং জর্মান পণ্ডিতেরা বহু স্থলে ch লেখেন। خلیل খলীল, اخلاق অখ্‌লাক্‌, اختیار ইখ্‌তিয়ার, سیرالمتاخرین, সয়রুল্-মুত'অখ্‌খিরীন্, زمخشری জমখ্‌শরী, خوارزم খ্‌বারিজ্‌ম্, خیام খয়্যাম ইত্যাদি।

د = দাল। বাঙ্গালা দ—জিভের আগা দিয়া উপরের পাটীর দাঁতের উপর আঘাত করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যথা—دانیال দানিয়াল, داؤد দাউদ্, دین দীন, دبیر দবীর, صادق সাদিক্‌, احد অহদ্, هدایت হিদায়ৎ ইত্যাদি।

ذ = ধাল। অর্থাৎ ইংরেজী this, that, them এর th। ইহা আমাদের দ বা মহাপ্রাণ ধ নহে; ইহা কতকটা ধ ও জ (z) মিলাইয়া স্পষ্ট ধ্বনি—উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিভ চাপিয়া ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা অঘোষ ث স্থ এর ঘোষ রূপ। ذ এর ধ্বনি প্রাচীন ফারসীতে ছিল; আধুনিক গ্রীক ও স্পেনীশেও এই ধ্বনি মিলে। খাঁটী আরবী উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে গেলে ذ কে ধ্ব (বা ধ়) লেখা উচিত। মিসির দেশের আরবীতে কিন্তু ذ কে জ় উচ্চারণ করে; এবং মিসরে د ذ দুইয়েরই উচ্চারণ দ। তুর্কী ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে ذ = জ়। ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ জানাইতে হইলে জ় (জ়) লেখা চলে; কিন্তু ذ ز ض ظ, আরবীর ভিন্ন ধ্বনি দ্যোতক এই চারি অক্ষরের পারস্যে ও এ দেশে এক উচ্চারণ (z) দাঁড়ানর দরুন, খালি জ় দ্বারা এই চারি বর্ণকে লিখিলে মূল অক্ষরের পার্থক্য নির্দেশ করা হইবে না। ফারসীর ধ্বনি আলোচনা কালে এ বিষয়ে বিচার করা যাইবে। রোমান-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিগুলিতে ذ র অনুরূপ বর্ণ dh, d͟h, ḏ, ð (অ্যাঙ্গ্‌লোস্যাকশনের), বা গ্রীকের দেল্‌তা অক্ষর; জ়-ধ্বনি অনুসারে ẕ, ẕ বা ż এর প্রয়োগ মিলে। ذوالفقار ধ্বুল্-ফিক্বার (জ়ুল্-ফিক়ার, জ়ুল-ফিক়ার); بذل الرحیم বধ্‌লুর্-রহীম্ (বজ়্‌লুর-রহীম), ذکر ধিক্‌র্, ذوالقعده ধ্বুল্-ক়অদহ্।

ر = রা' (রে)। আমাদের দন্ত্য 'র'; رحم রহ্‌ম, عرب 'অরব, بشیر বশীর্, عبدالرب 'অব্‌দুর্-রব্ব্। রোমান r.

ز = জ়া' (জ়ে)। সাধারণ দন্ত্য z = জ়; زین الدین জ়য়্‌নুদ্-দীন, عزیز 'অজ়ীজ়, رزاق রজ়্‌জ়াক্। রোমান z.

س = সীন। সংস্কৃতের দন্ত্য-স, বাঙ্গালা 'শ্রী, স্নেহ, স্থান' প্রভৃতি কথার 'স' ধ্বনি, ইংরেজী hissing s বা ss: বাঙ্গালায় 'স' দিয়া লেখাই উচিত: سراج সিরাজ্, سبحان সুব্‌হান্, یوسف যূসুফ্, حسن হসন, سید সয়্যিদ, راس রাস্ ইত্যাদি। রোমান s.

ش = শীন। ইংরেজীর sh, ফ্রেঞ্চের ch, জর্মানের sch ; সংস্কৃতের ও বাঙ্গালার শ ; তবে আরবী (ও ফারসীর) ش বাঙ্গালার 'শ' এর মত মৃদুভাবে উচ্চারিত হয় না, বেশ জোর দিয়া, কতকটা সংস্কৃতে মূর্দ্ধণ্য-ষ এর মত (যেন শ্ শ্) উচ্চারিত হয়। রোমান বানানে sh (ইংরেজীর), sch (জর্মানের), ch (ফরাসীর) এবং š—এই কয় উপায়ে এই ধ্বনি জানান হয়। شیخ শয়্খ্, শেখ্, شرق শর্ক্, اشرف অশ্রফ্, شمشیر শম্শীর্, شہامت শহামৎ, شہید শহীদ্ ইত্যাদি।

ص = স়াদ (সোআদ)। এই ধ্বনি আমাদের দন্ত্য-স নহে, ওষ্ঠদ্বয় প্রলম্বিত করিয়া এই ধ্বনি বাহির করিতে হয়। অধরৌষ্ঠ বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারণ করা হেতু ইহাতে একটু ঈষদ্ব্যক্ত ওষ্ঠ্য উ বা ও ধ্বনির দ্যোতনা আসিয়া পড়ে। এই জন্য ইহার আরবী নাম স়াদ সাধারণত স্বআদ বা সোআদ রূপে পঠিত হয়। কেহ কেহ এই ধ্বনিতে আবার ত (t)-এর অস্তিত্ব দেখেন ; তাঁহাদের মতে ইহার বিশুদ্ধ ধ্বনি ts (আমাদের পূর্ব্ব বঙ্গের চ়)-এর মত ; এই অক্ষরের অনুরূপ হিব্রুর অক্ষরের নাম tsade বা tzade = ts, tz. প্রাচীন ভারতীয় ও ঈরানীয় নামের চ-ধ্বনি, আরবীতে এই অক্ষর দিয়া লেখা হইয়াছে দেখা যায় ; চীন چین = صین, চরক = صلق স়লক়, চন্দ্রগুপ্ত = صندر قبت স়ন্দর্-ক়ুবৎ। সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় ইহাকে (স়) লিখিলে বেশ চলিতে পারে। উত্তর আফ্রিকায় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে ইহার ধ্বনি দন্ত্য স (s) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রোমান লিপিতে ইহার জন্য ṣ, ç বা ş লেখে। صبیر স়বীর, صدّیق সিদ্দীক়্, صفدر স়ফ়্দর্, اصغر অস়্গর্, صمد স়মদ্, مخلص মুখ্লিস়্, ناصر নাসির।

ض = দ়াদ (দোআদ)। ইহার উচ্চারণ আরবভাষী ছাড়া অপর লোকের মুখ দিয়া বাহির হওয়া কঠিন। এমন কি, আরব দেশেও ইহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিরল ; লোকে ظ অক্ষরের সহিত ইহাকে গোলমাল করিয়া ফেলে। খলীফহ্ উমর নাকি বলিয়াছিলেন যে, তিনিও ইহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না। ذ শুধু অর্থাৎ ধ্র-উচ্চারণ করিবার সময় উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিহ্বা চাপিতে হয়, কিন্তু ض এর বেলায় জিভকে বিস্তৃত করিয়া তদ্দ্বারা উপরের দন্তমূলে আঘাত করিয়া দ-মিশ্র উষ্ম ধ্র-এর উচ্চারণের চেষ্টা করিতে হয়। ইংরেজী breadth কথার dth কে যদি একই অবিভক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিরূপে উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে নাকি ض এর বিশুদ্ধ আরবী ধ্বনি বাহির হইবে। এই ধ্বনি ذ ▮ এর নিকট সম্পৃক্ত ধ্বনি ; ইহা সহজেই দ, ধ্র, দ্জ় (dz) বা জ় (z) এ পরিণত হয়। মিসরে প্রাচীন ধ্র বজায় আছে, কিন্তু অন্যত্র এই অক্ষর কোথাও দ, কোথাও বা ধ্র, এবং বহু স্থলে জ় রূপেই উচ্চারিত হয়। দক্ষিণ-আরবে আবার ইহার এক প্রকার কণ্ঠ্য বা মূর্দ্ধণ্য ল-কারবৎ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মালয় উপদ্বীপের লোকেরা ইহাকে dl বা d বা l এ পরিণত করে ; فضل, حاضر, رضا মালয় উচ্চারণে যথাক্রমে pedul, hadlir, redla বা

rola ; স্পেনীয়েরা ض অক্ষরের ধ্বনি আরবী-ভাষীদের কাছে শুনিয়া d (=দ বা দ্ল) দিয়া লিখিয়া গিয়াছে—القاضي=alcayde, الأرض=alarde. আমি নিজের কানে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে ইহা এক-বর্ণ-হিসাবে উচ্চারিত 'দ্ব' (dhw)-বৎ লাগে। এই ধ্বনি ذ দ্ল এর নিকট সম্পৃক্ত ঘোষ উষ্ম ধ্বনি ; ذ এর উচ্চারণে জিভ দাঁতে ঠেকাইতে হয়, ض এর উচ্চারণে জিভ দন্ত্য-মূলে ঠেকাইতে হয়। ذ এর সহিত এই সম্পর্ক বা সাদৃশ্য থাকার দরুন ইউরোপে ইহাকে কেহ কেহ ḍ, বা ḏ, বা ẓ (গ্রীক দেল্‌তা অক্ষরের নীচে বিন্দু দিয়া) লেখেন। কিন্তু সাধারণতঃ ḍ লেখাই রীতি। যদিও ইহার মূল উচ্চারণ z এর মত নয়, তথাপিও এই উষ্ম বর্ণ পারস্যে ও ভারতে z এ পরিবর্তিত হইয়াছে। ض এর z ধ্বনি ধরিয়া রোমান লিপ্যন্তরে ẓ, z̤ প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ আরবীর ধ্বনি অনুসারে লিখিতে হইলে আমি ض কে দ্ব় রূপে লিখিতে চাই। ইহাতে ذ দ্ল এর সহিত ইহার নৈকট্য বুঝান যাইবে। তবে যদি কেহ রোমান ḍ এর অনুকরণে দ় (দ.) লেখেন, তাহাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ض এর ফারসী ও ভারতীয় z উচ্চারণ জানাইবার জন্য আমি জ় লিখিতে চাই। উদাহরণ—رضا রদ্বা (বা রজ়া), ضياء الحق দ্বিয়াউ-ল্‌-হক্‌ক্‌ (জ়িয়াউ-ল্‌-হক্‌ক্‌), ضميرالدين দ্বমীরু-দ্‌-দীন (জ়মীরু-দ্‌-দীন), فضل ফদ্বল (ফজ়ল্‌) ইত্যাদি।

ط = ত়া' (বা তো, তোয়)। ইহাকে মূর্দ্ধন্য-ট-কার-ঘেঁষা একপ্রকার তালব্য-ত বলা চলে ; জিভ চওড়া করিয়া দন্তমূল বা তালু ও দন্তের সংযোগস্থলের একটু উপরে আঘাত করিলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়, উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় বিবৃত থাকে। ইহাতে w এর একটু আমেজ আসিয়া যায়। এই অক্ষর অসমীয়ার ট ও ত উচ্চারণের মত। ইহা আবার কোথাও বা দ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে ṭ বা t̤ রূপে লেখে। বাঙ্গালায় ত় (অভাবে ত) লিখিলে চলিতে পারে। পারস্যে ও ভারতে ط ও ت এর কোনও পার্থক্য রক্ষিত হয় না। طاهر ত়াহির, لطيف লত়ীফ, عطاء 'অত়া' سلطان সুলত়ান, عطّار 'অত্‌ত়ার ইত্যাদি।

ظ = দ্ব়া', জ়া' (জ়ো, জ়োয়)। ইহার উচ্চারণ-স্থান ط এর মত। উষ্ম z বা ঽ-এর মত করিয়া ط উচ্চারণের চেষ্টায় ظ ধ্বনির উদ্ভব। দন্ত্য ت ত' এর সহিত সম্পৃক্ত অঘোষ উষ্ম থ যেমন ث (থ়), তদ্রূপ তালব্য ط ত়এর উষ্ম থ হইতেছে ظ। ظ বর্ণের ث এর সহিত সম্পৃক্ত, এই জন্য ইহাকে ইউরোপে কখন ṯh. বা θ̱ লেখে। আমি এই ধ্বনি যেমন শুনিয়াছি, তাহাতে ইহাকে একযোগে উক্ত thw বা dhw এর মত বোধ হয় ; এই ধ্বনিতে w অংশটী বিশেষ প্রবল মনে হয়। মালয় উপদ্বীপে ইহার ধ্বনি tl বা dhতে দাঁড়াইয়াছে। ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণে এই উষ্মবর্ণ zএর ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আরবী-ভাষীরা ইহাকে zএর মত উচ্চারণ করে না। ইউরোপে ইহার সাধারণ রূপ ḏh বা ẓ। বাঙ্গালায় আমি ইহার

মূর্ধন্য-উচ্চারণ দ্যোতক ষ্ব অক্ষর ব্যবহার করিতে চাই ; এবং ظ ধ্বনি অনুসারে জ় লিখিতে চাই ; দুই বিন্দুযুক্ত জ় লিখিলে ; জ়-এর এবং ذ ض জ় ও জ় এর সঙ্গে গোল হইবে না।

উদাহরণ—ظاهر জ়াহির (জাহির), ظالم জ়ালিম্ (জালিম্), ظفر জ়ফর (জফর) معظم মু‘অজ়্জ়ম্ (মু‘অজ্জম), مظفر মজ়্জ়ফর (মজ্জফর), حافظ হাফিজ় (হাফিজ) ইত্যাদি।

ع = ‘অয়্ন্। এই অক্ষরের ধ্বনি বিশেষ ভাবে সেমীয় ভাষার ধ্বনি। আরবী যাহার মাতৃভাষা নহে, তাহার পক্ষে ইহার উচ্চারণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। পারস্য ও ভারতে এই ধ্বনির অনুকরণ চেষ্টা হইয়া থাকে ; কিন্তু সাধারণত ঠিক ধ্বনিটী বাহির হয় না ; ‘অয়্ন্ থাকিলে হয় পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ করা হয়, না হয় হঠাৎ গলা চাপিয়া বাক্য সমাপ্তি করা হয়। ع অক্ষর কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনি দ্যোতক ; ইহা হম্‌জ়হ্, হা, ঘয়্ন্ ও ক্বাফের সহিত সম্বদ্ধ। ইহাকে গলার নালী চাপিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, অনেকটা গলার ভিতরে উচ্চারিত ‘অ’র মত শুনায়। এই ধ্বনি কথায় বর্ণনা করিতে পারা যায় না ; উটের ডাকের ধ্বনির সহিত এই ধ্বনি তুলিত হয়। রোমান লিপ্যন্তর পদ্ধতিতে ইহাকে [‘], [ʿ], বা [ʽ] রূপে লেখে ; রোমান বর্ণমালায় ইহার অনুরূপ কোনও ধ্বনি নাই, এবং ইউরোপের কোনও ভাষার ধ্বনির সহিত ইহার সাদৃশ্য না থাকায় এই ব্যবস্থা। কখনও কখনও যে স্বর ধ্বনির সহিত ‘অয়্ন্ অক্ষর যুক্ত থাকে, তাহার নীচে একটী ফুট্‌কী দিয়া জানান হয় ; যেমন ạ, ị, ụ ; তদনুকরণে হিন্দীতে অ় আ় ই় ঈ় উ় ঊ় প্রভৃতি লিখিত হয়। কিন্তু এই রকম করিয়া কেবল বিন্দুর সাহায্যে জানাইবার চেষ্টা করিলে, ব্যঞ্জন ع ধ্বনির অস্তিত্ব ভাল করিয়া দেখান হইল না। বাঙ্গালায় ইহার জন্য [‘] লেখা যায় ; কিন্তু ‘] লিখিলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, এবং হম্‌জ়হের চিহ্ন [’] র সহিত গোল বাধিতে পারে। এই কারণে আমি ইহাকে ‹ চিহ্ন দ্বারা জানাইতে চাহি। বাঙ্গালা ব-ফলা (্) দ্বারা, বা ব-অক্ষরের মাত্রা ও দুই দিক্ বাদ দিয়া সৃষ্ট ‹ হরফ দিয়া, কিম্বা গণিতশাস্ত্রের আপেক্ষিক লঘুত্বজ্ঞাপক < চিহ্ন দিয়া, বা ইংরেজীর v অক্ষরের সাহায্যে, সহজেই সর্ব্বত্র এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যেমন علي ‘Ali বা ‘Aly = ‹অলী ; عبد ‘Abd = ‹অব্দ্, عرب ‘Arab = ‹অরব্, عشق ‘išq (‘ishq) = ‹ইশ্‌ক়্, عزت = ‹ইজ়্জ়ৎ

عنايت = ‹ইনায়ৎ, عثمان = ‹উস়্মান (‹ওস়্মান্), شاعر = শা‹ইর, يعقوب = য়‹ক়ূব্, سعيد = সু‹ঈদ, معراج = মি‹রাজ, معز = মু‹ইজ়্জ়্, لعل = ল‹অ্‌ল, رفيع الدين = রফী‹উ-দ্-দীন্ (রফী‹-অদ্-দীন্), جامع = জামি‹, جمع = জম্‹অ বা জম্‹।

غ = ঘয়্ন্। উষ্ম ঘ্র। এই ধ্বনি খ় (خ) র ঘোষ রূপ, অতএব ইহাকে গ় না লিখিয়া ঘ় লেখাই উচিত। [উষ্ম ঘ্র ভিন্ন কণ্ঠ্য স্পৃষ্ট গ় ধ্বনি আছে ; আমাদের বাঙ্গালা গ জিহ্বা-মূলীয়) ; এই কণ্ঠ্য গ় হইতেছে ক় ও ধ্বনির ঘোষ রূপ, এবং ইহা غ হইতে পৃথক্]। বাঙ্গালার যে

সকল আরবী ও ফারসী কথা আসিয়াছে, সে গুলিতে غ থাকিলে সাধারণতঃ গ'য়ে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ আরবে ইহা ج রূপে উচ্চারিত হয়; আল্‌জিরিয়ায় ইহার উচ্চারণ ق ক্ব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় গ. অপেক্ষা ঘ় লেখা ভাল মনে করি; তদ্দ্বারা ইহার উষ্ম প্রকৃতি তথা ঘ-এর সহিত সম্বন্ধ দ্যোতিত হইবে। غيب ঘ়য়্‌ব্‌, غلام ঘ়ুলাম, غياث ঘ়িয়াস় (ঘ়িয়াস়), غازي ঘ়াজী, مغني মুঘ়নী, غني ঘ়নী, داغ দাঘ়। রোমান বানানে ইহা gh, gh, g, g, g রূপে, এবং গ্রীক অক্ষর γ দিয়াও কখন কখন ইহাকে লেখা হয়।

ف = ফা' (ফে)। উষ্ম ফ, f, সংস্কৃতের ও হিন্দীর প্‌হ ph = ফ নহে। আজকাল বাঙ্গালায় ফ-এর উষ্ম f উচ্চারণ খুবই শুনা যায়। আরবীতে প-এর ধ্বনি নাই, তাই 'প' এর জন্য ف ফ় বা ب ব লিখিত হয়। فضل ফ়জ়্‌ল, غفار ঘ়ফ়্‌ফ়ার, فريد ফ়রীদ, ظفر জ়ফ়র, شريف শরীফ়, يوسف য়ূসুফ় ইত্যাদি।

ق = ক্বাফ। কণ্ঠ্য ক্ব (ক্ব)। গলার ভিতর হইতে নির্গত ধ্বনি; মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় ইহার ধ্বনি 'গ' য়ে পরিণত হইয়াছে; মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ার স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ 'জ' 'চ' বা 'ক্ব' হইয়া গিয়াছে, যেমন قائد চা'ইদ, شرق সির্‌চ, قريب ক্বরীব, قبله জিব্‌লে ইত্যাদি। আবার দক্ষিণ-আরবে ইহাকে ج য এর মত উচ্চারণ করে। ইহার রোমান মূর্ত্তি k, k, q. বাঙ্গালায় ■ লেখা উচিত; قطب ক্বুত্‌ব্‌, قمر ক্বমর, قاسم ক্বাসিম্‌, خالق খ়ালিক্ব, فقير ফ়ক্বীর, باقي বাক্বী, اقبال ইক্ব্‌বাল।

ك = কাফ্‌। আমাদের বাঙ্গালা ক-এর ধ্বনি। ভাষা আরবীতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে; মোরোক্কোর স্থানে স্থানে ইহা হম্‌জ়হের সামিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; আবার সিরিয়ায়, মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ায় ইহা 'চ' 'জ' বা 'ৎস' (পূর্ব্ববঙ্গের চ়) বা 'ত্‌ষ' রূপ ধরিয়াছে: كتاب চিতাব, كاتب চাতিব, كلام চলাম, سلام عليكم সালাম্‌ ‘অলৈচুম্, حكيم হ়ক্বীম, كامل কামিল ইত্যাদি। তালব্য-চ-রূপে উচ্চারিত 'ক'কে আরবেরা 'কশ্‌কশহ্‌' উচ্চারণ বলে। রোমান বানানে k রূপই সাধারণ; কেহ কেহ c লিখেন। বাঙ্গালায় 'ক' লেখাই উচিত। اكبر অক্‌বর, كبير কবীর, كامل কামিল, مالك মালিক্‌, مكان মকান ইত্যাদি।

ل = লাম্‌। আমাদের দন্ত্য ল। আধুনিক আরবীতে কুত্রাপি মূর্দ্ধন্য ও হইয়া গিয়াছে। ت, ث, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ■ এই কয়টী শম্‌সী বা 'সৌর' অক্ষর যদি বিশেষ্য বা বিশেষণ ال উপসর্গের পরে আসে, তাহা হইলে ال এর ل সেই সেই অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ب, ج, ح, خ, ع, غ, ف, ق, ك, م, و, ه, ي, এই কমরী বা 'চান্দ্র' বর্ণগুলির পূর্ব্বে থাকিলে ل এর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। الطاف অল্‌ত়াফ়, لطف লুত়্‌ফ়, كامل কামিল, الله অল্লাহ, اسرائيل ইস্‌রা'ঈল্‌ ইত্যাদি। রোমান l.

م=মীম্। ম ; রোমান m ; ملك মলিক, مُحَمَّد মুহম্মদ, نجم নজ্ম্, قاسم ক়াসিম।

ن=নূন্। দন্ত্য ন। نظام নিজ়াম (নিজ়াম), نور নূর, قرآن ক়ুর্'আন্, حسين হুসয়ন্, النّبي অন্-নবী। ن যদি ب ব অক্ষরের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে ম রূপে উচ্চারিত হয়, এবং তখন বাঙ্গালায় ম-কার লেখা উচিত ; ফার্সী شنبه শম্বহ্, استنبول ইস্তম্বোল ইত্যাদি।

و=বাৱ। ■ (ৱ.) w, অন্তঃস্থ ৱ-কারের ধ্বনি। এই অক্ষরের দ্বারা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনিই নির্দ্দিষ্ট হয়। অসমীয়ার 'ৱ' (অন্তস্থ ব) অক্ষর দিয়া ব্যঞ্জন و জানানই ভাল ; ওয়া (oya), ওআ, ৱা (wa), ও, উ (o, u) দিয়া লিখিলে ইহা ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা হয় না। ব্যঞ্জন ধ্বনি—وكيل ৱকীল, واحد ৱাহিদ, وزير ৱজ়ীর, ولايت ৱিলায়ৎ, ولي ৱলী, انور অন্ৱর, اوّل অৱ্ৱল, تهوّر তহৱ্ৱুর।

যবরহ্, ফৎহহে-র পরে থাকিলে, وَ=অৱ্ ; ইহাকে সাধারণতঃ au রূপে রোমান লিপিতে লেখা হয়, আবার aw রূপেও লেখা দেখা যায়। কেহ কেহ ō (দীর্ঘ ও) করিয়াও লেখেন। বাঙ্গালায় অৱ্, অও বা ঔ—তিনের এক লেখা চলে ; مولى মৱ্লা, মওলা, বা মৌলা (mawla, maula) ; جوهر জৱ্হর্, জৌহর ; شوكت শৱ্কৎ, শৌকৎ ; قوم কৱ্ম, কওম্, কৌম্ ; اوّل অৱ্ৱল, অওৱল্, ঔৱল।

স্বরবর্ণ و —পেশ চিহ্নের (ُ) পরে থাকিলে, ُو=ঊ ; অর্থাৎ uw=ū (ঊ) ; محبوب মহ্বূব, ورود ৱুরূদ্, منصور মন্সূর।

ه=হা' (হে)। আমাদের 'হ', রোমান লিপিতে h ; هدايت হিদায়ৎ, مظهر মজ়্হর্, خواجه খ়্ৱাজহ্, هند হিন্দ্, الله অল্লাহ্। হা-ই-মুখ়্তফী—পদান্তস্থ অনুচ্চারিত হা—আরবী কথার প্রাতিপদিক রূপ এবং ফারসী রূপে, ও ফারসী কথায় পাওয়া যায়। ইহাকে হ্ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেই ঠিক হয়। এই অন্ত্য 'হ' দ্বারা পূর্ব্ব ব্যঞ্জন বর্ণের পর হ্রস্ব 'অ'কারের উচ্চারণ আসে। বিকল্পে ইহাকে 'আ' লেখাও চলে। তবে আমি 'হ্' লেখার পক্ষপাতী। যেমন ملكه মলিকহ্ (বা মলিকা), سلطانه সুল্তানহ্ (বা সুল্তানা), فاطمه ফাত়িমহ্ (বা ফাত়িমা) ; [ফারসী دانه দানহ্ বা দানা, بنده বন্দহ্ বা বন্দা ইত্যাদি]। যেখানে অন্ত্য ه উচ্চারিত হয়, সেখানে হ লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য ; الله অল্লাহ্। ة হা-ত়া—আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ্ বা ত্ (ৎ)। جنّة জিন্নহ্, জিন্নৎ ; دولة দৱ্লহ্, দৌলৎ।

ى=য়া' (ইয়া) (বা য়ে) ; সংস্কৃতের য, বাঙ্গালায় ইঅ বা ইয় ; রোমানে y, জর্ম্মান উচ্চারণ অনুসারে j. এই বর্ণ وএর অনুরূপ। ব্যঞ্জন প্রয়োগ ي=য়—يحيى য়হ্য়া, يوسف য়ূসুফ, هدايت হিদায়ৎ, خيّام খ়য়্য়াম, سيد সয়্য়িদ্, ضياء জ়িয়া' (জ়িয়া), كفايت কিফায়ৎ।

ـَی = অয়্ (ay, aj, ey), বা ঐ ai (বা দীর্ঘ এ) : خیر খয়্‌র্ (খৈর), زین জয়্‌ন্ (জৈন্), حسین হুসয়ন্ (হুসৈন, হসেন), حیدر হয়্‌দর (হৈদর)।

ـِی = ঈ ; علی অলী, مجید মজীদ, کریم করীম, باقي বাকী।

ফারসী (পারসী)

ভারতবর্ষে ফারসী কেতাবী ভাষা, মৌলবী ও আলেমগণের উপজীব্য মাত্র, কিন্তু ইহা পারস্য-দেশের জীবন্ত ভাষা। আধুনিক পারস্যের ফারসীতে নানা পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে, হাফিজ, সশ্দী (সাদী) ও ফিরদৌসীর ভাষা হইতে নবীন ফারসী উচ্চারণে এবং ব্যাকরণে অন্য রকমের হইয়া পড়িয়াছে। তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীর যে উচ্চারণ ছিল, ভারতে মৌলবীরা সেই উচ্চারণ ধরিয়া ফারসী পড়েন। উর্দুতে অধুনা যে সকল ফারসী কথা গৃহীত হয়, সেগুলি পুরান ফারসীর ঢঙেই উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে যে সকল ফারসী নাম পাওয়া যায়, তাহা এই পুরান উচ্চারণ ধরিয়া লেখাই ভাল।

ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে নাই, তজ্জন্য নূতন অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ফারসীতে সেইগুলি প্রকাশিত হয়। এই অক্ষরগুলি হইতেছে پ چ ژ گ.

ـَ ـِ ـُ = অ, ই, উ। ফারসী লিপিতে সাধারণতঃ এই তিন হ্রস্ব স্বর-চিহ্ন লেখা হয় না। ফারসীতে হম্‌জ়হের উচ্চারণ নাই। অলিফ ফারসীতে স্বরবর্ণ মাত্র। কথার আদিতে ا = অ (হিন্দীর অ, ইংরেজীর hut but এর u); অন্যত্র ا = আ। আদ্য ও মধ্য آ = দীর্ঘ 'আ' ; اسپ অস্প্, هزار হজ়ার, چراغ চিরাগ়্, انگور অঙ্গূর ; آب আব্, آتش আতিশ্ বা আতশ্, آرام আরাম, بهمان বহ্‌মান্। اِ, اُ = ই, উ : انگریز ইঙ্গ্‌রেজ়্, اُمید উম্মেদ্।

ب, ت = বে, তে : 'ব' 'ত' ; রোমান বানানে b, t : بابر বাবর, آب আব্, بهادر বহাদুর, تخت তখ্‌ৎ, زرتوشت জ়রতোশ্‌ৎ।

پ = পে : 'প'—p : پیر পীর, پیغمبر পয়্‌গম্বর, پارسي পারসী, اسفندیار ইস্পন্দ্‌য়ার, اسپهان ইস্পহান, گشتاسپ গুশ্‌তাস্প্, پهلوان পহ্‌লবান্।

چ = চীম্ বা চে। 'চ' ; রোমান বানানে ch, ch, tch, tsch, tsj, tj, c, č বা ć ; چراغ চিরাগ়্, چین চীন, بلوچ বলোচ্, چشتي চিশ্‌তী, منوچهر মিনূচিহ্‌র্।

ژ = ঝ়ে। 'ঝ়' রোমান বানানে zh বা ž, ফরাসীর j ; منیژه মনীঝ়হ্।

گ = গাফ। 'গ' = g : گیو গীউ, গীভ ; گرگان গুর্গান্, گوهر গওহর্, بزرگ বুজ়ুর্গ্।

نگ = ঙ : هوشنگ হোশঙ্, اورنگزیب অওরঙ্গ্‌জ়েব্, فرنگي ফিরঙ্গী।

আরবীর অক্ষরগুলির মধ্যে, ث থ় ও ذ ধ় এর ধ্বনি সুপ্রাচীন ফারসীতে ছিল, এখনকার ফারসী এই দুই ধ্বনি হারাইয়াছে। ص ق আরবী বানানে লেখা দুটি কয়েক ফারসী

কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু ث ذ ح ص ض ط ظ ع ق এই অক্ষর গুলিকে আধুনিক ফারসীর বহির্ভূত বলা চলে, কেবল আরবী কথাতেই ইহাদের পাওয়া যায়।

ث=থ্। চার পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল; ফারসীর মাতামহী-স্থানীয় অবেস্তার ভাষায় ও প্রাচীন পারসীকের বাণমুখ লিপিতেও এই ধ্বনি মিলে। কিন্তু এখন এই ধ্বনি আর নাই, ইহার স্থানে 'স' বা 'হ' উচ্চারণ করা হয়: كيومرث=كيومرس গয়োমর্থ্=গয়ুমর্স্। ফারসীতে গৃহীত আরবী কথায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য স; এই স-কে রোমান ṡ এর অনুকরণে সঁ লেখা চলে। স়, স়, স়, স়, স´, স'—এই রূপ নানা চিহ্ন উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। আমি কেবল দন্ত্য স লেখার পক্ষপাতী।

ح=হ্। جنگ জঙ্গ, ابوالحسن আবুলহসন, ذوالحجه যুল্‌হিজ্জহ্। ح এর 'গ' উচ্চারণ ফারসীতে অজ্ঞাত।

ح—ফারসীতে আরবীর শুদ্ধ উচ্চারণ করা হয় না।

خ=খ্। ফারসীতে خو এই সংযুক্ত বর্ণ দ্বারা একটী ধ্বনি নির্দিষ্ট হয়—খ্ব় দ্বারা তাহা লেখা চলে (এখানে ব ফলা=অন্তস্থ ব; এই অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ হয় না); خواب খ্বাব্ (=খাব্), خوارزم খ্বারিজ্‌ম (=খারিজ্‌ম্), خواجه খ্বাজহ্ (=খাজা) ইত্যাদি।

د=দ। ذ=ধ্‌,জ়। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল, অবেস্তার ভাষায়ও ইহা মিলে। এখন আরবীর ذ কে 'জ়' উচ্চারণ করা হয়; তদ্রূপ আরবীর ض ظ (দ্ব, ঠ্ব) র জ়-বৎ ধ্বনি আসিয়াছে। ফারসীতে এবং তদনুকরণে তুর্কী ও উর্দ্দুতে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরের একই ধ্বনি, 'জ়'=z; মূল আরবীর উচ্চারণ অনুসারে ইহাদিগকে যথাক্রমে 'ধ্ব, জ়, দ্ব, ঠ্ব' লেখা চলে, তাহাতে গোল থাকে না। কিন্তু ফারসী ও উর্দ্দুর 'জ়' উচ্চারণ অনুসারে লিখিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্য বাঙ্গালা বানানে বজায় রাখিব, ইহা বড় মুস্কিলের কথা। রোমান লিপিতে z=জ় অক্ষর থাকায়, এই z কে অবলম্বন করিয়া ż, ẓ, z̤, ẕ, ẓ, প্রভৃতি নানা নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া ذ ز ض ظ এর পার্থক্য জানান সহজ। বাঙ্গালায় ত প্রথমতঃ জ-এ ফুটকি দিয়া জ় (=z) সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহার উপরে আরও চিহ্ন দিতে গেলে বড়ই বিকট দেখাইবে—যেমন জ়, জ়, জ়..। এ ক্ষেত্রে কেবল জ় লেখাই ভাল; তবে যাঁহারা মূল অক্ষর বাঙ্গালায় দেখাইতে চাহিবেন, তাঁহারা এইরূপে লিখিতে পারেন; ز=জ় (যেমন আরবীতে আছে); ذ=জ়ঁ, (জ় এর মাথায় বিন্দু দিয়া—ث=সঁ এর অনুকরণে); ض=জ়্ব, এবং ظ=জ়্ব।

ز ذ ض ظ—ইহাদের জন্য কখন যে জ, য, য় বা য় লেখা হয়, তাহা মোটেই সমর্থন করা চলে না।

ر س ش—র, স, শ—আরবীর মত। 'ছ' (=chh) দিয়া ش এর ধ্বনি লেখা উচিত নয়।

ص—স়, স; তুর্কী ফারসী উর্দ্দুতে س ص এর কোন পার্থক্য নাই; ص র জন্য বাঙ্গালায় ইচ্ছামত স বা স় লেখা চলে।

ض এর বিষয় ذ এর কথায় বলা হইয়াছে।

ط=ত্ ; ফারসীতে ط ও ت তফাৎ নাই ; বাঙ্গালায় ইচ্ছামত ত্ বা ত লেখা চলে।
ظ এর বিষয় পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ع—ফারসী, তুর্কী ও উর্দূতে ع এর আরবী উচ্চারণ প্রচলিত নাই। কেবল পূর্ব্বের স্বর-ধ্বনিকে দীর্ঘ ও কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত করিয়া ইহার অস্তিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের মৌলবী ও আলেম-গণ এ বিষয়ে যত্নপর হইলেও সাধারণতঃ ع এর ধ্বনি অপরিচিত ; লোকে ইহাকে অ, আ, ই প্রভৃতি স্বরবর্ণের মত উচ্চারণ করে, ইহার কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা ভারতবাসীর কণ্ঠে অসম্ভব। কিন্তু আরবী শব্দ ফারসী ও উর্দূ উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলেও [ʿ] চিহ্ন ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

غ, ف—আরবীর মত=গ়, ফ্।

ق—আলেমগণ ইহার ক্ক উচ্চারণ বিষয়ে মনোযোগী হইলেও, পারস্যে ও ভারতে সাধারণতঃ ইহা ک ক এর মত উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় ক্ক লেখাই ভাল।

ک, ل, م=ক, ল, ম—আরবীর মত। ک এর চ-ধ্বনি ফারসীতে অজ্ঞাত।

ن=ন ; আরবীর মত। পুরান ফারসীতে দীর্ঘ স্বরের পরে থাকিলে পদান্তস্থিত ن চন্দ্রবিন্দুর মত উচ্চারিত হইত। এই 'অনুনাসিক উচ্চারণ' (নূন্-ই-গ়ুন্নহ্) ভারতেও প্রচলিত। ফারসীর পুরান উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায়ও চন্দ্রবিন্দু লেখা যায় ; যেমন جهان জহাঁ, شیرین শীরীঁ, نوشیروان নূশীর্বান্ বা নোশেরওঁা, چون চূঁ। نب=ম্ব।

و—ফারসীতে সাধারণতঃ কোমল দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ, v, শুনা যায় ; আরবীতে ওষ্ঠ্য w উচ্চারণই সাধারণ। তুর্কীতেও v উচ্চারণের প্রাধান্য। ভারতে v, w দুইই আছে। ব্যঞ্জন و-কে ব় লেখাই ভাল।

স্বরবর্ণ و এর উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে 'ঊ' : فیروز ফীরূজ়্, هندوستان হিন্দুস্তান্, نوروز নৌ-রূজ়্, گوشت গূশ্‌ৎ ইত্যাদি ; এই উচ্চারণকে معروف মঅ্রূফ্-উচ্চারণ বলে। و এর দীর্ঘ 'ও' উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে অজ্ঞাত, কিন্তু এই 'ও' উচ্চারণ (আজ কাল পারস্যে যাহাকে مجهول মজ্‌হূল্ বা 'অজ্ঞাত উচ্চারণ' বলে) পুরান ফারসীতে খুব সাধারণ ছিল। ভারতবর্ষে মজ্‌হূল্ বা 'ও'-উচ্চারণই বেশী প্রচলিত ; ভারতের মুসলমান ইতিহাসের নামগুলি তদনুসারে লেখাই ভাল ; فیروز=ফেরোজ়্, خسرو খুস্‌রো, هندوستان হিন্দোস্তান্, হিন্দোস্তাঁ।

او, ور=আরবী অব্ ; ফারসীতে অও, অউ বা ঔ ; আধুনিক ফারসীতে 'ওউ', তুর্কীতে এভ্ (ev)। فردوسی আরবী ধরণে=ফির্‌দব্‌সী (Firdawsi) ; আধুনিক ফারসীতে—ফির্‌দোউসী Firdousi (পুরান ফারসীতে ফির্‌দৌসী Firdausi, বা ফিরদোসী, ফের্দূসী নহে), তুর্কীতে Firdevsi. বাঙ্গালায় ফারসী কথায় ঔ লেখাই ভাল।

ه=হ। হা-ই-মুখ়্তফী সম্বন্ধে আগে বলা হইয়াছে। একাক্ষর ফারসী পদে ه স্থলে হ্ না লিখিলেও চলে ; যেমন که=কি, چه=চি, نه=ন, به=বি।

ی = য় ; ব্যঞ্জন ধ্বনি জানাইলে—য় ;

স্বরধ্বনি জানাইলে আধুনিক (মজহূল) উচ্চারণ অনুসারে 'ঈ', পুরাতন (মজহূল) 'এ' দুইই লেখা চলে ; دلیر দিলের বা দিলীর ; جمشید জমশেদ্ বা জম্‌শীদ্ ; ایران এরান্ বা ঈরান্ ; شیر শের ; بیرونی বেরুনী, বেরোনী, বীরূনী ; بخشی বখ্‌শী।

ـَـی—অয়্ বা ঐ (ay, ai) ; (আধুনিক ফারসীতে ei এই) ; رَی রয়্, রৈ ; نَیشاپور নৈশাপোর, کَیخسرو কৈ খুস্‌রো, بیرم বৈরাম ইত্যাদি।

ফারসীর কস্‌রহ্-ই-ইজাফৎকে -ই-, বা ভারতে প্রচলিত পুরাতন ফারসীর উচ্চারণ অবলম্বনে -এ- লেখা উচিত। কিন্তু -ই- লেখাই ভাল। ইজাফৎকে পূর্ব্ব পদের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া ঠিক নহে।

যেমন بختیار خالجی বখ্‌তয়ার-ই-খলজী, محمود سبکتگین মহ্‌মূদ-ই-সবুক্‌তগীন, بادشاه هندوستان বাদ্‌শাহ্-এ-হিন্দোস্তান্ ইত্যাদি।

তুর্কী

আরবী সেমীয় ভাষা ; ফারসী ও পশ্‌তো এবং বলোচ্ তথা উর্দূ, আর্য্যভাষা। তুর্কী ভাষা সংযোগমূলক উরাল-আল্টাই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ;—হঙ্গেরীয় ও ফিন্, মাঙ্গু ও তুঙ্গুস্, মোঙ্গোল ও বুরিয়াৎ ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা। খির্‌গীজ, উজ্‌বগ্, সার্ত, য়াকুৎ, কাল্‌মাক্, কিপ্‌চাক্ প্রভৃতি ভাষার ভাষাগুলি তুর্কীর সমশ্রেণিক ও স্বস্থানীয়। আজকাল তুর্কী ভাষার দুই রূপ দেখা যায়—পশ্চিমা বা ওস্‌মান্‌লী তুর্কী, এবং পূর্ব্বী বা চাঘ্‌তাঈ বা উইঘুর তুর্কী। ওস্‌মানলী তুর্কী ইউরোপের ও পশ্চিম-এশিয়ার তুর্কীদের ভাষা, বহু আরবী ও ফারসী শব্দ গ্রহণ করিয়া ইহার রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে, আরবীর ও ফারসীর প্রভাবে ইহাতে একটী উঁচু দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। চাঘ্‌তাঈ তুর্কী মধ্য-এশিয়ায় প্রচলিত ; ইহাতে তেমন সাহিত্য রচনা হয় নাই, কিন্তু এই তুর্কীই অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ তুর্কী, এবং তুর্কীর প্রাচীন রূপ ইহাতেই বর্ত্তমান আছে। ভারতের প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণের ভাষা এই পূর্ব্বী তুর্কীই ছিল। তৈমুরলঙ্গের মাতৃভাষা ছিল চাঘ্‌তাঈ তুর্কী ; তৈমুরের ছয় পুরুষ অধস্তন বাদশাহ বাবর এই ভাষা বলিতেন, এবং ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুর্কী ভাষার ছাপ ভারতে পড়ে নাই ; উত্তর-ভারতের ভাষাগুলিতে কেবল কতকগুলি তুর্কী কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র। ফারসী ভাষা তুর্কীরাই প্রথম এ দেশে আনে, সেই জন্য কতকটা তুর্কী ঢঙের ফারসী উচ্চারণ ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছে। তুর্কীর ধ্বনিগুলি ফারসী হইতে বিশেষ পৃথক্ নয়। তুর্কীতে স্পৃষ্ট ও উষ্ম, অঘোষ ও ঘোষবর্ণের পার্থক্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না ; ت د ط ত দ তৃ, ف پ ب ফ প ব, چ ج চ জ, ک گ ک গ, ق غ ক ঘ এর অদল বদল দেখা যায়। স্বর ধ্বনির মধ্যে দীর্ঘ 'আ' বহু স্থলে বাঙ্গালা দীর্ঘ অঁ-কারের

মত (ইংরেজী sure র মত) উচ্চারিত হয় ; اُوزْبَك, বাঙ্গালায় চক্রবকী। তুর্কীতে বাঁকা 'উ ও, অ্যা' (= জর্মানের ü ö ä) ধ্বনি আছে, সেগুলি কিন্তু আরবী হরফে জানান হয় না ; আমাদেরও ও বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার দরকার নাই। ر ও ى র 'ও' এবং 'এ' উচ্চারণ আছে। তুর্কীতে আরবীর ث ذ ص ض ط ظ ع ধ্বনি নাই ; কিন্তু ق খুবই মিলে ; এবং অনেক স্থলে আদ্য ت এর জায়গায় ط লিখে। ফারসীর ژ নাই, এবং گ র উচ্চারণ 'ঙ', ফারসীর মত 'ঙ্গ' (ঙ্ গ) নহে। ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে তুর্কী নাম পাওয়া যায়, ফারসীর পুরাতন উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় বর্ণান্তর করিলেই কাজ চলিবে ; যেমন ایبک আয়্‌বক্‌, الپ ارسلان আল্প্‌ অর্স্‌লান্‌, هولاگو হুলাগ্‌, سبکتگین সবুক্‌তগীন্‌, یلدز য়িল্‌দিজ্‌, تغلق তগ্‌লক্‌, تغرل তুগ্‌রিল্‌, التمش অল্‌তমিশ্‌, یتگین য়িৎগীন্‌, الغ উলুগ্‌, خلجی খল্‌জী, قلیچ چین চীন্‌ ক্লিলীচ, بغره বুগ্‌রহ্‌ ইত্যাদি।

পশ্‌তো (পষ্‌তু, পখ্‌তু)

পশ্‌তো ঈরানীয় ভাষা, ফারসীর সহিত সম্পৃক্ত। ইহাতে কিন্তু বিস্তর ভারতীয় (সিন্ধী ও পশ্চিম-পঞ্জাবী) শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মত ট, ড, ণ, ড় এর মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি ইহাতে মিলে ; এবং ইহাতে এমন কতকগুলি ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, যাহা আরবী ফারসী তুর্কী উর্দুতে মিলে না। কিন্তু পশ্‌তো কথা বা নাম ভারতের ইতিহাসে বেশী পাওয়া যায় না ; সেই জন্য পশ্‌তোর ধ্বনি ও অক্ষর আলোচনার আবশ্যক নাই। যে দুই চারিটী পশ্‌তো নাম পাওয়া যায়, যেমন سور শূর, لودی লোদী, دُرّانی দুর্‌রানী প্রভৃতি, সেগুলি প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিখিলেই চলিবে।

উর্দু (হিন্দোস্তানী)

উর্দু বাক্য লিখিতে গেলে, ফারসী ও আরবী শব্দের হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ পুরাতন ফার্সীর মত) উচ্চারণ অবলম্বন করা উচিত। ذ ز ض ظ কে খালি জ লিখিলেই ভাল ; তবে ع غ ق خ প্রভৃতি যে সকল বর্ণ শিক্ষিত উর্দুভাষিগণ উচ্চারণের প্রয়াস করেন, সেগুলির বিশেষত্ব বাঙ্গালা হরফে দেখান উচিত। ط, ص কে খালি ত, স, লিখিলে ক্ষতি হয় না। উর্দুর প্রাকৃত শব্দগুলি বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে হিন্দীর দেবনাগরী বানান অনুসরণ করা উচিত, যেমন ہے হৈ, বাঙ্গালায় 'হায়' বা 'হ্যায়' না লিখিয়া 'হৈ' লেখাই ভাল ; তদ্রূপ کیسے কৈসে= কৈসে, 'ক্যায়সে' নহে ; ٹھٹّھا ঠট্‌ঠা=ঠট্‌ঠা (ঠাট্টা নহে), پہچاننا পহ্‌চাননা=পহ্‌চান্‌না (পহ্‌চান্‌না নহে), پھول ফুল=ফূল (ফুল নহে), تین তীন=তীন্‌ (তিন নহে), نہیں নহীঁ=নহীঁ, پڑھ পঢ়=পঢ়, ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের মতাবলম্বনে আরবী ভাষার ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে নিম্ননির্দ্দিষ্ট উপায়ে সাজাইতে পারা যায়।

স্বরবর্ণ

	কণ্ঠ	তালু	ওষ্ঠ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ
হ্রস্ব	َ, ا=অ	ِ, إِ=ই	ُ, اُ=উ	ِـ, َـ= [আধুনিক আরবীতে] এ ĕ	ُ [আধুনিক]=ও ŏ
দীর্ঘ	اَ ا=আ	يِ يْ اِي=ঈ	وُ اُو=ঊ	أَيْ ـَيْ=অয়্, ঐ বা দীর্ঘ এ]	اَوْ=অও্, অও, ঔ [বা দীর্ঘ ও]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আরব ব্যাকরণকার ও আভিধানিক পণ্ডিত খলীল-ইব্‌ন্‌-অহ্‌মদ্‌ আরবী বর্ণগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে এইরূপে সাজাইয়াছেন ;—[১] কণ্ঠ—ع, ح, ه, خ, غ, ق [২] তালব্য বা জিহ্বামূলীয়—ك, ج [৩] স-গোষ্ঠিক—ش, ص, ض, س, ز [৪] দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—ط, د, ت, ظ, ذ, ث, ر, ل, ن [৫] ওষ্ঠ্য—ف, ب, م এবং [৬] অর্ধস্বর—و, ا, ي

প্রস্তাবিত লিপ্যন্তর-রীতিতে আরবী ফারসী বর্ণমালার বাঙ্গালা রূপ এই দাঁড়াইতেছে—

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ا ء	' (হম্‌জ়হ্)	—
ب	ব	ব
پ	—	প
ت	ত	ত
ث	থ়	স় [স]
ج	জ [গ]	জ
چ	—	চ
ح	হ়	হ় [হ]
خ	খ়	খ়
د	দ	দ
ذ	ধ়	জ় [জ]
ر	র	র
ز	জ়	জ়
ژ	—	ঝ়
س	স	স
ش	শ	শ
ص	স়	স় [স]
ض	দ় [জ়]	জ় [জ]

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ط	ত্	ত [ত]
ظ	য [য]	য [য]
ع	<	<
غ	ঘ়	ঘ়
ف	ফ	ফ
ق	ক়	ক় [ক]
ک	ক	ক
گ	—	গ
ل, م, ن	ল, ম, ন	ল, ম, ন
و	ব [ও]	ব [ও]
ه	হ	হ
ی	য়	য়
اَ اِ اُ	অ, ই, উ	অ, ই, উ
آ	আ	আ
اِی اُو	ঈ, ঊ	ঈ, ঊ
اَوْ اَیْ	অব্ [অও, ঔ], অয্ [ঐ]	অব্ [অও, ঔ], অয্ [ঐ]
ی و	——	ও, এ ; ঊ, ঈ
ً ٍ ٌ	অন্, ইন্, উন্	——

ফারসী

গজ়ল্-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ়ী (জলাল্-উদ্-দীন্ রূমী)

چه تدبیر ای مسلمانان که من خودرا نه میدانم
نه ترسا و یهودیم نه گبرم نی مسلمانم *
نه شرقیم نه غربیم نه بحریم نه برّیم
نه از ملک عراقیم نه از خاکِ خراسانم *

هو الاوّل هو الآخر هو الظاهر هو الباطن
بجز یاهو و یا من هو دگر چیزی نمیدانم *
مکانم لامکان باشد نشانم بی‌نشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد که من خود جانِ جانانم *

نه از عرشم نه از فرشم نه از جنّت نه از دوزخ
نه از آدم نه از حوّا نه از فردوسِ رضوانم *
الا یا شمسِ تبریزی چنین مستی در این عالم
بجز مستی و شوریدی دگر چیزی نمیدانم *

চি তদ্বীর্, অয় মুসলমানান্? কি মন্ খুদ্-রা ন-মীদানম্।
ন তর্সা ও য়হূদীয়ম্, ন গব্রম্ ন-ই মুসল্মানম্।।
ন শর্কীয়ম্ ন গর্বীয়ম্, ন বহ্রীয়ম্ ন বর্রীয়ম্,
ন অজ় মুল্ক্-ই-ইরাকীয়ম্, ন অজ় খাক্-ই-খুরাসানম্।
"হুব-ল্-অব্বল্, হুব-ল্-আখির্, হুব-জ়্-জ়াহির্ হুব-ল-বাতিন্";
বিজুজ় "য়া হুব্ ও য়া মন্ হু"—দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্।।
মকানম্ লা-মকান্ বাশদ্; নিশানম্ বী-নিশান্ বাশদ্;
ন তন্ বাশদ্, ন জান্ বাশদ্, কি মন্ খুদ্ জান্-ই জানানম্।।
ন অজ় অর্শম্, ন অজ় ফর্শম্, ন অজ় জন্নৎ, ন অজ় দূজ়খ্;
ন অজ় আদম্ ন অজ় হব্বা, ন অজ় ফির্দৌস্-ই-রিজ়্ওয়ানম্।।
ইলা য়া শম্স্-ই-তব্রীজ়ী, চিনী মস্তী দর্ ঈন্ আলম্?
বিজুজ় মস্তী ও শূরীদী দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্।।

উর্দু
রুব্‌আয়াৎ-ই-হ্বালী।

کانٹا ہی ہریک جگر میں اٹکا تیرا
حلقہ ہی ہریک گوش میں لٹکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھہ کو جانا ہی ضرور
بھٹکے ہوے دل میں بھی ہی کھٹکا تیرا

কাঁটা হৈ হর্‌-ইক্ জিগর্‌-মেঁ অট্‌কা তেরা;
হল্‌কহ্‌ হৈ হর্‌-ইক্ গোশ্‌-মেঁ লট্‌কা তেরা।
মানা নহীঁ জিস্‌ নে তুঝ্‌কো জানা হৈ জ়রূর্‌;
ভট্‌কে হুএ দিল্‌-মেঁ ভী হৈ খট্‌কা তেরা।

ہندوئے صنم میں جلوہ پایا تیرا
آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے
انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

হিন্দুনে সনম্‌-মেঁ জল্‌ৱহ্‌ পায়া তেরা;
আতিশ্‌-প মুগ়ান্‌-নে রাগ্‌ গায়া তেরা।
দহ্‌রী-নে কিয়া দহর্‌-সে তংবীর্‌ তুঝে;
ইন্‌কার্‌ কিসী-সে বন্‌ ন আয়া তেরা।

ہندو سے لڑیں نہ گبر سے بیر کریں
شر سے بچیں اور شر کی عوض خیر کریں

جو کہتے ہیں یہ کہ ہی جہنم دنیا
وہ آئیں اور اس بہشت کی سیر کریں

হিন্দু-সে লড়েঁ ন গব্‌র্‌-সে বৈর্‌ করেঁ—
শর্‌-সে বচেঁ, ঔর্‌ শর্‌-কে ৰইৱজ়্‌ খৈর্‌ করেঁ—
জো কহ্‌তে হৈঁ য়িহ্‌, কি 'হৈ জহন্নম্‌ দুনিয়া'—
ৱুহ্‌ আএঁ, ঔর ইস্‌ বিহিশ্‌ৎ-কী সৈর্‌ করেঁ।

ہے عشق طبیب دل کے بیماروں کا
یا گھر ہی وہ خود ہزار آزاروں کا

ہم کچھ نہیں جانتے - یہ اِتنی ہی خبر
یک مشغلہ دلچسپ ہی بیکاروں کا

হৈ ইশ্‌ক্‌ তবীব্‌ দিল্‌-কে বীমারোঁ-কা ?
যা অব্‌ হৈ দুহ্‌ খুদ্‌ বক়ায় আজারোঁ-কা ?
হম্‌ কুছ্‌ নহীঁ জানতে ; পহ্‌ ইৎনী হৈ খবর্‌—
ইক্‌ মশ্‌গলহ্‌ দিল্‌-চস্প্‌ হৈ বেকারোঁ-কা।

দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণ

১। দাস বংশ—

قطب الدین ایبک কুত্‌বু-দ্‌-দীন অয়্‌বক্‌

آرام আরাম্‌

التمش অল্‌তমিশ্‌

فیروز ফীরোজ্‌, ফেরোজ্‌

رضیه রজ়িয়হ্‌, রজ়িয়হ্‌

بهرام বহ্‌রাম্‌

مسعود মস্‌ঊদ্‌

محمود মহ্‌মূদ্‌

بلبن বল্‌বন্‌

کیقباد কৈ কু়বাদ্‌

২। খল্‌জী বংশ—

جلال الدین فیروز জলালু-দ্‌-দীন ফীরোজ়্‌

ابراهیم (ابرٰهیم) ইব্রাহীম্‌

علاء الدین محمد অলাউ-দ্‌-দীন্‌ মুহম্মদ্‌

شهاب الدین عمر শিহাবু-দ্‌-দীন্‌ উমর্‌

مبارک মুবারক্‌

ناصر الدین خسرو নাসিরু-দ্‌-দীন্‌ খুস্‌রো

৩। তুগ্‌লক্‌ বংশ—

تغلق তুগ্‌লক্‌

محمد মুহম্মদ্‌

فیروز ফীরোজ্‌

ابوبکر অবূ-বক্‌র্‌

نصرت নস্‌রৎ

تیمور তীমূর, তৈমূর্‌

৪। সয়্যিদ্‌ বংশ—

خضر খিজ়্‌র্‌, খিজ়র্‌

عالم আলম্‌

৫। লোদী বংশ—

بهلول বহ্‌লোল্‌

سکندر সিকন্দর্‌

৬। আফগান (অফ়্‌গান্‌) বংশ—

شیر شاه শের শাহ্‌

محمد عادل মুহম্মদ্‌ আদিল্‌

৭। মোগল (মুগ়ল্‌) বংশ—

بابر বাবর্‌

همایون হুমায়ূন্‌

اکبر অকবর্‌

جهان گیر জহান্‌-গীর্‌

شاه جهان শাহ্‌-জহান্‌

اورنگزیب عالم گیر অওরঙ্গ্‌জেব্‌, আলম-গীর্‌

بهادر বহাদুর্‌

جهاندار জহান্‌-দার্‌

فرخ سیر ফর্‌রুখ্‌-সিয়র্‌

احمد অহ্‌মদ্‌

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ রচনা-কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ও ফারসীর প্রধান অধ্যাপক মৌলবী শ্রীযুক্ত মুহম্মদ হিদায়ৎ হুসয়ন্ সাহেব আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন; আরবী ও ফারসী নামগুলির বানান তিনি দেখিয়া দিয়াছেন, এবং নানা প্রকারে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন।

'অল্-হম্দু লি-ল্লাহি-
-ল্-লজী হদা লি-বযানিনা-ল্-ক্বদীম্
শরফ তমদ্দুনি দীনি ল্-ইস্লামি-ল্-ক্বদীম্;
ব ফতহ্ খজানা-লুগিনতিনা-ল্-হিন্দিয়্যাত্,
অল্-মুহীরত-ল্-বদীয়ত-ল্-অল্ফাযি-ল্-খ্অরবিয়্যাহ্,
ব-ল্-মুক্কীনত-ল্-বহীজত মিন-ল্ কলিমাতি-ল্-ফারিসিয়্যাহ্।

জীন্ রিসালহ্-ই-মুখ্তসর-রা
ব-নাম্-ই-নামী-ই-খুদাম্-ই-হকীকী-
ই-মাদরী-যবান্-ই-মহ্বুব্,
ব খেদমৎ-ই-ক্বী শান্,
কি অজ্ যবান-ই-ক্বলম্-ও-শীরীন্-ই-বঙ্গালহ্
মুহব্বৎ ও উল্ফৎ দারন্দ্,
তীনৎ বখ্শীদম্।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনোপলক্ষে

৭ই আশ্বিন ১৩২৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

„ „ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ
„ বিজয়লাল দত্ত
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ তারিণীচরণ পাল
„ প্রমথনাথ পাল
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ
„ মহম্মদ ইউসুফ আলী খাঁ
„ ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সিংহ বি এ
„ ত্রিদিবেশচন্দ্র সিংহ
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
„ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ কামাখ্যাপ্রসাদ রায় বর্ম্মা
„ পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
„ গণপতি সরকার
„ শ্যামলধন মিত্র
„ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
„ শশিভূষণ সিংহ বি এ
„ আশুতোষ দত্ত
„ হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
„ রাধিকাভূষণ রায়
„ রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
„ গোকুলচন্দ্র বড়াল
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
" রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" বিপিনচন্দ্র পাল
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" রজনীরঞ্জন দেব বি এ
" দামোদরদাস বর্ম্মণ্
" রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
" ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি
" দেবেশর মুখোপাধ্যায় এম্ এ
" যতীন্দ্রচন্দ্র রায় এম্ এ
" সত্যচরণ বসু এম্ এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" হরিপদ দত্ত
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
" রামকমল সিংহ
" ললিতমোহন পাল

শ্রীযুক্ত হবিবর রহমন
" বাণীনাথ নন্দী
" উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
" [illegible] ঘোষ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" রায় বিনোদবিহারী বসু
" যতীন্দ্রনাথ [illegible]
" শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" শরচ্চন্দ্র মিত্র
" শশিকুমার মিত্র
" যোগেশচন্দ্র রায়
" আশুতোষ শাস্ত্রী
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী
" বিপিনচন্দ্র পাল
" রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত
" রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু
" প্রকাশচন্দ্র বসু
" গুরুপ্রসাদ বসু
" মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

} সহঃ সম্পাদকগণ।

সভারম্ভে প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় একটি সংস্কৃত শোকগাথা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক স্ব স্ব রচিত শোক-গাথাগুলি পঠিত হয়। (শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র বাবুর কবিতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন।)

অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ সভার

কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।—মহারাজ গিরিজানাথ রায়, কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, তারাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে, সি, আই, ই কাশিমবাজার, জীতেন্দ্রকুমার দত্ত, হর্ষকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন বিদ্যানিধি, করুণাচন্দ্র মজুমদার, স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৎপরে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবটি এই,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও হিতব্রতী, বঙ্গ-মাতার কৃতী সন্তান এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, নানা বিদ্যার আধার, সর্ব্বসদ্‌গুণান্বিত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ অদ্য বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জানাইতেছেন।"

এই উপলক্ষ্যে স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"কোনও প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগে আমরা শোক-প্রকাশ করিয়া থাকি। কতক লোকের [illegible] কেবল তাঁহাদের পরিবারবর্গ, কতক লোকের [illegible] প্রতিবেশীরা, আর কতক লোকের জন্য সমস্ত দেশবাসী সকলেই শোক করিয়া থাকেন। সারদাচরণ এই শেষ শ্রেণীর লোক ছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালী—ভারতবাসী তাঁহার জন্য শোক করিতেছে। আমি কথায় কি জানাইব; আপনাদের কাজের দ্বারায় তাহা প্রমাণ হইতেছে। যাঁহাদের জন্য আমরা বেশী শোক-প্রকাশ করি, তাঁহারা গৌরব চান না—আর যাঁহারা গৌরব চান, তাঁহাদের জন্য অধিক লোকে শোক-প্রকাশ করেন না। তিনি যে যে সৎকর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, দেশবাসীকে সেই সেই কার্য্যে উদ্যোগী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। কোনও কার্য্যোপলক্ষ্যে আমি কলেজ-লাইব্রেরী-গৃহে আসি, তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু পাঠ-নিরত সারদা বাবুকে দেখাইয়া বলেন,—ঐ ছেলেটিকে দেখ; [illegible] দেশের একটা মানুষ হবে। প্রশান্ত বদন, প্রফুল্ল হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বাধীনচেতার ন্যায় চক্ষু উজ্জ্বল;—সেই ভাব তাঁহার চিরদিন ছিল। তাঁহার সহিত মতান্তর হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মনান্তর কখনও হয় নাই।

তাঁহার অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম-জীবনকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ১। সাহিত্য-ক্ষেত্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি মিলিত হইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করেন। বিদ্যাপতিরও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। নানা সন্দর্ভ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া বহু সাময়িক পত্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী গভীর গবেষণাপূর্ণ। তিনি স্বার্থপর ছিলেন না—পরার্থপর ছিলেন। এই জন্য একলিপি-বিস্তারের বহু চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন;—উদ্দেশ্য, একতা-বিস্তার। তিনি যেমন ভারত-প্রেমিক, তেমনই আবার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন।

২। ব্যবহার-জীব।—এই কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার টেগর ল-লেক্‌চার (Tagore Law Lecture) নামক বক্তৃতা-পুস্তক আইন-বিদ্যায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং করিবে। বিচারপতি হিসাবে এমন স্বাধীন, নির্ভীক মতাবলম্বী দেখা যায় না। একমাত্র ন্যায়ের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। এক সময়ে এমন ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে হাইকোর্টের প্রতিও জন-সাধারণের শ্রদ্ধার কিছু অভাব হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন সারদা বাবু নির্ভীক ভাবে বিচার-কার্য্যে স্বাধীনতা এবং ন্যায়-পরায়ণতা দেখাইয়া হাইকোর্টের মুখোজ্জ্বল করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে [illegible] প্রশংসার [illegible] নহে এবং আমাদের পক্ষেও কম শ্লাঘার কথা নহে।

৩। সমাজ-সংস্কার।—তিনি কর্ম্মী ছিলেন। বেশী কথা কহিতেন না, বাগ্‌বাহুল্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার কথা সকলকে শুনিতেই হইবে। দ্বিতীয় বার বলিতে হইলে, অতি দৃঢ়তার সহিত কঠোর ভাবে বলিতেন। তিনি কথার লোক ছিলেন না, কাজের লোক ছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি একজন অগ্রণী। নিজের বাড়ীতে সংস্কার-কার্য্যের সাধন করিয়া তবে পরকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তিনি রাঢ়ী [illegible] বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীর মিলন [illegible] কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তি সহ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিচারালয়ের নিকট এক সময়ে যে প্রতিবন্ধকতা হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণের দোষে নহে। বিচারক উভয়েই ব্রাহ্মণ বটে; এক জন এই দেশীয়, তাঁহার নাম করিবার আবশ্যক নাই, আর এক জন পাঞ্জাবদেশবাসী [illegible] সরস্বতী। স্যার রমেশ-[illegible] মিত্র ও শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দের আপত্তিতে ঐ বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এই সংস্কার-কার্য্যটি একটু কঠিন বলিয়া তাঁহাকে ধীরতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

৪। কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি দেশের সমৃদ্ধি-সাধন-ক্ষেত্র।—তিনি এই বিষয়ে তাঁহার স্বগ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়া লোকসান দিলেও তিনি যে অভিজ্ঞতা দেশকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের কার্য্যে লাগিবে এবং দেশবাসী এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই, ইহাও বলিতে পারা যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে বলিলেন যে, সারদা বাবু আমার বাল্য-সখা; পঞ্চাশ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুইটি কথা বলিব। একটি মেদিনীপুর হাঙ্গামার মোকদ্দমার কথা। রাজা মহারাজা সব জেলে, তাঁহাদের সেখানে ভারি কষ্ট। যেখানে আহার, সেখানে মলত্যাগ, সেইখানেই শয়ন। ইহারা হাই-কোর্টে দরখাস্ত করেন। দুই জন বিচারকের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত হয়; হঠাৎ এক [illegible] অসুখ হওয়ায় অন্য জন একেলা বিচার করিতে অনিচ্ছুক। সারদা বাবুকে চিঠি লিখিয়া আনাইবার পর তবে তিনি ঐ ভার গ্রহণ করিলেন। কার্য্য গ্রহণ করিয়া দেখেন,

নানা গোলমাল, বহু অত্যাচার; মোকদ্দমায় [illegible] হইত। সারদা বাবু বলিলেন,—আমি 'সিনিয়র' জজ, আমার মতে প্রাণ [illegible]। তিনি সকলকে খালাস দিলেন। এই উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসবে মোক্তারদের ঘরে ঘরে আলো দেওয়া হয়। বহু সম্মানিত লোকের প্রাণরক্ষা পাইল। কেহ কেহ বলেন,—এই জন্য তাঁহার পেন্সনাদি কিম্বা সর্ব্বপ্রকার পুরস্কার বন্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার অসাধারণ সদ্গুণ এবং কর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। একটা কথা উদাহরণস্বরূপ বলি। যে দিন এখানে স্বদেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর আসেন, তিনি জ্বরগায়ে আমাদের বাড়ী হইতে আসেন এবং এখানে আসিয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী পরিশ্রম করেন। এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখা যায় না।

এই প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে থেকে তাঁর উপকার যতটা কাছেতে পারি তার না পারি, আমি নিজে উপকৃত। এরূপ সংসর্গ, সজ্জন-সঙ্গ-লাভে কার না উপকার হয়? মাননীয় ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদা বাবুর সঙ্গ-লাভে আমারও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রথমে সারদা বাবুর নাম প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাবলীর মলাটের উপর পাই। আমি ঐ গ্রন্থাবলীর গ্রাহক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তাঁর খুব নাম শুনতুম। কলেজ ছেড়ে এক সময়ে অর্থাৎ Age of Consent Act আন্দোলনের সময় একটা সভা হয়। ঐ সভায় আমি একজন উদ্যোক্তা ছিলাম। সভার আহ্বানকারী ছিলেন—৺গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী ও ৺প্রাণনাথ সরস্বতী। সারদাবাবুর বাড়ীতে এই সভার আয়োজন হয়। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্নেহ-শ্রদ্ধা পেয়ে জীবনে একটা বলস্বরূপ মনে করতুম। তিনি পৃষ্ঠপোষক [illegible] পরামর্শদাতা হইলেন। তাঁহার সভাপতি-পদ-গ্রহণকালে পরিষদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পরিষৎ গৃহহীন, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র কুটিরে স্থান সঙ্কীর্ণ। মহারাজের নিকট হইতে জমী পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী প্রস্তুত হইবার উপায় ছিল না। ১৩১১ সালে আমি সম্পাদক হই। সারদা বাবু ১৩১২ সালে সভাপতি হন। ঐ সেপ্টেম্বর মাসে Partition of Bengal আন্দোলনে দেশ চঞ্চল। এই বিষয়ে পরিষদের কোন কর্ত্তব্য আছে কি না, পরিষৎ কোন প্রতিবাদ করিবে কি না, ঘোর সমস্যা চলিতেছিল। কেহ কেহ স্বপক্ষে, কেহ কেহ বিপক্ষে মত দিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল। সারদা বাবু বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষাকে অখণ্ড রাখিতে হইলে সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করা আবশ্যক। তিনি এরূপ না বলিলে প্রতিবাদ-সভা আহূত করা দুষ্কর হইত। পরিষদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কালেই এইরূপে [illegible] বারেই তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী; কোন দ্বিধা বোধ না করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। পরিষদের মত শিশু-অনুষ্ঠান জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির আবশ্যক। তাঁহার জীবনই কর্ম্মময় ছিল, কাজের প্রেরণা তাঁহার

২। ব্যবহার-জীব।—এই কর্মক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার ঠাকুর ল-লেক্‌চার (Tagore Law Lecture) নামক বক্তৃতা-পুস্তক আইন-বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং করিবে। বিচারপতি হিসাবে এমন স্বাধীন, নির্ভীক সত্যাবলম্বী দেখা যায় না। একমাত্র ন্যায়ের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। এক সময়ে এমন ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে হাইকোর্টের প্রতিও জন-সাধারণের শ্রদ্ধার কিছু অভাব হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন সারদা বাবু নির্ভীক ভাবে বিচার-কার্য্যে স্বাধীনতা এবং ন্যায়-পরায়ণতা দেখাইয়া হাইকোর্টের মুখোজ্জ্বল করেন; ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার [illegible] নহে এবং আমাদের পক্ষেও কম শ্লাঘার কথা নহে।

৩। সমাজ-সংস্কার।—তিনি কর্ম্মী ছিলেন। বেশী কথা কহিতেন না, বাগ্‌বাহুল্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার কথা সকলকে শুনিতেই হইবে। দ্বিতীয় বার বলিতে হইলে, অতি দৃঢ়তার সহিত কঠোর ভাবে বলিতেন। তিনি কথার লোক ছিলেন না, কাজের লোক ছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি একজন অগ্রণী। নিজের বাড়ীতে সংস্কার-কার্য্যের সাধন করিয়া তবে পরকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তিনি রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীর মিলন ও কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তি সহ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিচারালয়ের নিকট এক সময়ে যে প্রতিপক্ষতা হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণের দোষে নহে। বিচারক উভয়েই ব্রাহ্মণ বটে; এক জন এই দেশীয়, তাঁহার নাম করিবার আবশ্যক নাই, আর এক জন পাঞ্জাবদেশবাসী—৺প্রাণনাথ সরস্বতী। স্যর রমেশ-চন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের আপত্তিতে ঐ বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এই সংস্কার-কার্য্যটি একটু কঠিন বলিয়া তাঁহাকে ধীরতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

৪। কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি দেশের সমৃদ্ধি-সাধন-ক্ষেত্র।—তিনি এই বিষয়ে তাঁহার স্বগ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়া লোকসান দিলেও তিনি যে অভিজ্ঞতা দেশকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের কার্য্যে লাগিবে এবং দেশবাসী এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই, ইহাও বলিতে পারা যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে বলিলেন যে, সারদা বাবু আমার বাল্য-সখা; পঞ্চাশ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুইটি কথা বলিব। একটি মেদিনীপুর হাঙ্গামার মোকদ্দমার কথা। বাজা মহারাজা সব জেলে, তাঁহাদের সেখানে ভারি কষ্ট। যেখানে আহার, সেখানে মলত্যাগ, সেইখানেই শয়ন। ইহারা হাই-কোর্টে দরখাস্ত করেন। দুই জন বিচারকের উপর বিচারের ভার অর্পণ হয়; হঠাৎ এক জনের অসুখ হওয়ায় অন্য জন একেলা বিচার করিতে অনিচ্ছুক। সারদা বাবুকে চিঠি লিখিয়া জানাইবার পর তবে তিনি ঐ ভার গ্রহণ করিলেন। কার্য্য গ্রহণ করিয়া দেখেন,

নানা গোলমাল, বহু অত্যাচার। মোকদ্দমায় দুই জন জজের দুই রায় হইল। সারদা বাবু বলিলেন,—আমি 'সিনিয়ার' জজ, আমার মতই গ্রাহ্য হইবে। তিনি সকলকে জামিনে খালাস দিলেন। এই উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসবে মেদিনীপুরে ঘরে ঘরে আলো দেওয়া হয়। [illegible] সম্মানিত লোকের প্রাণরক্ষা পাইল। কেহ কেহ বলেন,—এই [illegible] তাঁহার পেন্সনাদি কিম্বা সর্ব্বপ্রকার পুরস্কার বন্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার অসাধারণ সহগুণ এবং কর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। একটা কথা উদাহরণস্বরূপ বলি। যে দিন এখানে রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর আসেন, তিনি অসগায়ে আমাকে বাড়ী হইতে আনেন এবং এখানে আসিয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী পরিশ্রম করেন। এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখা যায় না।

এই প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে থেকে তাঁর উপকার যতটা করিতে পারি আর না পারি, আমি নিজে উপকৃত। এরূপ সৎসঙ্গ, সজ্জন-সঙ্গ-লাভে কার না উপকার হয়? মাননীয় ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদা বাবুর সঙ্গ-লাভে আমারও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রথমে সারদা বাবুর নাম প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাবলীর মলাটের উপর পাই। আমি ঐ গ্রন্থাবলীর গ্রাহক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তাঁর খুব নাম শুনলুম। কলেজ ছেড়ে এক সময়ে অর্থাৎ Age of Consent Act আন্দোলনের সময় একটা সভা হয়। ঐ সভায় আমি একজন উদ্যোক্তা ছিলাম। সভার আহ্বানকারী ছিলেন—৺গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী ও ৺প্রাণনাথ সরস্বতী। সারদাবাবুর বাড়ীতে এই সভার আয়োজন হয়। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্নেহ-শ্রদ্ধা পেয়ে জীবনে একটা বলস্বরূপ মনে করলুম। তিনি পৃষ্ঠপোষক [illegible] পরামর্শদাতা হইলেন। তাঁহার সভাপতি-পদ-গ্রহণকালে পরিষদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পরিষৎ গৃহহীন, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র কুটীরে স্থান সঙ্কীর্ণ। মহারাজের নিকট হইতে জমী পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী প্রস্তুত হইবার উপায় ছিল না। ১৩১১ সালে আমি সম্পাদক হই। সারদা বাবু ১৩১২ সালে সভাপতি হন। ঐ সেপ্টেম্বর মাসে Partition of Bengal আন্দোলনে দেশ চঞ্চল। এই বিষয়ে পরিষদের কোন কর্ত্তব্য আছে কি না, পরিষৎ কোন প্রতিবাদ করিবে কি না, ঘোর সমস্যা চলিতেছিল। কেহ কেহ স্বপক্ষে, কেহ কেহ বিপক্ষে মত দিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল। সারদা বাবু বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষাকে অখণ্ড রাখিতে হইলে সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করা আবশ্যক। তিনি এরূপ না বলিলে প্রতিবাদ-সভা আহূত করা দুষ্কর হইত। পরিষদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কালেই এইরূপে বহু বারেই তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী; কোন দ্বিধা বোধ না করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। পরিষদের মত শিশু-অনুষ্ঠান জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির আবশ্যক। তাঁহার জীবনই কর্ম্মময় ছিল, কাজের প্রেরণা তাঁহার

মধ্যে অসাধারণ ভাবে ছিল। কাজের অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ভেতর থেকে তাঁহাকে কর্ম্ম করাইত। তিনি আট বৎসরকাল সভাপতি ছিলেন। এত দীর্ঘ কাল কেহই সভাপতিত্ব করেন নাই। তিনি প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, পরিষৎ তাঁহার [illegible] নেতা না পাইলে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইত না। স্বাধীনচেতা, সত্যবাদী, জবরদস্ত হাকিমের মত যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য ঠিক অথচ অবিশ্রান্ত ভাবে পরিচালনা করিতেন। সহকারী সভাপতি [illegible] সভাপতি হিসাবে তাঁহার মত বহুবার সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য [illegible] কেহ পরিচালনা করেন নাই। আট বৎসর কাল তাঁহার অধীনে থাকিয়া পরিষৎ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার নাম সম্মানের সহিত চিরগ্রথিত হইয়া থাকিবে। সারদা বাবুর তিরোভাবে দেশের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু পরিষদের ক্ষতিও যথেষ্ট। সহকারী সভাপতি-রূপেও তিনি আমরণ বহু কার্য্যে পরিষদের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

পরে যশোহরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল মহাশয় এই উপলক্ষ্যে বলিলেন,—সারদা বাবুর [illegible] শোক নহে—শোক আমাদের জন্য। তাঁহার উৎসাহ অনন্ত এবং নির্ভীকতা অনন্যসাধারণ ছিল—কি ধর্ম্মাধিকরণে, কি অন্যত্র। আমার ধারণা, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল; সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইত। তাঁহার একলিপি-বিস্তারের চেষ্টার আমি সমর্থন করি। তাঁহার প্রতিভা যথার্থ ই সর্ব্বতোমুখী। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রাণপণে কার্য্য করিতেন।

পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর [illegible] অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; তাঁহার দুএকটি বিশেষত্বের উল্লেখ মাত্র আমি করিব। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় Age of Consent Billএর আন্দোলনের সময়। যাক্ সে সকল কথা। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, তিনি বিদ্বান্—কিন্তু মরতে প্রস্তুত, মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান, মরণকে উপেক্ষা তিনি ক'রেছেন। তিনি পিতামহের শ্রেণীর লোক। তাঁহার বিশিষ্টতা, খাঁটী বাঙ্গালীত্ব—রক্ত-প্রবাহের [illegible] তাঁহার জীবনে ছিল। পানিশেহালায়—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"—বাড়ী ঘর, ঠাকুরঘর, হিন্দুর ঘরের মত, মার্ব্বেল পাথর দেওয়া দুর্গাদালান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সব চেয়ে ভাল। তিনি পল্লীবাসী ছিলেন। পল্লীজীবনই বাঙ্গালীর স্থায়ী জীবন বলিয়া বুঝিতেন। বাঙ্গালাকে বাঙ্গালার মতন রাখাই চাই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশবাসী লোকদের সহিত আদান-প্রদান করিবার জন্য, একটা ভাবের জমাটের জন্য তাঁহার একলিপি-বিস্তারের প্রয়াস। কিন্তু তাঁহার আসল বিশিষ্টতা, যাহা পূর্ব্বেই বলিলাম, সেই অদ্ভুত পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক শিক্ষা, সেই মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা—এক কথায় তিনি পুরাতনের শেষ চিহ্ন। হিন্দুত্বই তাঁহার বিশিষ্টতা। বৈজ্ঞানিক এমন বিদ্বান্ পাইলেও, এমন খাঁটি বাঙ্গালী, এমন জীবন, এমন আদর্শ, এমন গুরু, এমন মরণ বোধ হয়, আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তাই মহাত্মার নিকট বলি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ঐ রকম ভাবে জীবন রেখে, হিন্দুত্ব রেখে, ঐ রকমে মরতে পারি।

তোমার জীবন পারিজাত তুল্য, একটি স্যমন্তক মণি, ভানুর দীপ্তির স্বরূপ। আর একটা কথা, তিনি পরিষদের বাহক, ধারক [illegible] নায়ক ছিলেন—ভক্ত ছিলেন না,—ও কথাটার কেমন বিদেশীয় বোট্‌কা গন্ধ।

পরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—ইংরাজী-শিক্ষিতেরা বায়রন, শেলী, সেক্‌সপীয়ার পড়ে ও লেখে। কিন্তু সারদা বাবু ও অক্ষয় বাবু এ দেশের ইংরাজীওয়ালাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইহাতে তাঁহাদের দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি সম্মান [illegible] পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি।

তারপর রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,—সারদা বাবু সাহিত্য-পরিষৎ গ'ড়েছেন। সুধু এখানে নয়—মফস্বলেও। তিনি একমাত্র সভাপতি—যিনি শাখা-সভাগুলির প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শাখাপরিষৎগুলির পক্ষ হইতে যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর [illegible] খাঁটি মানুষ, যথার্থ মানুষ সংসারে বিরল। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঘনিষ্ঠতায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক সঙ্গে কার্য্য ক'রে তাঁহার ভিতরের মানুষটাকে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেটা খুব বড়, খুব মহৎ।

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, সারদা বাবু সুধু স্বজাতীয় নহে, হিন্দু-মুসলমানের একতায় [illegible] বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে বলিলেন যে, সারদা বাবু দৃঢ়চিত্ত [illegible] যথার্থ কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

এই [illegible] সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আয়োজন করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হউক।"

এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন,—দেশের লোক অনেকেই তাঁহার গুণাবলীর বিষয়ে পরিচিত আছেন। কিন্তু আমি একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার Strong Common Sense ছিল এবং সেই বলেই তিনি সকল বিষয়েই শীঘ্র একটা বিষয়ে উপনীত হইতে পারিতেন এবং সেই বলেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই চলিবে না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ঠিক ঠিক করিতে হইলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। ইহা যে কেবল পরিষদের

সমস্ত মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহা নহে ; সারদা বাবুর গুণমুগ্ধ দেশবাসী পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে এই বিষয়ে সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক স্মৃতিসভা হইয়াছে ; কিন্তু অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। এ বার সেরূপ না হয়। অন্ততঃ সকলে মিলিয়া একটা কিছু করুন।

শেষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বলেন যে, এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং একটা কথা বলি যে, Depressed class নিম্ন জাতির উন্নতি সাধনেও সারদা বাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সসম্মানে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। অধিক রাত্রি হওয়ায় সভাপতি মহাশয় কিছুই বলিলেন না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

২৪শ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৪ই আশ্বিন ১৩২৪, ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি —

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ্ সি এস, আই এস্ ও (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
„ রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাক্ত, এম্ এ
„ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বি এল্
„ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি
„ প্রমথনাথ দত্ত, ব্যারিষ্টার
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার
„ স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী
„ শশিভূষণ সিংহ বি এ
„ পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ
„ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ গৌরহরি সেন
„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
„ বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
„ কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ, কবিরত্ন
„ হেমেন্দ্রনাথ রায়
„ অমূল্যচরণ সেন
„ সুনীতিকুমার পাল এম্ এ
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ আনন্দনাথ রায়
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
„ অমরনাথ খাঁ
„ উমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ
„ বিভূপদ রায় বি এ
„ চিত্তরঞ্জন ঘোষ বি এ
„ ফণিভূষণ সিংহ বি এ
„ রমাপতি ত্রিবেদী
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
„ বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ প্রকাশচন্দ্র বসু
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেশচন্দ্র বসু
„ যতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এস্ সি
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" কৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার
" শরৎলাল বিশ্বাস এম্ এস্ সি
" সূর্য্যকান্ত মিত্র
" শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
" সত্যচরণ বসু এম্ এ
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
" মন্মথনাথ রায়
" শরচ্চন্দ্র দেব বি এ
" প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" নিত্যানন্দ রায়
" শ্রীনিবাস দাস
" সৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, বি এ
" হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
" ননীগোপাল মজুমদার
" দেবেন্দ্রনাথ বড়াল
" প্রমথনাথ সেন কবিরাজ
" সুধীরচন্দ্র মজুমদার
" শরৎকুমার মিত্র বি এ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" সুরেশচন্দ্র নন্দী
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
" বিধুভূষণ সেন
" ললিতমোহন মল্লিক
" প্রতিভাকুমার সেন
" বিজয়কুমার রক্ষিত
" সতীশচন্দ্র পাণ্ডা
" সুধাংশুমদন পাণ্ডা
" শ্রীশচন্দ্র বসু
" প্রসন্নকুমার সিংহ
" সুধীরকৃষ্ণ সিংহ
" রামকমল সিংহ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" নিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
" রামনাথ সেন
" ললিতমোহন পোদ্দার
" নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
" গিরিজাভূষণ ঘোষাল
" ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
" যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
" কালীপদ ভট্টাচার্য্য
" মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী
" দেবেন্দ্রনাথ সিংহ
" বঙ্কিমবিহারী ধমাই
" যতীশচন্দ্র রায় এম্ এ
" দেবেন্দ্রশরণ সেন গুপ্ত
" নীরদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল—(সম্পাদক)

" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী
কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "উত্তরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক", (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" এবং (গ) ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। বিগত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে কতিপয় মহোদয় সদস্যরূপে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় আপত্তি করায় তাঁহাদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে। সেই সকল প্রস্তাবিত সদস্যের নাম উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণমধ্যে না থাকায়, উক্ত কার্য্যবিবরণ অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণতা অপনোদন করিবার জন্য উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের নাম সংযোজন পূর্ব্বক ঐ কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ব্রজনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

গত ১০ই আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে ৯৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় এবং সহকারী সভাপতি মহাশয়দিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। তৎপরে পরিষদে যে সকল পুস্তক ও পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া উপহারদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কুঞ্জনাথ দত্ত	১। ইন্দুমতী
" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২। অশোক সাবলোপাখ্যান
	৩। সুনীতি-বিকাশ, ১ম ভাগ
	৪। ঐ ঐ, ২য় ভাগ
" রজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন	৫। বারুণী
" মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল	৬। আর্য্য-পৌণ্ড্রক
	৭। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অশৌচ-নির্ণয়
অদ্বৈত হিতকারিণী	৮। বিবাহ
	৯। ধনবান লাভের উপায়

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী	১০। ডাক্তারী শিক্ষা, ১ম খণ্ড
	১১। সরল ধাত্রীশিক্ষা, ১ম-২য় ভাগ
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১২। উপাসনা
„ যশোদালাল তালুকদার	১৩। প্রেমবিলাস
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪। লক্ষ্যহীন
	১৫। বাল্য বিবাহ
	১৬। আচার্য্যের উপদেশ
	১৭। শ্রীকৃষ্ণের সংসার
ডাঃ „ সুকুমার পাকড়াশী	১৮। মা
	১৯। চণ্ডী
„ অক্ষয়কুমার বসু	২০। নিরুপমা
„ দেবেন্দ্রবিজয় বসু	২১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৫ম ভাগ)
Officer in Charge Bengal Secrt. Book Depot	1. Tenth Triennial Report on Vaccination in Bengal for the years 1914-15, 1915-16 and 1916-17.
Do	2. Report of the Sanitation in Bengal for the year 1916.
Do	3. Report of the Conference of Directors of Public Instruction, Delhi, Jan 1917.
Director, Geological Survey of India	4. Memoires of the Geological Survey of India, Vol XLV, Pt. I. 1917.
Registrar, Calcutta University	5. Calcutta University Minutes Vol. LX, Pt. V, 1916.
	6. Do Do Do Vol. LX, Pt. VI. 1916.
	7. Calendar Pt. III. 1917.
Secretary, Smithsonian Institution	8. Ethnobotany of the Tewa Indians.
	9. Cambrian Geology and Paleontology. III.
	10. Phonetic Transcription of Indian Languages.
	11. The Teeth of a monkey found in Cuba.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Secy. Smithsonian Institution	42.	The Remarkable new species of Birds from Santo Domingo.
	13.	Three new Murine Rodents from Africa.
	14.	Maxonia, a new genus of Tropical American Ferns.
	15.	Bones of Mammals from Indian sites in Cuba and Santo Domingo.
	16.	On the use of the Pyranometer.
Secy. Indian Science Association	17.	Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol II. 1917.
Secy. Vivekananda Society	18.	Report of the Vivekananda Society, Calcutta, from Oct 1915 to Dec, 1916.
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	19.	Lilamani.
	20.	The Murder of Captain Tryatt.
	21.	The Temple in the Tope.
	22.	War and the Weird.
	23.	The War Wedding.
	24.	Studies of Indian Life and Sentiment.
	25.	The Position of Women in Indian Life.
	26.	The War in Light.
শ্রীযুক্ত স্বামী সারদানন্দ	27.	Relief-work of the Ramkrishna Mission during the flood and Famine in Bengal, Assam and in the United Provinces, 1915-16.
Officer in Charge, Bengal Secretariate, Book Depot	28.	Fifty Fifth Annual Report of the Govt, Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1916-17.
Supdt. Govt. Printing, India	29.	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June, 1917.
	30.	Statistics of British India. Vol V. Education, 1915-16.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	31 Catalogue of Prehistoric Antiquities in the Indian Museum of Calcutta, 1917.
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি	32. Textile Industry in Ancient India.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot	33. Report on the Administration of the Salt Dept. in Bengal during the year 1916-17.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	34. Manuals of Elementary Science —Electricity.
	35. Highroads of History.
Supdt. Archæological Survey of India (Frontier Circle)	36. Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1916-17.
Supdt. Govt. Press, Madras	37. The Progress Report of the Asst. Archæological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle. 1916-17.
Curator, Govt. Book Depot Burmah,	38. Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, for the year ending 31st March, 1917.

৩। তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ১১২ জন নূতন সদস্য নির্বাচিত হইলেন। এতদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যে সকল নূতন সদস্য নির্বাচিত হইলেন, তাঁহারা অদ্যকার সভায় ভোট দিতে পারিবেন কি না? তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিয়মানুসারে নির্বাচন-সংবাদ প্রাপ্তির পর সদস্য-পদ স্বীকার করিয়া প্রবেশিকাদি জমা না দিলে, তাঁহারা সদস্যের কোনও অধিকার পাইবেন না। নিম্নে নির্বাচিত সদস্যগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস বি এল্ ১২৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীরাধাকিশোর ঘোষ এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি এ ১২।২ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		মিঃ রাসবিহারী সেন ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর, মেসার্স এইচ, সি, সেন এণ্ড কোং, দিল্লী।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র নাগ এম্ এ, বি এল্, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ হাজিদার জমীদার, ঐ ঐ।
„	„	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, নাজির ঐ ঐ।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, কবিরাজ আনোয়ারা পোঃ, চট্টগ্রাম।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, পেস্কার ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ডিরেক্টর, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ চম্পা নগর, ভাগলপুর।
শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র	„	শ্রীহরিপদ ঘটক গোয়ালা, আউটসাহী পোঃ, ঢাকা
রায় জগদীশচন্দ্র বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী ৩২ এলগিন রোড।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ১১১ হার্ডিং হোষ্টেল।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ গণ মাটসিয়া, যশোহর।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	„	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এ ২৮ শিবপুর রোড, হাওড়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এ, সি, ভট্টাচার্য্য পি এইচ্ ডি ২৪ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোরঞ্জন সেন ১২ জয়মিত্রের গলি।
„	„	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন ঐ ঐ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল, ৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১১১ লোয়ার সারকুলার রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকুঞ্জচন্দ্র মিত্র ৫ নীলমণি সরকার লেন।
„	„	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ ৯ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
„	„	শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত ৭ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিং।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরামকমল সিংহ	মুন্সী হবিবর রহমন ৫ কলিন লেন।
শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী	„	ডাঃ শ্রীশ্যামাচরণ পাল সেওড়াফুলী, হুগলী।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায় ৯।২ সাউথ রোড, ইণ্টালী।
„	„	শ্রীহরিদাস মজুমদার বি এল্ ১৪৪ আপার সার্কুলার রোড।
„	„	শ্রীজ্ঞানপ্রিয় মিত্র বি এ ৩৯ বীডন ষ্ট্রীট।
„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালিকানন্দ ঠাকুর ৩৮ ম্যাকলিওড ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। রায় শ্রীনিশিকান্ত সেন বাহাদুর, সাবডিভিশনাল অফিসার, কাঁথি, মেদিনীপুর। শ্রীচুণীলাল মুখোপাধ্যায়, সাবডিভিশনাল অফিসার, ঘাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর। শ্রীদাশরথি দত্ত এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীমোহিনীকান্ত মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর। শ্রীমধুসূদন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীসাধনলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল, ঐ ঐ। শ্রীশক্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীঅধরচন্দ্র রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম্ এ, বি এল্, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, কাঁথি, মেদিনীপুর। মিঃ নৃসিংহরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বি এ, তমোলুক, মেদিনীপুর। শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাব ডেপুটী কলেক্টর, পাঁচেটগড়, মেদিনীপুর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এ, ঐ ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টর ও এসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, মেদিনীপুর। শ্রীকালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ঐ ঐ। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী কলেক্টর, কাঁথি, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ঐ, মেদিনীপুর। শ্রীসত্যচন্দ্র জানা এম্ এ, বি এল্, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযামিনীজীবন ঘোষ বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ইঞ্জিনিয়ার, ঐ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি ই, খড়্গপুর, মেদিনীপুর। শ্রীরমণীমোহন সিংহ, বি ই, ইটামগরা, মেদিনীপুর। শ্রীতমোনাশরঞ্জন দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর। চৌধুরী শ্রীযাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, জমীদার, পাঁচেটগড়, মেদিনীপুর। শ্রীদেবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, ঐ ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র মোক্তার, মেদিনীপুর। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব, ঐ ঐ। শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র বেরা, ঐ ঐ। শ্রীপশুপতি সামন্ত, ঐ ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী কালেক্টর, ঘাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীপৃথিবীনাথ মড়লী, নায়েব, রোহিণী, মেদিনীপুর। শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ম্যানেজার, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত, নবাবহাট, মেদিনীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীজনগর, আলমপুর, বর্দ্ধমান। শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনপুর, হরিপুর, দিনাজপুর। শ্রী[illegible] রায়, ম্যানেজার বি আসাম এণ্ড

কোং, ১৮ ব্রজনাথ মিত্রের লেন। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীরজনী-চন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন, সম্পাদক, হবিগঞ্জ লোন কোং, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। শ্রীসতীশচন্দ্র পাণ্ডা, হেড ক্লার্ক, এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস, প্রতাপগড় ষ্ট্রীট, হুগলী, চুঁচুড়া। প্রস্তাবক—শ্রীরমাপতি ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, জেমো কান্দি, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, ঐ ঐ। শ্রীকামেশ্বর মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঐ ঐ। শ্রীঅমূল্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীপ্রিয়নাথ রায় এল্ এম্ বি, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল, উকীল, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীসতীনাথ মিশ্র, গাঁমটা, যশোহর। শ্রীঅম্বিনাথ চৌধুরী, ১২ বেলগেছিয়া রোড। প্রস্তাবক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক এম্ এ, কন্‌ট্রোলার ইণ্ডিয়ান ট্রেজারার, দিল্লী। পণ্ডিত শ্রীদুর্গানাথ শাস্ত্রী এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ। শ্রীভোলানাথ চট্টো-পাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীঅম্বিনাথ সেন, ঐ ঐ। রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ, দীনবন্ধু লেন। শ্রীসতীনাথ রায় বি এল্। ডাঃ ডি এন্ রায় এম্ ডি, বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রবিহারী রায় চৌধুরী, জমীদার, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, ৫৬ পদ্ম-পুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীসতীশচন্দ্র উপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনী-পুর। শ্রীগদাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশশি-শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীসনৎ-কুমার মুখোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ২ পটল-ডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ডিমনষ্ট্রেটর অফ্ বোটানি, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীপরেশলাল সোম বি এল্, ১৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রমথনাথ মুখো-পাধ্যায় এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীঅবনীশ রায়, ৩৯ শীতলাতলা লেন, নর্থ, নারিকেলডাঙ্গা। শ্রীআশুতোষ পাল এম্ এস সি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীনিরাপদ সমাদ্দার এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণপদ শর্ম্মা বিদ্যারত্ন, ঐ ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু বি এস্ সি, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীপ্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি, ঐ ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র [illegible] এম্ এস সি, ঐ ঐ। শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস সি, ৪৯১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীরাজেন্দ্রভূষণ বক্সী এম্ এ, ১৭ মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীসুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, ৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। শ্রীসতীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৭৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, ৯ পটল-ডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ বসু, ১০।১ এ অভয়চরণ সরকার লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—ঐ। সদস্য—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু এল্ এম্ বি, উকীল, বিনাস-

পুর, সি, পি। শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, উথানী, ইউ, পি। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীঅমরনাথ বসু, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, ঐ ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এল্ এম এস, ৯ রামহরি ঘোষের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীপ্রবোধনাথ মুখোপাধ্যায়, এটর্ণী, ৪০ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়কুমার সেন বি এ, ইন্‌কাম ট্যাক্স আফিসের এসেসার। শ্রীসুধীরকুমার সেন বি এ, ২৩/২৪ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন গুপ্ত, এল্ এম্ এস্, জলপাইগুড়ি। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এটর্ণী, ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৈদ্যবাটী, বৈদ্যপাড়া, হুগলী। শ্রীঅম্বিকানাথ সেন, ঐ ঐ। শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৩৩ গোবিন্দপ্রসাদ বসুর লেন, ভবানীপুর। শ্রীকৃষ্ণলাল দাস এম্ এ, চন্দননগর। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চন্দ্র। শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ২৩ স্কটস্ লেন। শ্রীকিরণকুমার সরকার, ৫ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, ৩৩ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ১১ রঘুনাথ সরকার লেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল্, ৯ বীডন রো। শ্রীবরদাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিনিয়ার ক্লার্ক, ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, ট্রেজারি বিল্ডিং। শ্রীহৃষীকেশ সরকার, ইন্‌কাম্ টেক্স আফিসের ক্লার্ক, ঐ ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীজহরলাল সিংহ, ২১২ দর্মাহাটা ষ্ট্রীট। সমর্থক—শ্রীসত্যচরণ বসু, সদস্য—শ্রীকুমুদনাথ সেন বি এল, ৩৪।১ [illegible] লেন। সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, হাইকোর্টের উকীল। কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্ত কবিরত্ন, ৪।১ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার এম এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীদেবীপ্রসাদ দত্ত বি এল, কান্দী, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্, ২৮ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর। শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১১০।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, মহাদেবপুর, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরনাথ পালিত, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ২ দর্জ্জিপাড়া বাই লেন। প্রস্তাবক—শ্রীমালিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৬।১ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীসুবোধ-

কুমার বসু, ৭২ মার্হাট্টা ডিচ্ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ। প্রস্তাবক—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, রাজসাহী, ৮-মধুসূদন গুপ্ত লেন। শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ দত্ত, জমিদার, মজিলপুর। শ্রীঅখিলবন্ধু রায়, হেতমপুর কলেজ। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীহরিপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সিমলাগড়, হুগলী। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীআশুতোষ মিত্র, আড়াবাগান লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত বি এল্, ক্যামক লেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে কার্য্য-তালিকার ৪র্থ দফা অর্থাৎ গত বর্ষের ৮ম [illegible] ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সংশোধন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবটি আলোচিত হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া হেম বাবুকে তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে বলেন। হেমবাবু প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের আপত্তিতে যাঁহাদিগের নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, তাঁহাদিগের নামের তালিকা মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট না থাকায় উক্ত কার্য্যবিবরণী অসম্পূর্ণ। যাহাতে কার্য্যবিবরণী সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ উক্ত সদস্যগণের নাম এবং যাঁহারা উক্ত সদস্যগণের নাম প্রস্তাব করেন [illegible] সমর্থন করেন, তাঁহাদের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট প্রেরিত হউক। এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় শ্রীযুক্ত হেমবাবু প্রোক্ত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নামগুলি পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নামের তালিকা পাঠ না করিলেও তাঁহার প্রস্তাব যখন বুঝিবার পক্ষে কাহারও বাধা হইতেছে না, তখন উক্ত তালিকা পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে তালিকা মুদ্রিত হইবার কোনও বাধা থাকিবে না। হেমবাবু বলিলেন, উক্ত তালিকা এই প্রস্তাবের অঙ্গীভূত; সুতরাং তিনি এই তালিকাপাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে প্রস্তুত নহেন। তখন সভাপতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে, তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য, তিনি সভাকে জানাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানাইয়া (under protest) তাঁহার আদেশ স্বীকার করিলেন। তৎপরে হেমবাবু ঐরূপ ভাবে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় অধ্যাপক রমেশ বাবু বলেন যে, এই তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলায় সভাপতির অধিকার নাই। সভাপতি মহাশয় রমেশবাবুকে বসিতে বলায় হেমবাবু বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাব অদ্যকার সভায় উপস্থিত করিবেন না, অতএব উহা স্থগিত রাখা হউক। হেমবাবু

আসন গ্রহণ করিলে স্বামী ত্তানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব যখন অদ্যকার আলোচ্য বিষয়, তখন প্রস্তাবকের ইচ্ছানুসারেই ইহার আলোচনা স্থগিত থাকিতে পারে না। তবে প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় হেমবাবুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত করার [illegible] প্রত্যাহার করিলেন এবং প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। সভাপতি মহাশয় তালিকা-পাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে আদেশ দেন। হেমবাবু তখন সভাপতি মহাশয়ের আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম না হওয়ায় পরিষদের ৩৯(খ) নিয়মানুসারে তিনি এই প্রস্তাব মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতেছেন। হেমবাবু বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। ভ্রম দুই রূপে হইয়া থাকে, যথা—Error of Omission ও Error of Commission। এই কার্য্যবিবরণীতে দুইরূপ ভ্রমই হইয়াছে। প্রথমতঃ যে সমস্ত সদস্যের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিল, তাঁহাদের নামের তালিকা এই কার্য্যবিবরণীতে নাই, এইটি Error of Omission। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা বলিয়া কতকগুলি [illegible] নাম দেখা হইয়াছে। ইঁহারাই কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবল মাত্র প্রস্তাবিত নহেন। যাঁহাদের নির্ব্বাচনে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহারাও যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই তালিকার নাম "প্রস্তাবিত তালিকা" না হইয়া "নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা" হওয়া উচিত ছিল। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বলিবার বিশেষ কিছুই থাকিত না এবং ইহাই Error of Commission, কিন্তু যে ভাবে তালিকা ছাপা হইয়াছে, ইহা যে কেবল মাত্র ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা নহে, ইহা misleading। প্রথমতঃ তালিকা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, যে সমস্ত সদস্যের নামে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের নামও এই তালিকাতে আছে এবং বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নিজের এই সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি নিজে পরিষদে আসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন। পরিষদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য, সদস্যদিগকে সমস্ত ঘটনার বিষয় অবগত করান। কোন সভাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত ঘটনা থাকে, সেগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ কার্য্যবিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সদস্যের নির্ব্বাচনে আপত্তি পরিষদের ইতিহাসে এই প্রথম। সুতরাং এই ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হওয়া কর্ত্তব্য এবং কার্য্যবিবরণীতে ইহার সম্পূর্ণ উল্লেখ থাকা আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে উক্ত সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সেই মুষ্টিমেয় সদস্য ব্যতীত পরিষদের অধিকাংশ সদস্য সেই অধিবেশনে কি ঘটিয়াছিল, তাহার যথার্থ বিবরণ পাইলেন না। হেমবাবু আরও বলিলেন, তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি হইতে পারে; প্রথম আপত্তি এই, পরিষদের ৯৪ সংখ্যক নিয়ম এবং দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, কার্য্য-

বিবরণ একবার গৃহীত হইবার পর তাহার পরিবর্তন হওয়া উচিত নহে। ২১ সংখ্যক নিয়ম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই নিয়ম কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ, ইহা "নিয়ম" সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হওয়ার পর তাহার পরিবর্তন পরিষদে হইয়া থাকে এবং [illegible] সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে এক নজীর আছে। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ অধিবেশনের গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে,—"সুকবি বরদাচরণ মিত্রের পত্র পঠিত হইল।" কিন্তু এই পত্রখানি মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে বা মাসিক অধিবেশনের আদেশে হইয়াছে, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু যে পত্রখানি গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে ছিল না, তাহা মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্ততঃ কার্য্যবিবরণী একবার গৃহীত হইবার পরও তাহাতে অপর জিনিষ যোগ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি টিকিতে পারে না। পরিষদের অনেক মফস্বলবাসী সদস্য আছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের বিশেষ ঘটনাগুলির বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানান উচিত। তাহা যদি না করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি হয়। এই সমস্ত নানা কারণে তিনি মনে করেন যে, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত। এই সময় কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যে সকল সদস্যগণের নির্ব্বাচন মন্মথবাবুর আপত্তিতে স্থগিত ছিল, তাঁহারা পরে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কি না? শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে মন্মথবাবুর প্রস্তাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে তাঁহাদের নামের তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত নামের সম্পূর্ণ তালিকা সহ উক্ত কার্য্যবিবরণী ১৪শ ভাগ, ২য় সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে। হেমবাবুর প্রস্তাব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় সমর্থন করেন। তৎপরে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি হেমবাবুর প্রস্তাব বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়াছেন এবং সদস্যগণের নিকট সমস্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রেরিত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হেম বাবুর প্রস্তাব অনুসারে এখন কার্য্য করিলে কি লাভ হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবে মতামত দেওয়া কর্ত্তব্য। যে অধিবেশনে সদস্যদিগের নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, সেই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এক্ষণে সংশোধন করিলেও স্থগিত থাকার দরুণ কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার এক্ষণে অন্যথা হইবে না। মন্মথবাবু যখন দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে নিজেই সেই সকল সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন পূর্ব্ব কার্য্যের সংশোধন তাঁহার দ্বারা যত দূর সম্ভব, তাহা তিনি করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার আর করণীয় কিছুই নাই। গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনে কি ঘটিয়াছিল, তাহা মন্মথ বাবুর দুঃখপ্রকাশে এবং অদ্যকার হেমবাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধীয় বিবরণ মুদ্রিত হইলেই কোনও সদস্যের

পরিষ্কাররূপে বুঝিবার আর বাধা থাকিবে না। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব অনুসারে সেই সকল সদস্যের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সদস্যগণের নিকট প্রেরণে কোনও লাভ নাই। এই সকল কারণে তিনি হেমবাবুকে ও তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনকারিগণকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, ইহার পরে সদস্যনির্ব্বাচনে আর কেহ কখনও এরূপ আপত্তি করিবেন না। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মন্মথবাবু যে সকল নামের প্রস্তাবে আপত্তি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে মন্মথবাবু দুঃখপ্রকাশ করিয়া যাহা বলেন, সেই মন্তব্য এবং পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক মহাশয়ও নিজে দুঃখপ্রকাশ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন এবং মন্মথবাবুর প্রস্তাব ২৫শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকার কার্য্য-বিবরণী অংশের ১৫ পৃষ্ঠায় সবিস্তার মুদ্রিত হইয়াছে। এই স্থলে মুদ্রিত কার্য্যবিবরণের ঐ অংশ সভাপতি মহাশয় পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন,—এ সম্বন্ধে করণীয় আর কিছুই নাই। প্রমথবাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ কোনও লাভ হইবে না; কেবল মাত্র একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে অনাবশ্যক ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে মাত্র। সকল সমিতিতেই সময়ে সময়ে অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু আমি জানি, তাহা কার্য্যবিবরণীভুক্ত করা হয় না। এ কথা বোধ হয়, হেমবাবুরও অবিদিত নাই। অতএব হেমবাবুকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য তিনি করযোড়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। হেমবাবু জানাইলেন যে, তিনি প্রমথ বাবু ও সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ মত এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অসমর্থ বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। তৎপরে রমেশ বাবু একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রমেশ বাবু সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পয়েণ্ট অব অর্ডার সম্বন্ধে বলিলেন, যে সভায় গত বর্ষের [illegible] ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, সেই সভায় হেমবাবু উপস্থিত থাকিয়াও কোনও আপত্তি করেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উক্ত কার্য্যবিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। এই অবস্থায় অদ্যকার এই সভায় সেই ৮ম [illegible] মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী সংশোধন করিবার প্রস্তাব আনিতে হেম বাবুর অধিকার আছে কি না, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা (Ruling) করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করি। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর(?) ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের এই চৈত্র তারিখে ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কার্য্যবিবরণ লিখিত হইয়া গত ১৩ই বৈশাখ তারিখের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এমন কি, হেম বাবুও সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়াও সে সময়ে কেহ কোন আপত্তি বা সংশোধন-প্রস্তাব করেন নাই। তাহার পর ৫ মাস পরে, ১৩ই আশ্বিন তারিখে সেই কার্য্যবিবরণীর

সংশোধন-প্রস্তাব হেম বাবু উপস্থিত করিতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অভিমত কি, জানিতে ইচ্ছা করি এবং ঐ সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার [illegible] তাঁহার নিকট আবেদন করি। সভাপতি মহাশয় তদুত্তরে বলেন যে, আমি সভাসমিতির সাধারণ নিয়মানুসারে এই সভার সভাপতিরূপে স্থির করিতেছি যে, হেম বাবুর অদ্যকার প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু অদ্য যে অবস্থার কথা সভার গোচরে এখন আনিলেন, ইহা যদি তাঁহার পূর্ব্বে জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই প্রস্তাব লইয়া আদৌ তর্ক তুলিতে দিতেন না; সর্ব্বপ্রথমেই তিনি ইহার মীমাংসা করিতেন যে, হেম বাবুর প্রস্তাব এই সভার বিচার্য্য বিষয়মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না। রমেশবাবু সভাপতির এই Ruling [illegible] বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া সভাকে উহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ও Ruling-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ বিনীত অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তের (Ruling এর) বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহাদের এই আপত্তি সম্পাদক মহাশয়কে পত্রদ্বারা জানাইয়া [illegible] কোনও অধিবেশনে তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে পারেন। এ অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা হইতে পারে না। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত ১ম প্রবন্ধ-পাঠের [illegible] প্রবন্ধ-পাঠককে আহ্বান করেন। তখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা সভাপতির এই আদেশ মান্য করিয়া এই সভায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ। সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে থাকিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা সত্ত্বেও শ্রীরমেশ বাবু, শ্রীহেমবাবু শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীযোগিনচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ২০।২৫ জন সদস্য সভাপতি মহাশয়ের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া চঞ্চলভাবে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে সভাপতি মহাশয়ের এই মীমাংসা (Ruling) মানেন না, ইহাও বলিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ইহার পরে সভার অবশিষ্ট কার্য্য আরম্ভ করিবার [illegible] সভাপতি মহাশয় আদেশ দিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় "উত্তর-চরিতের বিতীয়াঙ্ক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধ-পাঠের পর রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় অবশিষ্ট কার্য্যগুলি স্থগিত করার জন্য সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও সভাপতির আদেশক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধ ২০শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে, স্বামী ভবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, হয় এই সভাতে আজ যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, কার্য্যবিবরণীতে তাহা প্রকাশ করা না হউক, আর যদি যথাযথ কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করা

দরকার মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব বিধিসঙ্গত হয় নাই বলিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিয়মানুযায়ী যে Ruling দেন, তাহা অমান্য করিয়া ■ সব সভ্যেরা সভাস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যথাসম্ভব তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিয়া কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত করা হউক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার সভায় কেহ যদি কিছু অসংযত ভাব দেখাইয়া থাকেন বা অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল প্রকৃত ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক এবং তদনুসারে ঐরূপ করা স্থির হইল। তৎপরে লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে

শোক-প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৪, ৫ই জানুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

উপস্থিতি—

•মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত স্বামী ভবানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম,এ, বি এল, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এম্ এম সি এস, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ

নন্দী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আর এন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত তারাপদ বসাক, শ্রীযুক্ত রামানুজ শেঠ, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রসেবক নন্দী।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, (সম্পাদক)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (সহকারী সম্পাদক)।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভেই বলিলেন,—আমরা আজকে যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছি, তিনি এক জন মহাপুরুষ ছিলেন। যে সময়ে সংস্কৃত-ভাঙ্গা ভিন্ন অন্যরূপ বাঙ্গালা কেহই পছন্দ করিত না, তিনি সেই সময়ে চলিত বাঙ্গালাই ভাষা, সংস্কৃত-ভাঙ্গা বাংলা বাংলাই নয়, এই কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে সাহস করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর সেই ভাষায়ই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও তিনি, দুই জনেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের ও কীর্ত্তনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; অক্ষয় বাবুর বাংলায় সেই কীর্ত্তনের সুর যেন বাঁধা ছিল। অক্ষয়বাবু যে সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান, সেই সময়ে বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি আরও কয়েক জন প্রসিদ্ধ লেখক বহরমপুরে থাকিতেন। সেইখানেই বঙ্গদর্শনের গোড়াপত্তন হয়। অক্ষয়বাবু প্রথম প্রথম বঙ্গদর্শনে খুব লিখিতেন। তাঁহার "উদ্ভ্রান্ত" একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। তাহার পর তিনি "সাধারণী" বাহির করেন। বঙ্কিমবাবু সাধারণীকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণীর লেখা পড়িবার জন্য সে কালের লোকে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইত। কি সরস লেখা—সহজ কথায় গভীর ভাবের প্রকাশ।

অক্ষয়বাবু ওকালতিতে কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি ওকালতী ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় বাস করেন এবং সাহিত্য-সেবায়ই দিন কাটান। জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন; কতকগুলি শিশু পুত্র-কন্যা রাখিয়া গৃহিণী স্বর্গে গমন করেন। সেই শিশুগুলির প্রতিপালন-ভার তাঁহারই উপর পড়ে। তিনি একাধারে ছেলেগুলির বাপ ও মা দুইই

ছিলেন। সুতরাং তিনি বিশেষ খাটিয়া বই লেখা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি কার্য্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার বাড়ী বাংলা লেখকদিগের একটা জুড়াইবার জায়গা ছিল। তাঁহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ শত-ধারায় বহিত। তিনি অতি মৃদুভাবে তাঁহাদের দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের ত একজন আত্মীয়-স্বজনেরই মৃত্যু হইয়াছে। আর সমস্ত বাংলা দেশই শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আমার বাল্যকালে "প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ" আমাদের বাড়ীতে আসিত—তাহাতেই সারদাবাবু ও অক্ষয়বাবুর নামের সহিত আমার পরিচয় ঘটে। দু জনকেই আজ আমরা হারাইলাম। তিনি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশের দ্বারা জাতীয় সাহিত্যে এক নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করেন; এ [illegible] বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবে। তিনি এই [illegible] "সাধারণী" নামে একখানি কাগজ বাহির করেন; সাধারণীর ভাষা সরস, দেশবাসীর মনে সে নিত্য নূতন ভাব জাগাইয়া দিত; এখনও আমি সাধারণীর সে ভাব ভুলিতে পারি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণীই তখন বাঙ্গালীর প্রধান মুখপত্র ছিল।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই সময় যখন শুনিলাম, সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়বাবু "নবজীবন" নামে কাগজ বাহির করিবেন, তখন আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতি তখন মুমূর্ষু বা মৃত; এইরূপ সময়ে অক্ষয়বাবু কাগজ বাহির করিবেন, শুনিয়া আমি খুব আনন্দিত হইলাম। তখনই আমি গ্রাহক হইবার জন্য ৫১ নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে নবজীবন আফিসে উপস্থিত হইলাম। এই সময়েই অক্ষয়বাবুকে আমি প্রথম দেখি। প্রতি মাসের আরম্ভে নবজীবনের [illegible] চঞ্চল হইয়া থাকিতাম। কিছু দিন পরে বাঙ্গালা কাগজের চিরন্তন রীতি অনুসারে "নবজীবন" প্রকাশে অনিয়ম হইতে লাগিল।—চারি বৎসরে উহার পরমায়ু শেষ হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার প্রথম হাতে-খড়ি এই নবজীবনে। প্রথম একটি প্রবন্ধ লিখিলাম।—তাহাতে নাম দিতে সাহস হইল না—বেনামী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অক্ষয়বাবু যেরূপেই হউক, প্রবন্ধের লেখক যে কে, তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহা ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে কি, তাহা আপনাদিগকে বলিব না, তাহাতে ভাষার উচ্ছ্বাস—খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উচ্ছ্বাসের বার আনা বাদ দিয়া ছাপিয়াছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি নবজীবনে আরও অনেক প্রবন্ধ দি—কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয় বাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতে-খড়ি। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষয়বাবু আমাকে সাহিত্য-শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত করেন; তাহার মূল কথা এই।

অক্ষয়বাবু বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন। বঙ্গদর্শনের পুরাতন ফাইল পড়া আমার রোগ ছিল। তাহাতে দেখিতাম, অক্ষয়বাবুর নামহীন অনেক প্রবন্ধ তাহাতে আছে। এইরূপ একটি প্রবন্ধের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি—তাহার নাম দশ মহাবিদ্যা। প্রবন্ধটি আপনারা পড়িবেন। সেই প্রবন্ধে আমরা অক্ষয়বাবুর বিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। [illegible] ভারতভূমি [illegible] আমাদের জননী, [illegible] ভারতকে যে আমাদের মা বলিয়া ডাকিতে হইবে, এই ভাব ও নির্দ্দেশ আমরা অক্ষয়বাবুর দশমহাবিদ্যা হইতে পাই। অক্ষয়বাবু উক্ত দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছিলেন। দশমহাবিদ্যা ভারতের দশটি অবস্থা। তন্মধ্যে কয়েকটি অবস্থা গত হইয়াছে; সংপ্রতি ভারত-মাতা ধূমাবতীরূপে অবস্থান করিতেছেন। ভারত-মাতা বৃদ্ধা, বিধবা, তৈলাভাবে রুক্ষকেশা, মলিন [illegible] জীর্ণ [illegible] পরিধান করিয়াছেন; অন্নাভাবে শীর্ণ, ভগ্ন রথের ভগ্ন [illegible] কাক উপবেশন করিয়াছে; অক্ষয়বাবু আশা করিয়াছেন, ভারত-মাতার [illegible] অবস্থা থাকিবে না—অচিরেই তাঁহাকে কমলারূপে—রাজরাজেশ্বরীরূপে আমরা দেখিতে পাইব। "বন্দে মাতরম্‌" গানে বঙ্কিমবাবু এই কথাই বলিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর আর একটি [illegible] "বঙ্গে আমার দুর্গোৎসব"। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষই দেবী ভগবতীর প্রাকৃতিক প্রতিমা।

অক্ষয়বাবু অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আর যাহা হউক আর না হউক, বাঙ্গালায় তিনি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। বঙ্কিম, হেম, বঙ্গ-সাহিত্যে মাতৃপূজার প্রচার করিয়াছেন; [illegible] তাঁহাদের সমান আসন পাইবার উপযুক্ত।—এই [illegible] আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করি। আমি তাঁহাকে সাহিত্য-গুরু বলিয়া সম্মান করি।

অক্ষয়বাবুর মৃত্যুতে দেশের এবং জাতির যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য এবং সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদে আসিতেন এবং উপদেশ দিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি কি কর্ত্তব্য সাধন করিবেন, তাহার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি.এ. মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—"বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অতুলকীর্ত্তি, মহাপ্রতিভাবান্‌, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার [illegible] গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই—সংক্ষেপে একটি কথা বলিব

যায়। অক্ষয়বাবু আমার পিতার মত ছিলেন, আমি তাঁহাকে পিতার মত মান্য করিতাম। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত আমারও তিনি সাহিত্য-গুরু ছিলেন। অক্ষয় বাবু কেবল যে বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এক দিন তিনি আমাকে একটি বালগোপাল-মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। আমি বলিলাম, বালগোপাল-মূর্ত্তি দিয়া আপনি কি করিবেন? তিনি আমাকে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলেন,—"দেখ, অক্ষয়, অচ্যুত প্রভৃতিকে আমি বালগোপালরূপে বালগোপাল-মূর্ত্তিতে সেবা করি। তুমি আমাকে একটি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দাও। কিন্তু তাঁহার এ বাসনা সিদ্ধ হয় নাই—আমি তাঁহাকে মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি নাই। আমি আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার বালগোপাল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার বাসনা পূর্ণ করিবেন। আমি আর অধিক বলিতে চাই না—উপস্থিত অন্যান্য সকলে বলুন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, যাঁহারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নব যুগের প্রবর্ত্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অন্যতম। এই জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। বাঙ্গালা-সাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সেবার পরিচয় আপনারা নলিনী বাবুর প্রবন্ধে শুনিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। যে সকল মনীষী বঙ্গদর্শনে জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী। অক্ষয়চন্দ্র সেই পুণ্যব্রতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন এবং যাবজ্জীবন আজিজাসিকের [illegible] সেই ভাবের অগ্নি দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। জাতীয়তার উদ্বোধন, প্রতিষ্ঠা [illegible] পুষ্টিই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলমন্ত্র ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র অবকাশ যাপনের জন্য সাহিত্য-সেবা বা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সেবী হইয়া পড়েন নাই; তাঁহার সাহিত্য-সেবা স্বদেশ-ভক্তি [illegible] জাতিপ্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল। দেশভক্তি এবং জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য তিনি সাহিত্যকেই সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চিরজীবন সেই সাধনের সাহায্যে সাধনা করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে তিনি যে সফল হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের জাগ্রত বঙ্গদেশই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। অক্ষয়চন্দ্রের নিকট আমরা শুধু সাহিত্য-সেবার জন্যই কৃতজ্ঞ নই, তিনি যে জাতির নবজীবন সঞ্চারে এবং জাতীয় উদ্বোধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যও আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আজ যে বঙ্গদেশে—আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে—জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মূলেও আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে দেখিতে পাই। অক্ষয়চন্দ্র জীবিতকালে সাহিত্য-ব্রতে সফল হইবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করিতেন—পথভ্রষ্ট সাহিত্য-সেবীদিগকে কর্ত্তব্য-পথে প্রবর্ত্তিত করিতেন। দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য যাহা আবশ্যক, তিনি তাহার নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি এ দেশে অনেক সাহিত্য-সেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এ জন্য দেশ

তাঁহার নিকট ঋণী। এরূপ মহাপুরুষের বিয়োগে সাহিত্য-পরিষৎ যে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, আমি সর্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন করিতেছি।

তৎপরে নায়ক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আসল কথাই বলা হয় নাই। আমরা ভুলিয়া যাই, অক্ষয়চন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটা শাখা দুই দিক্ দিয়া কেমন বিস্তৃত হইতেছিল। এ সব বিবরণ লিখিবার আর লোক নাই—শিবরাত্রির সলিতার মত এক শাস্ত্রী মহাশয় আছেন;—তিনিই লিখিতে পারেন। এক দিকে কেশব সেন, অপর দিকে বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি। এই উভয় শাখার তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। অনেকে অভিযোগ করেন, অক্ষয়চন্দ্র তেমন কোন বই লেখেন নাই। কিন্তু ইহাঁরা ভুলিয়া যান যে, তিনি বই লিখিবার জন্য আসেন নাই—তিনি আসিয়াছিলেন—ভাবের বিস্তারের জন্য। সে বিষয়ে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহার দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে দেশ মাতাইয়া দিয়াছিল—মফস্বলের কবিতায়ও দেশে ভাবের বন্যা বহিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা এই ভাবধারা দেখাইয়া নির্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে ঢেউ বহাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ—তাহার ইতিহাস লেখার সময় হইয়াছে। এ ইতিহাস এ পর্যন্ত লেখা হয় নাই; কেন হয় নাই, তাহা জানি না। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে আলোচনা হইলে ভাল হয়। কিন্তু আলোচনা করিবে কে? আর ত লোক নাই। আজকার সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আছেন। তিনিই একমাত্র শিবরাত্রির সলিতা—তিনিই ইহা লিখিতে পারেন।

অক্ষয়চন্দ্রই আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড় করান। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি যখন যে কাগজে সম্পাদক হইয়া গিয়াছি, আমার স্নেহের খাতিরে সেই কাগজেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম; প্রবন্ধটির নাম "কি খাই"; অমনি তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"জল খাও"। এই প্রবন্ধটির নাম দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু পড়িলে চোখের জল রাখা যায় না। আর একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম—"পাড়াই কোথা"। তিনি অমনি লিখিলেন—"ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চৌদিকে মালঞ্চ বেড়া"। এইরূপে তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তিনি আমার অভিভাবক ছিলেন।

তিনি যখন চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির সংস্করণ বাহির করেন, তখন কেহ কেহ তাহাতে ভুল দেখাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—বাপু হে, এখন ত তোমরা ছাপা বই দেখিয়া গালাগালি করিতেছ। কিন্তু বটতলা হইতে, সেই পুরাণ মাসিকের ভিতর হইতে ইহা তুলিল কে? মার্জ্জিত করিল কে? তখন ত তোমাদিগকে পাওয়া যায় নাই। আজকাল আমরা এইরূপই করিয়া থাকি; প্রাচীনদের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম আমরা বুঝি না—বুঝিবার চেষ্টা করি না।

এক দিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে আমরা বসিয়া—দাশুরায়ের আলোচনা হইতেছে। অক্ষয়বাবু বলিলেন—দেখ, দাশুরায় এবং তাঁহার সমসময়ে সৃষ্ট সাহিত্য দেশের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বঙ্গদর্শন তাহা করিতে পারে নাই। কেন না, সে সাহিত্য খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য, তাহা বাঙ্গালার নিজস্ব; তাহাতে বিদেশীয় বোট্‌কা গন্ধ নাই। তোমরাও খাঁটি বাঙ্গালা লেখ; বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালা লেখ; ইংরাজী লিখিও না। রামপ্রসাদ দেশের মত বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, বিদেশীর বাঙ্গালা লেখেন নাই; তাই তাঁহার এত আদর। আমিও অক্ষয়বাবুর কাছে তিন বৎসর কাল মক্‌স করিয়া তবে সায়েস্তা হইয়াছি।

এক দিন রত্নেশ্বরের "দাশুরায়" গান হইতেছে—অক্ষয়বাবু ও আমি বসিয়া আছি। চারি দিকে বি এ, এম্ এ, ব্যারিষ্টারের দল সব আছেন। গানের পরই থিয়েটার হবে। তাঁরা সব ভারি চঞ্চল—গানে মন উঠিতেছে না—কেবলই বলিতেছেন, পাঁচালী কি হবে, বন্ধ কর, বন্ধ কর। অক্ষয়বাবু বলিলেন—দেখ, এই পাঁচালী এক দিন হাজার হাজার লোকে শুনেছে, হাজার হাজার লোকে মেতেছে; এই পাঁচালী [illegible] দেশ সাজাইয়াছে। আজ তোমরা ইহা শোন না—তোমাদের সে অভিনিবেশ-শক্তি নাই। তোমরা বাবু-ভেয়ের দল আজকাল সাহেব-সুবোর মত জাতি হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়াছ। যেটা আছে, আগে সেটাকে চেনো—তার পর পরিষ্কার করো—কিন্তু ভেঙ না।

এই যে সহানুভূতি—এই যে প্রীতি—ইহা অক্ষয়চন্দ্র হইতে আসিয়াছে। [illegible] বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধের জাহ্নবী বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কে ইহা লেখে? একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয়ই ইহা লিখিতে পারেন এবং তাহাই অক্ষয়চন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, মহাশয় জানাইলেন যে, এইমাত্র একটি কবিতা ডাকযোগে পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি স্বর্গীয় সরকার মহাশয়ের একজন গুণমুগ্ধ [illegible] লেখা—লেখক নাম দেন নাই। তৎপরে তিনি কবিতাটি পাঠ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

এই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—এই প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনারা দণ্ডায়মান হইয়া ইহা গ্রহণ করুন।

উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ২য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—"মৃত মহাত্মা সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উপযুক্ত ভাবে স্মৃতিরক্ষার বিধান করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি এই সভা সমুদয় ভার অর্পণ করিতেছেন।"

এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন,—এই ২য় প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবেরই অন্তর্ভুক্ত। ১ম

প্রস্তাবে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু শোক প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইল না—তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাও করা আবশ্যক। সেই [illegible] তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হইতেছে।

[illegible] সরকার মহাশয়ের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং একবার সাহিত্য-সম্মিলনেরও সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের অনেক হিতচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর বিষয় যখন ভাবি, তখন মহাকবি গেটের একটি কথা মনে উদয় হয়। গেটে বলিতেন, সহযোগী (কন্টেম্পরারি) সাহিত্য পাঠ করিও না। কিন্তু অক্ষয়বাবুর জীবনে আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। সহযোগী সাহিত্য, সাময়িক পত্রিকা, ভাল-মন্দ প্রবন্ধ, তিনি সমস্তই পড়িতেন ; এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। গত ২০ বৎসরের সংবাদ আমি জানি, এ বিষয়ে তাঁহার খুব প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমার বোধ হয়, এই জন্যই—সহযোগী সাহিত্যের অনুশীলন জন্যই আমরা তাঁহার নিকট মৌলিক সাহিত্য পাই নাই। গেটের বাক্য এই হিসাবে সফল হইয়াছে। তিনি এক [illegible] সহযোগী সাহিত্যের রক্ষক, সতর্ক প্রহরী এবং নিপুণ দ্রষ্টা ছিলেন। [illegible] বাঙ্গালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। এ জন্যও তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। সহযোগী সাহিত্য-সেবীরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, সাহিত্য-পরিষৎ কৃতজ্ঞ এবং আমরা সকলে [illegible]।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন,—আজ যে বাঙ্গালায় জাতীয়তার ভাব উদ্ভিন্ন হইয়াছে, ইহার অন্যতম প্রবর্ত্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। "বন্দে মাতরম্" আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সমগ্র ভারতে ইহা স্বীকৃত। এমন কি, মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধিতোরণেও এই "বন্দে মাতরম্" উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই যে সারা ভারতের একতা—একজাতীয়তা, ইহারও [illegible] প্রবর্ত্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। তিনি খাঁটি দেশী লোক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী মহারাষ্ট্রে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—আমরা যে স্বরাজ স্বরাজ বলি, সেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠাই স্বদেশীর উপর। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এই স্বদেশীকেই আমরা ঘৃণা করি। জাতীয় সাহিত্যে ঘৃণা আমাদের বহু কাল ছিল,—বাঙ্গালা ভাষাকে বহু কাল আমরা শ্রদ্ধা করি নাই। অক্ষয়চন্দ্র এই বাঙ্গালায় পুরাতন সম্পদের উদ্ধার করেন। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব, তাহা অনেকটা তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি পল্লীগতপ্রাণ ছিলেন। আপনারা দেখিবেন, ম্যালেরিয়ার জন্য সকলেই পল্লী ছাড়িয়াছেন, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র কখন পল্লী ছাড়েন নাই—তিনি বরাবর সেই চুঁচুড়ায়। আমি আশা করি, তাঁহার পল্লীতে চিরদিন প্রদীপ জ্বলিবে। পল্লী জাগিলে দেশ জাগিবে, পল্লীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি, ইহা তিনি চিরকাল বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা লেখা অতি চমৎকার ছিল। অক্ষয়বাবু যে গদ্য লিখিতেন, ইহা

আমি জানিতাম না। সে দিন তাঁহার লেখা একখানি গল্পের বই আমার হাতে পড়িল। দেখিলাম, লেখা অতি চমৎকার। আমার বোধ হয়, তিনি যদি আর কিছু নাও লিখিতেন, তবে এই একটি গল্পের দ্বারাই তিনি [illegible] হইয়া থাকিতেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন—খাঁটি বাঙ্গালী হইবার জন্ত তিনি লোককে শিক্ষা দিতেন। আমার বোধ হয়, আমরা যদি তাঁহার মত খাঁটি বাঙ্গালী হইতে শিক্ষা করি, তবেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়বাবু যে [illegible] মরিয়াছেন, এ কথাকে মানুষে মরে না। তিনি সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি মরেন নাই, তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে [illegible] করিয়া রাখিয়াছে। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে একটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া যদি ব্রাহ্মণকে তোলা না হয়, তবে দেশের উন্নতি হইবে না। তিনি জ্যোতিষ খুব ভাল জানিতেন এবং সেই জন্তই নিজ মরণকাল যে আসন্ন, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, সেই [illegible] আমি সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দিতে ইচ্ছা করি, আপনারা গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি অক্ষয়বাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।" এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চুনীবাবু বলিলেন,—আমরা চাই, মৃতের পরিবারবর্গের নিকট আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে। সুতরাং আমি আশা করি, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি হইবে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়দ্বয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—অতঃপর সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে চালান হইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্ত এক বৈঠক বসিয়াছে। সভাতে সপরিকর বঙ্কিমবাবু ছিলেন। তন্মধ্যে আমিই সকলের ছোট, এক পাশে বসিয়া আছি। বৈঠকে আলোচনা হইতেছে—অতঃপর নাটক ও কাব্য কি ভাবে লিখিতে হইবে—এই আলোচনার পর স্থির হইল, শুধু কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেই হইবে না, উহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার চাই—দেশহিতৈষিতা চাই। ইহার পর হইতেই বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী প্রভৃতি বইএর সৃষ্টি এবং ইহার আরও পরে নবজীবনের আবির্ভাব। নবজীবন অর্থে হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন—বাঙ্গালীর নবজীবন। নবজীবন প্রচারের সময়েই শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা আরম্ভ। এক দিন বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু, রামকৃষ্ণবাবু সকলে

মিলিয়া তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিতে যান। সেই সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে তিনি বলেন—বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি আমার শিষ্য হইয়াছেন। এ কথায় তাঁহারা সকলেই একটু বিরক্ত হন এবং বলেন যে, তোমার হিন্দুধর্ম্ম এবং আমাদের হিন্দুধর্ম্ম একটু তফাৎ। তোমাদের মত খাওয়া-দাওয়ার বাঁধাবাঁধি, আমাদের তত নাই। অথচ আমরা হিন্দু এবং খাঁটি হিন্দু। এই সময়কার বঙ্গবাসী, নবজীবন ও প্রচারে এই বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহা সকলেরই মন দিয়া পাঠ করা উচিত।

অক্ষয়বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। অক্ষয়বাবুর "নবজীবনে" বঙ্কিম খুব উৎসাহ দিতেন। অক্ষয়বাবু শেষ জীবনে ঘরে বসিয়া সাহিত্যের মহর্ষিস্বরূপ ছিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২২শে পৌষ ১৩২৪, ৬ই জানুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৩টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম বি, আই এস ও, এফ সি এস (সভাপতি), শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্, মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, স্বামী শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযোগিনাথ সেন এম্ এ, বি এল্, শ্রীদেবেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীহরি-পদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীনলিনচন্দ্র সরকার, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীশেখ হবিবার রহমান মণ্ডল, শ্রীমোহাম্মদ লাউদার রহমান, শ্রীগণনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীহর্ষকান্ত মিত্র, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুনীতিকুমার পাল এম্ এ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমনোজমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীরাধিকা-নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিবকুমার সরকার, শ্রীব্রজবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীতারকচন্দ্র বসু, শ্রীনিরঞ্জনকুমার সেন, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোগিনাথ সেন মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় একজন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রদর্শন— শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী মহাশয়-প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়ের "আরবী ও ফারসী শব্দের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, (খ) রবি দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, (গ) দীনেশচন্দ্র রায়, (ঘ) বেণীমাধব সরকার, (ঙ) কালীপ্রসন্ন মৌলিক, (চ) করুণাচন্দ্র মজুমদার ও (ছ) সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

প্রথম আলোচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রাখা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করায় সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদস্যগণের মতামত গ্রহণ করিলেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে, ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ [illegible] স্থগিত রাখা হউক।

১। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ আহূত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন ও উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এই অধিবেশনে প্রায় ৩০০ নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইঁহাদের নাম পাঠ করিতে হইলে অন্যান্য কার্য্য শেষ হইবে না— এই জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইঁহাদের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক। সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। নব-নির্বাচিত সদস্যগণের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (সদস্যগণের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণের নাম ও গ্রন্থাদির নাম পাঠ করিলে উপহারদাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক, পুথি ও উপহারদাতাদের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ঐ পদে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিষদকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় অদ্য সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি [illegible] পাঠ করিতে অক্ষমতা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। অন্য প্রবন্ধ-পাঠকের অভাবে তাঁহার "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

(খ) সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" নামক প্রবন্ধটি আয়তনে কিছু বড় হইয়াছে—প্রায় ৩২ পাতা। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িতে হইলে সদস্যবৃন্দের উপর উৎপীড়ন হইবে—বিশেষ ইহার মধ্যে "আরবী" উচ্চারণ-তত্ত্বের কতকটির ব্যাপার অনেক আছে। এই জন্য তিনি মুখে ইহার সার বলিয়া যাইবেন। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের কর্তৃক "আরবী", "ফারসী", "তুর্কী" ও "পুস্ত" এই চারি নূতন ভাষা আনয়নের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহাদের মধ্যে "ফারসী"র ছাপ ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিশেষ করিয়াই পড়িয়াছিল। "তুর্কী" হইতে গোটাকয়েক কথা আসিয়াছিল মাত্র। "পুস্ত"র কোন প্রভাবই নাই। "আরবী"র প্রভাব যাহা কিছু, তাহা সমস্তই ফারসীর ভিতর দিয়া। ফারসী ভাষা একবারে আরবীর আওতায় পড়িয়া আছে। তুর্কী, পুস্ত ও ফারসীভাষী মুসলমানেরা ও তাঁহাদিগের সহিত রাজকার্য্যাদি বিষয়ে সংসৃষ্ট এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্রভাষা দাঁড়াইয়া যায়। ইহার নাম "উর্দু" বা হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালায় যে সকল "আরবী" ও "ফারসী" কথা পাওয়া যায়, তাহার অনেক উর্দু হইতে লওয়া। প্রবন্ধকার বলিলেন যে, যে সকল "আরবী" "ফারসী" কথা একবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বানান মূল ভাষার অনুযায়ী করিবার চেষ্টা করা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, মুখ্যতঃ ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২৮টি অক্ষর

যোগ করিয়া ফারসী, উর্দ্দু, তুর্কী ও পুস্তু লিপি। আরবীর অনেক অক্ষর আরবেতর জাতিরও দ্বারা উচ্চারণ সহজ বা প্রকৃত হইবে না। এই হেতু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনি-বাহুল্য ঘটিয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির জন্য তিনি যে যে বাঙ্গালা অক্ষর যেরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"ফারসী ও আরবী লিপ্যন্তর সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের একটা বিধি প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এ কথা অনেক দিন পূর্ব্বে একবার সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাব-মত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি লিপ্যন্তর সম্বন্ধে পরিষদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য একটি শাখা-সভা গঠন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মৌলবি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আমি ও আরও ২।৪ জন এই সমিতির সভ্য ছিলাম। নানা কারণে এই সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ২য় ভাগ লিখিবার সময় এই লিপ্যন্তর লইয়া আমাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, এক "জ" দিয়া পারসী আরবী ৬টি অক্ষর লিখিতে হয়। বাঙ্গালা দেশের কোন সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র Diacritical markযুক্ত অক্ষর রাখে না এবং সহজে নূতন চালাইতেও চাহে না। আরবী ও ফারসী বানান সম্বন্ধে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয় আমাকে একবার একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আওরঙ্গজেব নামটি কি ভাবে লেখা উচিত। বাঙ্গালা দেশে ইহা ১০ রকমে লিখিত হইয়া থাকে, যথা—ঔরঙ্গজীব, ঔরঙ্গজীব, ঔরঙ্গজেব, আরঙ্গজীব, আরঙ্গজেব, আরঙ্গজীব, আরংজেব, আওরঙ্গজীব, আওরঙ্গজেব ও আরঙ্গজীব। আমি তখন তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, নামটি আওরঙ্গজেব বা আওরঙ্গজীব লেখা উচিত। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, লিপ্যন্তর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একটি শাখা-সভা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। সাহিত্য-পরিষদে আমি ২।৩ বার আরবী ও ফারসী শিলালিপির মূল প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ-কালে অন্য প্রেস হইতে আরবী বা ফারসী মূল কম্পোজ করিয়া আনিয়া পরিষৎ-পত্রিকা ছাপাইতে হইয়াছে। পরিষৎ লিপ্যন্তর সম্বন্ধে একটা বিধিব্যবস্থা করিলে—বিশ্বকোষ প্রেসে যদি কিছু মাত্র Diacritical markযুক্ত টাইপ চালাইয়া আনা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশেরও উপকার হয় ও পরিষৎ-পত্রিকারও উন্নতি হয়। বাঙ্গালা দেশে যে কয়জন লোক ফারসী ও আরবী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের লইয়া একটি শাখা-সভা গঠিত হওয়া উচিত। যে সমস্ত হিন্দু, ফারসী আরবীর চর্চ্চা করেন ও যে সমস্ত মুসলমান মৌলবী বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া এই শাখা-সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু এই সমিতির সম্পাদক হউন। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বহু পরিশ্রম করিয়া

এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কতকগুলি বে আরবীতে একরূপ ও ফারসীতে আর একরূপ উচ্চারিত হয়, সেই বিষয়টি সুনীতি বাবু স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার মতই গৃহীত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমিতি এখান হইতে গঠিত হইতে পারে না। উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যাওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু বলিলেন যে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব সত্বরই পাঠাইবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বহু পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার মতের সহিত প্রবন্ধের কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকিলেও প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু লিপ্যন্তর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে। সমিতি গঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর এই প্রবন্ধ, লিপ্যন্তর (transliteration) [illegible] সম্বন্ধে [illegible] জেনিভার ওরিয়েন্টেল কংগ্রেসে আলোচিত Transliteration System—এই [illegible] একত্রে আলোচিত হওয়া উচিত এবং শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাবিত উক্ত শাখা-সমিতিতে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ [illegible] মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় বলিলেন যে, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য, সুনীতিবাবুকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি, তাঁহার আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি সুনীতিবাবুকে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া জানিতেন—আরবী ও ফারসী ভাষাতে যে তাঁহার এরূপ বিস্তৃত অধিকার আছে, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। সুনীতিবাবু বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ফারসী ও আরবী শব্দগুলির বানান সম্বন্ধে যে নূতন বিধি প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন জাতিগণের সম্মিলন ঘটিলে একের ভাষায় অন্যের ভাষার শব্দ গ্রহণ অনিবার্য্য। পৃথিবীর সকল স্থলেই সকল জাতির ভাষার মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা দ্বারা ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। যখনই কোন ভাষায় এইরূপ কোন নূতন শব্দ গৃহীত হয়, তখন সেই শব্দের মৌলিক উচ্চারণ রক্ষা করিয়া তাহার বানান লিখিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে অনেক স্থলে অর্থ-বিভ্রম এবং অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং রাখালবাবু যে একটি শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন। এই সমিতিতে কয়েক জন আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিতের থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের সাহায্যে এই কার্য্য

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তবে আজিকার সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রাখালবাবু সম্পাদক মহাশয়কে এ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিলেই তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার যথাবিধি ব্যবস্থা করিবেন। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সুনীতিবাবুকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস ও রবি দত্ত মহাশয়ের বিষয়ে অনেকেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ও তাঁহাদের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন। পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পত্র লেখা হউক—ইহা স্থির হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীযাদবহরি ভড়, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ পাল এম্ এ, বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ২০ রামমোহন সাহার লেন। প্রস্তাবক—অজিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার T. C. 46017, C|o officer Commanding I. W. T. R. E। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ শ্রীবামাপদ বসু, ৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রস্তাবক—যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩৬।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেশনাথ বিশি, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ১৫৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৫ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় লেন, শ্রীহরিপদ রায়, ৭ অক্রুর দত্ত লেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র হালদার, ২৭ রোলেণ্ড রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র হালদার, ১০৪ আপার সারকুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীসতীন্দ্রমোহন নন্দী, সদস্য—এস, কে, বানার্জ্জি, রিপোর্টার ষ্টেটসম্যান, ১১৫ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে, পোষ্ট

আপিস ইন্‌স্পেক্টার, ১৬ রমাপ্রসাদ রায় লেন। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—ইয়চ মহম্মদ সোরাবর্দী তারাপুরবালা বি এ, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীবিজয়কুমার রায়, সদস্য—রায় অমৃতলাল সাহা বাহাদুর বি এল, খুলনা জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান। রায় বিপিনবিহারী সেন বাহাদুর বি এল, গবর্ণমেন্ট উকীল, খুলনা। শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল, খুলনা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি এল, খুলনা। শ্রীরাসবিহারী সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র দাস বি এল, খুলনা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ বসু বি এল, উকীল, খুলনা। শ্রীযতিপ্রসাদ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, নতুরা পোঃ, নদীয়া। শ্রীসুধীরকান্ত সেনগুপ্ত বি এ, এম্ বি, এসিষ্টান্ট সার্জন, গয়া হাঁসপাতাল, গয়া। ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু এল্ এম্ এস্, সিভিল সার্জন, হাজারীবাগ। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী এল্ এম্ এস্, ১০ রামরতন বসুর লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্, ১৬।১০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচী বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ৪৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার, ২৩।১১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিত্র, সমর্থক—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, বড় তরফ, ২৪ পরগণা। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা, মেজো তরফ। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, মেজো তরফ, গোবরডাঙ্গা, ২৪-পরগণা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ১৩২।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা বি এ, ৯ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৬ বলরাম সরকার ষ্ট্রীট। শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি এ, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু জমীদার, ৩৬ চক্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—ডাঃ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, ১২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষিতীশমোহন সরকার বি এ, ৯৩।৩ হিন্দু হোষ্টেল। শ্রীব্রজভূষণ চক্রবর্ত্তী, পানিহাটী, ২৪ পরগণা। শ্রীতারকেশ্বর রায়, ১৮ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ২৩ হিন্দু হোষ্টেল। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮ রামনাথ লেন। শ্রীশশধর ঘোষ, ২৯ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ কলুপাড়া লেন, বরাহনগর। পি, সি, ঘোষাল, ৪ গৌরী-

শঙ্কর ঘোষালের লেন, নারিকেলডাঙ্গা। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীআমীরুদ্দিন খাঁ বি এল, ১৪ চেৎলা হাট রোড। শ্রীমহম্মদ আলী এম্ এস সি, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীতারাপদ ঘোষ জমিদার, ১৫ পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। প্রস্তাবক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীভূদেব হালদার, ১৫৩ অপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীহেমন্তকুমার সেন এ এম্ আই এস ই, শিবপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীঅমাহম ঘোষ বি ই, অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র [illegible] সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক উত্তরপাড়া সারস্বত-সম্মিলন, উত্তরপাড়া, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, ১১ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ শীল, ১০৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি এ, ৪ নারিকেলবাগান লেন। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়লাল চৌধুরী, উকীল, [illegible] কোর্ট, নবাবযাদার রোড, ঢাকা। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীকমলাকিশোর চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী, বাব-এ-টল, জিত্রপত। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী, G. P. O. কলিকাতা। শ্রীতারিণীপ্রসাদ গুপ্ত, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। প্রস্তাবক—শ্রীযাদবনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীসত্যেন্দ্রসেবক নন্দী, সদস্য—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটার, [illegible] সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীবিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সেটেলমেন্ট কানুনগো, বিষ্ণুপুর কোয়াটার্স, কুমিল্লা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, কাশীপুর পোঃ, রাজনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীবঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ওনং শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, বরাহনগর। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম এ, আন্দুল রাজবাটী, পোঃ আন্দুলমৌরী, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীতারারঞ্জন গুপ্ত বি এ, সমর্থক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—শ্রীহরিদাস ঘোষ, এম্ এ, বি এল্, বারলাইব্রেরী, যশোহর। শ্রীহরিচরণ মুখার্জ্জি বি এল্, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীমদন রায়, ঐ। শ্রীভোলানাথ চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীতারাশঙ্কর চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীউমাচরণ মিত্র, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীকুঞ্জলাল চাটার্জ্জি, যশোহর কোর্টের হেড্ ক্লার্ক। শ্রীরাখালদাস মুখার্জ্জি, যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, যশোহর হাঁসপাতালের এসিষ্টান্ট সার্জ্জন। রায় সাহেব শ্রীশশিভূষণ বানার্জ্জি, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পুলিস, যশোহর।

শ্রীনিতাইলাল মিত্র, হেল্‌থ অফিসার, দেওঘর। শ্রীআনন্দনাথ মুখার্জি, ইন্সপেক্টর, পি আই ডি অফিস, থাকুন্ডিগা, দেওঘর। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান, উইলিয়ম টাউন, দেওঘর। শ্রীভোলানাথ ব্যানার্জি এম্ এ, বি এল, পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, দেওঘর। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভাদুড়ী, বমবাবাড়ী, ঐ। সমর্থক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সদস্য—শ্রীবিজয়কুমার মিত্র, বি এল, জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, যশোর। রায় বাহাদুর শ্রীযাদবিকানাথ দত্ত বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে বি এ, কবিরাজ, বড়পুল, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ সিংহ, লকড়পাহাড়ী, পাথরগামা, সাঁওতাল পরগণা। শ্রীরমণীভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ। শ্রীকৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীকিশোর সিংহ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ হাজরা, ঐ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, পাঁচথুপী। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীতারাধর মল্লিক, ৮।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই, এম্ এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২ বলরাম বসু ১ম লেন। শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিরাজ, ৬৫ নীতন ষ্ট্রীট। শ্রীঅটলবিহারী ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ। শ্রীসত্যচরণ মজুমদার, দেওঘর, পুরাণদহ। শ্রীপতিচরণ চৌধুরী, ৩৩।৩৫ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার, ১৫০ হরিশ মুখার্জি রোড। শ্রীরামাপদ চৌধুরী বি এল, ৫ মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন। শ্রীহেমকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমেদপুর, ই আই রূপ। শ্রীশরৎকুমার সর্ব্বাধিকারী, হেড ক্লার্ক, পি ডব্লু ডি, জলপাইগুড়ি। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ, কে এন্ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীনলিনীকান্ত নাগ বি এ, ঐ, কাসিমবাজার। শ্রীভূপৎ সিং দুগড়, ১৭২ লোয়ার সার্কুলার রোড। শ্রীরণজিৎ সিং দুধোরিয়া ঐ ঐ। শ্রীজানকীনাথ পাঁড়ে, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমোহিনীমোহন রায়, মুরশিদাবাদ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু এম্ এ, মুন্সেফ, মালদহ। শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবিশ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম্ এ, অধ্যাপক রিপণ কলেজ। শ্রীপ্রণবচাঁদ বাগাওয়াথ, আজিমগঞ্জ। ডাঃ শ্রীবিনয়লাল মজুমদার, ২০ নীলমণি দত্তের লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, ৩১ ডিকসন লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এম্ এস সি, ১১ রাজার লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর, শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ী। শ্রীবিপিনবিহারী ব্যানার্জি বি এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যালঙ্কার, বি এ, কে এন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। শ্রীবিনোদবিহারী মুখুটী। শ্রীযদুনাথ পাল চৌধুরী, ত্রিপুরা। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত চৌধুরী। শ্রীহীরালাল শ্রীমল, ১ হেমচন্দ্র দাসের লেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্ এ, বেঙ্গলাহিয়া, মেডিকেল কলেজ।

শ্রীভূপৎ সিংহ দুধাড় ও শ্রীরণজিৎ সিংহ দুধোরিয়া, ১৬১ লোয়ার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রধান শিক্ষক, বালীগঞ্জ এইচ, ই, স্কুল। শ্রীলালগোপাল পাল, জমিদার, রাণাঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীকামিনীচরণ পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশশিভূষণ দাস, চম্পাপুকুর এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বসিরহাট। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমৌলবী মোহম্মদ আব্বাচ আলী, ৩১ বেনিয়াপুকুর রোড, ইটালী। প্রস্তাবক—শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু আই সি এস, বি এ (কেম্ব্রিজ), এফ আর ই এস, মাদারীপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু এম্ এস সি, এসিষ্টাণ্ট কনসারভেটার অব ফরেষ্ট, দার্জ্জিলিং। প্রস্তাবক—শ্রীশারদাচরণ বিশ্বাস, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল বি এল, শ্রীরামপুর। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ বি এল, ১০ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীসত্যব্রত সেন বি এল, শ্রীরামপুর। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—ঐ। সদস্য—গোস্বামী মহারাজ দামোদরলাল কবিচূড়ামণি, ১৭৩ হ্যারিসন রোড। শ্রীহরিদাস রায় চৌধুরী, জমিদার, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী, জমিদার, ২৪ পরগণা, শ্রীবসন্তকুমার বসু, ৭ বিশ্বকোষ লেন। পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীভোলানাথ ঘোষ, ৮ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীহরিচরণ মিত্র, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, কায়স্থ লেন, শ্যামবাজার। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, টাকী, ব্যারাকপুর, ট্রাঙ্ক রোড। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরমাকান্ত সরকার, উকীল ভাগলপুর। শ্রীসারদানাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ভাগলপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার, এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ, জমিদার, ঐ ঐ। শ্রীকেদারনাথ গুহ বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ ঐ। শ্রীদেবব্রতচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী এল এম্ এস, ভাগলপুর। শ্রীযদুনাথ বিশ্বাস, মোক্তার ঐ। চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষাল, ঐ ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ঐ ঐ। শ্রীগৌরচরণ রায়, ঐ ঐ। শ্রীললিতমোহন রায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী, ঐ ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ হাজরা, কণ্ট্রাকটার, ঐ। শ্রীকৃষ্ণকমল সিংহ, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ঐ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। মহাশয় শ্রীঅমরনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ঐ। শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী, উকীল, বাঁকা, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, জেনারেল মিনিষ্টার, দেওঘর। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দত্ত, স্কুল ইনস্পেকটার, ভাগলপুর। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ

রায় চৌধুরী এম এস এল, ১২১ হরিশ মুখাৰ্জি রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীঅজিতকুমার রায়, ৫০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার রায়, ঐ। কবিরাজ শ্রীসুরেশ্বর চৌধুরী, ৪ পুলিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, নওগাঁ, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীগৌরসুন্দর রায়, [illegible] নারকেলবাগান লেন। শ্রীনরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, ৭৭ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মজুমদার এম্ এ, ৫৮ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ সেন সাহিত্যবিশারদ, সম্পাদক ২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ, (কাঁসারীপাড়া রোড)। শ্রীমুকুন্দচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, ২ মিন্টী রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ নিয়োগী এম এস সি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। শ্রীযদুনাথ সেন কবিরাজ, ১৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীরামলাল সেন এম্ এ, ৮৮ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, [illegible] বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীশিশিরকুমার রায় এম এ, ২৩।১এ বানার্জ্জি লেন। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩ সাগর দত্ত লেন। শ্রীপঞ্চানন মজুমদার, ১২।১ চোরবাগান লেন। শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায়, ৩৮ ক্রীক রো। শ্রীকুশারোহকুমার রায় এম এ, বি এল। শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী, এম্পায়ার অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅন্নদাচরণ কারফুন এম এ, বি এল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম এ, বি এল। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সাহা জমিদার, চাপাই, নবাবগঞ্জ, রাজসাহী। শ্রীগোকুলচন্দ্র সাহা, জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীঈশ্বর সরকার, পেস্কার, মুন্সেফ্ কোর্ট, জঙ্গিপুর, মুরশিদাবাদ। শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৮।২ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ৯ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, শ্রীকেদারনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ২৩।১ মানিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, ১৫।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীবাণীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১ আনন্দ চাটার্জ্জি লেন। শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৩০।১০ মদন মিত্রের লেন। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, ৭৫ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুকুন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়নাথ গাঙ্গুলী, ১২ গাঙ্গুলী লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ১১ কুণ্ডু লেন। শ্রীশচন্দ্র রায়, ১ বকুলবাগান কার্ট লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৫ ক্রাইক ষ্ট্রীট। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীললিতমোহন বড়ুয়া। শ্রীসত্যপ্রকাশ সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীঅবনীকুমার দে, ৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীমহিমানাথ গুপ্ত, ৫৩ মনসাতলা লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপ্রমথেশচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসুধীরকুমার বড়াল, ঐ। শ্রীঅরুণচন্দ্র পাল, ঐ। শ্রীরামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনীলমণি পরামাণিক, ৩২ মনসাতলা লেন। শ্রী[illegible]নাথ ঘোষ টি, এম, জি, আফিস, খিদিরপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০ মুন্সীগঞ্জ রোড। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫ তরফদার ট্যাঙ্ক ২য় লেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৪৮ কটন ষ্ট্রীট। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, ১১ গড়পার রোড। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দে, ২৩ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল রায়, টি এম টি আফিস, বি এন্ আর, খিদিরপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৮০ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮।১১ হাজরা রোড। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৩ কুটরি রোড। শ্রীঅমৃতলাল রায়, ৮ ছকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ তরফদার ট্যাঙ্ক ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫ রামকমল মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, ৩৯।১ মনসাতলা লেন। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ঐ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, ৭ লালমাধব মুখার্জ্জি লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন। কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, মধু-নাথপুর। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মল্লিক, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম এ, ১৬ পাথুরিয়াঘাটা বাই লেন। শ্রীকৃষ্ণধন দত্ত, ২৩ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, ৮ প্রতাপ ঘোষের লেন। শ্রীকামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, ৩১ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীমদনমোহন গুপ্ত, ৩৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৫৩ সিমলা ষ্ট্রীট। কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন সেন, ৩৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীঅনাথনাথ রায়, ২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস, ৪ উইলিয়ম্‌স্ লেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়। শ্রীকেশবচন্দ্র দাস, ৬৯ কলিন্‌স লেন। শ্রীসতীশনাথ সেন বিএল, ১০ ছকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১ তেলীপাড়া লেন, শ্যামবাজার। শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়, ২১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার। শ্রীভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ২।৩এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীঅশ্বিনীকুমার নাগ, ৭২ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। শ্রীঅজয়কুমার দত্ত, ৩৬ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীউমাচরণ বসু, ৩৬ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল, ২৭ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট। শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি বি এস সি, ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি এল, ৩১ ঐ। শ্রীহৃষীকেশ দে, ২৯ ঐ।